দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩০৭ ॥ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ॥ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৬ শাবান ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

কেনিয়ায় সম্মেলনে যোগ দেবেন পরিবেশমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ষষ্ঠ জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনের হাই লেভেল সেগমেন্টে যোগ দেওয়ার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী কেনিয়া যাচ্ছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে তিনি কেনিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন বলে জানিয়েছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ব এখন জলবায়ু পরিবর্তন, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং (প্লাস্টিক) দূষণের ত্রিশঙ্কা মোকাবেলা করায় এবারের জাতিসংঘ পরিবেশ অধিবেশনের থিম নির্ধারিত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং দূষণ মোকাবেলায় কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ। মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী অধিবেশনের হাই লেভেল সেগমেন্টে অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের কান্ট্রি স্টেটমেন্ট প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অভিযোজনে দেশের সাফল্য তুলে ধরবেন।

বেড়েছে জ্বর-ঠান্ডার প্রকোপ বেশি ঝুঁকিতে শিশু-বয়স্করা

ফার্মেসিতে বেড়েছে জ্বর-সর্দির ওষুধ বিক্রি

স্টাফ রিপোর্টার : একই পরিবারের ১১ বছরের শিশু তাহিরা ও পাঁচ বছরের শিশু রুশাইদা। দুজনেরই তিনদিন ধরে জ্বর, সঙ্গে সর্দিও লেগে আছে। সাধারণ প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছিল তাদের। এক পর্যায়ে সর্দি থেকে কানে সমস্যা দেখা দেয় তাহিরার। এরপর তাকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। তাহিরের মা কামরুন নাহার বলেন, ‘সাধারণ সর্দি-জ্বর মনে করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ওর কানে ব্যথা শুরু হয়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছি। বলছেন, কানের পর্দায় সমস্যা হয়েছে। ড্রপ দিয়েছেন। এখন দেখি...।’ শুধু এ পরিবারটিতেই নয়, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেড়েছে জ্বর ও ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ। একই ঘরে আক্রান্ত হচ্ছেন একাধিক সদস্য। চিকিৎসকরা বলছেন, দিন ও রাতের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে এখন ভাইরাসজনিত জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে। এই জ্বর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনে ছড়াচ্ছে। সাধারণত তিন থেকে সাতদিন জ্বর, সর্দি ও কাশির তীব্রতা থাকছে। আক্রান্তদের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। চিকিৎসকদের পরামর্শ, অসুস্থ হওয়ার অন্যতম উপসর্গ জ্বর। সাধারণ জ্বর হলে দু-তিনদিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু জ্বর তিনদিনের বেশি থাকলে চিকিৎসাসেবা নেওয়াটা জরুরি। সরেজমিনে রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, এই হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগ ও বহির্বিভাগে রোগীদের ভিড়। সবচেয়ে বেশি ভিড় মেডিসিন বিভাগে। হাসপাতালগুলোর তথ্যে জানা যায়, অন্য সাধারণ সময়ের তুলনায় রোগী বেড়েছে ২৫ শতাংশ। তাদের বেশিরভাগই জ্বর-ঠান্ডাজনিত রোগী। রাজধানীর বাড্ডা এলাকার একাধিক ফার্মেসিতে (ওষুধের দোকান) খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শীতকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে মোনাস, ফেক্সো বা এজাতীয় অন্য ওষুধ। তবে ঠান্ডা একটু কমে যাওয়ার পর থেকে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ নাপা, এইস ও সর্দির ওষুধ বিক্রি অনেক বেড়েছে। বাড্ডার লাজ ফার্মার একজন বিক্রয় প্রতিনিধি জানান, শীতকালীন সময়ের তুলনায় এখন জ্বর ও ঠান্ডাজনিত রোগের ওষুধ বিক্রি বেড়েছে। সাধারণত শীতকালে রোগের প্রকোপ একটু কম থাকে। শীত কমার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর-সর্দির মতো অসুখ বেড়ে যায়। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে সাধারণ সময়ে প্রতিদিন রোগী আসে গড়ে ৮০০ থেকে ৯০০ জন। বর্তমানে সে সংখ্যা বেড়ে ১২০০ থেকে ১৩০০ জনের মতো। টিকিট হাতে শিশুদের কোলে নিয়ে সিরিয়ালের অপেক্ষায় তাদের বাবা-মা। হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে শিশু আজানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা। অতিরিক্ত

২-এর পাতায় দেখুন

৬ ধরনের জ্বর থেকে সাবধান

চিকিৎসক সংকটে ভোগান্তি

পবিত্র শবে বরাত পালিত

স্টাফ রিপোর্টার : মহান আল্লাহতায়ালার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মার শান্তি-সমৃদ্ধি কামনার মধ্য দিয়ে গত রোববার দিবাগত রাতে পালন করা হয়েছে মহিমান্বিত রাত পবিত্র শবেবরাত। মহান আল্লাহর রহমত লাভের আশায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রাতভর ইবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন ছিলেন। বিশ্বের মুসলমানদের কাছে সওয়াব হাসিল আর গুনাহ্ থেকে মুক্তি চাওয়ার রাত হিসেবে শবে বরাতের রয়েছে অতুলনীয় মর্যাদা। তাই নফল ইবাদত, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আসকার ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এই রাত পালন করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। শবে বরাতের এই মহিমান্বিত রাতে প্রিয়জনদের কবর জিয়ারত করে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন স্বজনরা। অনেকে দান-খয়রাত করেন ফজিলতের এই রাতে। রাতভর ইবাদত বন্দেগির পর মুমিন-মুসলমানরা মোনাজাতের জন্য দুহাত তুলে ধরেন মহান আল্লাহর দরবারে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমীনের অপার অনুগ্রহ কামনা করেন সবাই। ফারসি ‘শব’ শব্দের অর্থ রাত আর ‘বরাত’ অর্থ মুক্তি। আজ সেই মুক্তির রাত ‘লাইলাতুল বরাত’। হিজরি সনের শাবান

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে না আসার খেসারত বিএনপিকে দিতে হবে : ওবায়দুল কাদের

ফেনী প্রতিনিধি : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, অবাক লাগে মির্জা ফখরুল জেল থেকে বের হয়ে তিনি জনগণের কাছে অসুস্থতার অজুহাতে যাননি। মার্কিনি প্রতিনিধি আসলে তিনি নালিশ করতে চলে গেছেন। নালিশ করা তাদের পুরোনো অভ্যাস। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফেনীর দাগনভূঞাঁয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, মার্কিন প্রতিনিধি দলের কাছে বিএনপির অভিযোগের জবাব সরকার দিয়েছে। তারা নালিশ করবে। আমরা চুপচাপ থাকব। এমনতো হতে পারে না। বিএনিপির ৫০ হাজার নেতাকর্মী জেলে আছে। এমন উদ্ভট দাবিও করেছিল। এখন আবার দাবি করছে তাদের ৪ হাজার নেতাকর্মী জেলে। তাহলে জেলে থাকা চোর-ডাকাতরাও বিএনপির নেতাকর্মী এমন প্রশ্ন রাখেন মন্ত্রী। মন্ত্রী আরও বলেন, সমালোচনা যারা করবে। তারা করবেই। দেশেও করবে। বিদেশেও করবে। যারা ক্ষমতা পায়নি, নির্বাচনে আসেনি। তারা টের পাবে তারা নিজেদের রাজনীতিতে কতটা সংকুচিত করেছে।

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র : সালমান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা সহযোগিতা, শ্রম পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে চায় দেশটি। গত রোববার রাতে রাজধানীর গুলশানে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বাসভবনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিশেষ সহকারী ও দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক এইলিন লাউবাখেরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নৈশভোজে অংশ নেন। নৈশভোজ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান সালমান এফ রহমান। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে

২-এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে সরকার : আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার হলেও এর সঙ্গে রয়েছে তার গভীর সম্পর্ক। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সুখীড়সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। গত ১৫ বছরের উন্নয়নের গতিড়প্রকৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছু বিচারড় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে তার সরকার সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। পিরোজপুরে নবনির্মিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গতকাল রোববার ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে বিচারপ্রার্থীরা দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন। তিনি শুধু এই স্বপ্নই দেখেননি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর একটি আইনি কাঠামোও তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকদের জাঁতাকলে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন আর প্রস্ফুটিত হতে পারেনি। আইনমন্ত্রী আরও বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর উচ্চ আদালতের একটি রায় অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পুরোপুরি পৃথক হলেও তখন স্বাধীনভাবে চলার মতো বিচার বিভাগের, বিশেষ করে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির নিজস্ব কোনো অবকাঠামো ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর এই সমস্যা দূরীকরণে বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল ২ হাজার ২৬০ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ব্যয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সুখীড়সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা

চার মাসের মধ্যে প্রাথমিকে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী চার মাসের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহমদ। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সারা দেশে নিয়োগ এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গত রোববার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এক বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষকদের উদারচিত্তে শিক্ষাদানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট সিটিজেন অন্যতম উপাদান। আর এই স্মার্ট সিটিজেন তৈরির আঁতুড় ঘর প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেলক্ষ্যে গুণগত মান নিশ্চিত করতে

২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশ সপ্তাহ শুরু হচ্ছে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ সপ্তাহ শুরু হচ্ছে আজ মঙ্গলবার। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে বার্ষিক পুলিশ প্যারেডের মধ্য দিয়ে ছয় দিনব্যাপী এ পুলিশ সপ্তাহ শুরু হবে। এবারের পুলিশ সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট পুলিশ স্মার্ট দেশ, শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ’। গতকাল সোমবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে পুলিশ সপ্তাহের প্রথম দিন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ উদ্বোধন করবেন। তিনি পুলিশের বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট ও পতাকাবাহী দলের নয়নাভিরাম, সুশৃঙ্খল ও দৃষ্টিনন্দন প্যারেড পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করবেন। তিনি পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) স্টল পরিদর্শন করবেন। তিনি পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে কল্যাণ প্যারেডে ভাষণ দেবেন। পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ এর বার্ষিক পুলিশ প্যারেডে প্যারেড কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিসি মো. সোহেল রানা। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন কন্টিনজেন্টের পুলিশ সদস্যরা প্যারেডে অংশ নেবেন। পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে গত ১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ৩৫ জন পুলিশ সদস্যকে ‘বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)’, ৬০ জনকে ‘রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)’ এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ পুলিশ

বাইডেনের চিঠির জবাব দিলেন শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেই চিঠির জবাব দিয়েছেন শেখ হাসিনা। বাইডেনের বিশেষ সহকারী ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (এনএসসি) দক্ষিণ এশিয়ার জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন লাউবাচারের কাছে চিঠির একটি অনুলিপি হস্তান্তর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান চিঠির মূল কপি হোয়াইট হাউসের কাছে হস্তান্তর করবেন বলে জানা গেছে। গত রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠকে আন্তঃসংস্থা মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পরিচালক আইলিন লাউবাচার। ইউএসএআইডির এশিয়াবিষয়ক সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার, পররাষ্ট্র দপ্তরের

২-এর পাতায় দেখুন

জাবি ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি, ৫ শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষায় নিয়ম অমান্য করে শ্রুতিলেখক পরিবর্তন করার ঘটনায় পাঁচ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাতিল করেছে প্রশাসন। এ সময় এই জালিয়াতিতে সহয়তাকারী দুই জনকে আটক করেছে। গত রোববার বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদ ও বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটভুক্ত ভুক্ত ‘সি’ ইউনিটের পঞ্চম শিফটের পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে। জালিয়াত চক্রের সঙ্গে জড়িতরা হলেন- সাগর হোসেন রোহান ও মাহমুদুল হাসান শাওন। এর মধ্যে সাগর হোসেন ঢাকা কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আর মাহমুদুল হাসান শাওন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের আন্তর্জাতিক

২-এর পাতায় দেখুন

যানজটের মধ্যেই বাবু বাজার ব্রিজ থেকে নেমেই সড়কের উপর বাস থামিয়ে যাত্রী নামাচ্ছে দূর পাল্লার বাস

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে দুই এমপির শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পৃথকভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নেত্রকোনা -১ আসনের সংসদ সদস্য মোশতাক আহমেদ রুহী ও ময়মনসিংহ-১০ আসনের সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল। এই দুই সংসদ সদস্য গতকাল সোমবার টুঙ্গিপাড়ায় এসে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের বেদীতে পুস্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তারা বেদীর পাশে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে জাতির পিতার প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করেন। পবিত্র ফাতেহাপাঠ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭৫ এর ১৫ আগস্টের শহিদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের রুহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, সাফল্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন তারা।

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতির কাছে যে পরিকল্পনা তুলে ধরতে চায় দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে এবার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল করতে চায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুর্নীতির প্রবণতা বুঝতে, ধরন শনাক্ত করতে এবং মোকাবিলায় নতুন উপায় বের করতে এ সেল বা ইউনিট গঠনে আগ্রহী সংস্থাটি। ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে রাষ্ট্রপতির কাছে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হবে বলে জানা গেছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে সময় চাওয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়। প্রতিবেদনে আগামীর নীতি ও পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরা হবে। তবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে নেওয়া কৌশলগত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাটাকে চ্যালেঞ্জও মনে করছে দুদক। সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দুদক সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনায় বৃহৎ পরিসরে দুর্নীতি দমনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক প্রয়াসকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চায় তারা। যে নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় সেগুলো হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত, কার্যকর প্রসিকিউশন, কার্যকর প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম এবং কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টিকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে দুদক। তারপরও তারা স্বল্প,

২-এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতি দমন কমিশন
দুদক

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো

অনুসন্ধান ও তদন্ত

কার্যকর প্রসিকিউশন

প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম

ছেলেকে ফেরত পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহায়তা চান অভিজিতের বাবা

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২২ সালের ১৮ মে থেকে নিখোঁজ রয়েছে অভিজিত মাঝি নামের দশম শ্রেণির এক ছাত্র। ৬৪৯ দিনেও খোঁজ না পেয়ে ছেলেকে ফেরত পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহায়তা চেয়েছেন অভিজিতের বাবা অপু মাঝি। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের ফুটপাতে বসে এ আবেদন জানান তিনি। অভিজিতের বাবা অপু মাঝি জানান, ২০২২ সালের ১৮ মে সকাল ৭টার দিকে অভিজিত তার স্কুলের শিক্ষক আলমগীর মাস্টারের সঙ্গে ভ্যানে চড়ে স্কুলে যায়। তারপর থেকে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। অপু মাঝি জানান, তার বাড়ি শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার পুটিয়াকান্দিতে। অভিজিত নড়িয়া থানাধীন মহিষখোলা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। সে পড়াশোনায় মেধাবী, রোল নম্বর ছিল ১। অভিজিতের বাবা অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ওই স্কুলের আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক আলমগীর মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়তো। আলমগীর মাস্টার অজ্ঞাত কারণে আমার

২-এর পাতায় দেখুন

ডিম, মাংসের বাজার স্থিতিশীল থাকলেও স্বস্তি নেই মাছ বাজারে

স্টাফ রিপোর্টার : খাবারের দাম ও পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়তই বাড়ছে মাছের দাম। মাছের দাম বাড়লেও উচ্চমূল্যে স্থিতিশীল রয়েছে ডিম ও মাংসের দাম। শীত শেষে রাজধানীর বাজারগুলোয় উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে শীতকালীন সবজি। আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজি পাওয়া গেলেও দাম আকাশচুম্বী। তবে আলুর দামে স্বস্তি ফিরেছে। প্রকারভেদে কেজিতে ৫ টাকা কমে ২৬ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আলুর দাম কমলেও ঝাঁজ কমেনি পেঁয়াজ, আদা ও রসুনের। গতকাল সোমবার রাজধানীর সূত্রাপুর, রায়সাহেব বাজার, ধূপখোলামাঠ বাজার, শ্যামবাজার ও নয়াবাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা এ তথ্য জানা গেছে। সর্বপ্রথম মাছ বাজার ঘুরে জানা গেছে, বাজারে প্রতিটি মাছের দাম কেজিতে ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেড়েছে। বাজারে ইলিশ মাছ ওজন অনুযায়ী ১৭০০ থেকে ২৩০০ টাকা, রুই মাছ প্রকারভেদে ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকা, কাতল মাছ ৪০০ থেকে ৬৫০ টাকা, কালিবাউশ ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা, চিংড়ি মাছ ৮৫০ থেকে ১৫০০ টাকা, কাঁচকি মাছ ৪০০ টাকা, কই মাছ ২৫০ থেকে ১২০০ টাকা, পাবদা মাছ ৪০০ থেকে ৭০০ টাকা, আইড় মাছ ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা, শিং মাছ ৪০০ থেকে ১২০০ টাকা, টেংরা মাছ ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, পোয়া মাছ ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, মেনি মাছ ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা, বেলে মাছ ৭৫০ থেকে ১০০০ টাকা, বোয়াল মাছ ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, রূপচাঁদা মাছ ১০০০ থেকে১২০০ টাকা, শোল মাছ ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। রায়সাহেব বাজারের মাছ বিক্রেতা বিজয় দাস বলেন, বাজারে সব কিছুর দাম বেশি। মাছের দামও বেশি। ঘাটে মাছ নেই বললে চলে। ফলে ঘাটে দাম অনেক বেশি। আমরা বেশি দাম দিয়ে কিনে আনি এজন্য বেশি দামে বিক্রি করি। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ইলিশ মাছের দাম। বাজারে দুই রকমের ইলিশ পাওয়া যায়। একটা সাগরের ইলিশ ও একটা নদীর ইলিশ। দাম বেশি নদীর ইলিশের। কিন্তু অনেকেই সাগরের ইলিশকে নদীর বলে বিক্রি করছে। আসলে মাছের খাদ্যের দাম বাড়ছে ফলে উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আমাদের এখানে কিছু করার নেই। আগে যে ক্রেতা দুই কেজি মাছ নিতো দাম বাড়লে সেই ক্রেতা নিচ্ছে এক কেজি। এতে আমাদের লাভ কম হয়। শ্যামবাজারে মাছ কিনতে আসা মো: শাহীন বলেন, আজ বাজারে এসে দেখি মাছের দাম অনেক বেশি। আগে যেখানে ৩৫০-৪০০ টাকায় এক কেজি রুই মাছ কিনতে পারতাম, এখন তা কেজিতে ৫০ টাকা

২-এর পাতায় দেখুন

হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ

/dainikmanabikbangladesh
দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ এখন সকল প্ল্যাটফর্মে..
ই-পেপার পড়তে ভিজিট করুন
www.manabikbangladesh.com
প্রিন্ট কপি পেতে
স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ॥ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ বাংলা

রমজানে নিত্যপণ্যের মজুতদারি চাঁদাবাজি ঠেকাবে পুলিশ-র‍্যাব

স্টাফ রিপোর্টার : ভোগ্যপণ্য লুকিয়ে রেখে যারা দাম বাড়ায় তাদের গণধোলাই দেওয়া দরকার- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মন্তব্যের পর সক্রিয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরই মধ্যে রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে অবৈধ মজুতদারের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে তারা। অবৈধভাবে মজুতে সংশ্লিষ্টতা মিললেই বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করবে পুলিশ-র‍্যাব। গাড়িতে যারা চাঁদাবাজি করেন তাদের বিরুদ্ধেও এরই মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছে সরকারের নীতি-নির্ধারক মহল। মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে তৎপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পাঁচ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে সমন্বিত বৈঠক করেছে। বাণিজ্য, অর্থ, খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ নীতি-নির্ধারণী বৈঠকে অংশ নেন। নিত্যপণ্যের বাজারে সিন্ডিকেট ও অবৈধ মজুতদার রয়েছে, তা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে আসছে সব মন্ত্রণালয়ই। কিন্তু সিন্ডিকেট সদস্য ও অবৈধ মজুতদারদের কিছু কিছু নাম মন্ত্রণালয়গুলোর হাতে থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর্যাপ্ত তথ্য নেই। এবার এই সিন্ডিকেট সদস্য ও অবৈধ মজুতদারদের সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য-প্রমাণসহ শনাক্ত করতে চায় সরকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবৈধ মজুত ও স্বাভাবিক মূল্য রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা কার্যকর করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সচিবদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকেও আলোচনায় এসেছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। বাজার মনিটরিংয়ের জন্য শীর্ষ আমলাদের নির্দেশনা এবং পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও আসন্ন রমজানে যেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। র‍্যাব এরই মধ্যে মজুতদার এবং দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, যারা সৎভাবে ব্যবসা করবে, তাদের সব ধরনের সহায়তা করা হবে। তবে যারা মজুতদারি করে পণ্যের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে সরকার একটুও পিছপা হবে না। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের ভয়-ভীতি দেখানো সরকারের উদ্দেশ্য না। আমরা সবার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে চাই। সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনো ঘাটতি হলে সবার সঙ্গে কথা বলে তা সমাধান করা হবে। তবে কেউ মজুতদারি করলে সরকার কঠোর হতে পিছপা হবে না। ডিলাররাও (সরবরাহকারী) যাতে জবাবদিহির আওতায় আসে, সেজন্য প্রতিবছর তাদের নিয়োগ নবায়ন করা হবে। অবৈধভাবে চাল মজুত করলে মজুতদারদের জরিমানা অথবা মামলা দিয়ে জেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেন, তারা যে দলের, যার আত্মীয়ই হোক না কেন কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে চালের দাম বাড়িয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন মাঠে কাজ করছে। সারাদেশে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে, থাকবে। কেউ চালের দাম বাড়ালে সেটা বরদাশত করা হবে না। চালের দাম বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসায়ীদের চালের দাম বাড়ানোর কোনো যুক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। মজুতদার ও সিন্ডিকেটকে বিএনপি মদত দিচ্ছে অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি সিন্ডিকেট লালন-পালন করছে, মজুতদারদের পৃষ্ঠপোষকতা

৭-এর পাতায় দেখুন

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবৈধ মজুত ও স্বাভাবিক মূল্য রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা কার্যকর করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

তাপমাত্রা বাড়তে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গতকাল সোমবার আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক এ তথ্য জানিয়েছেন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায়, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। মঙ্গলবার সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং বুধবার সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আর বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার অবস্থায় বলা হয়, এ সময়ের শেষের দিকে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় কক্সবাজারে। বিভাগীয় শহরগুলোয় ঢাকায় সর্বনিম্ন ১৭ দশমিক ৫, রাজশাহীতে ১৩ দশমিক ৪, রংপুরে ১৪, ময়মনসিংহে ১৩ দশমিক ৪, সিলেটে ১৪

৭-এর পাতায় দেখুন

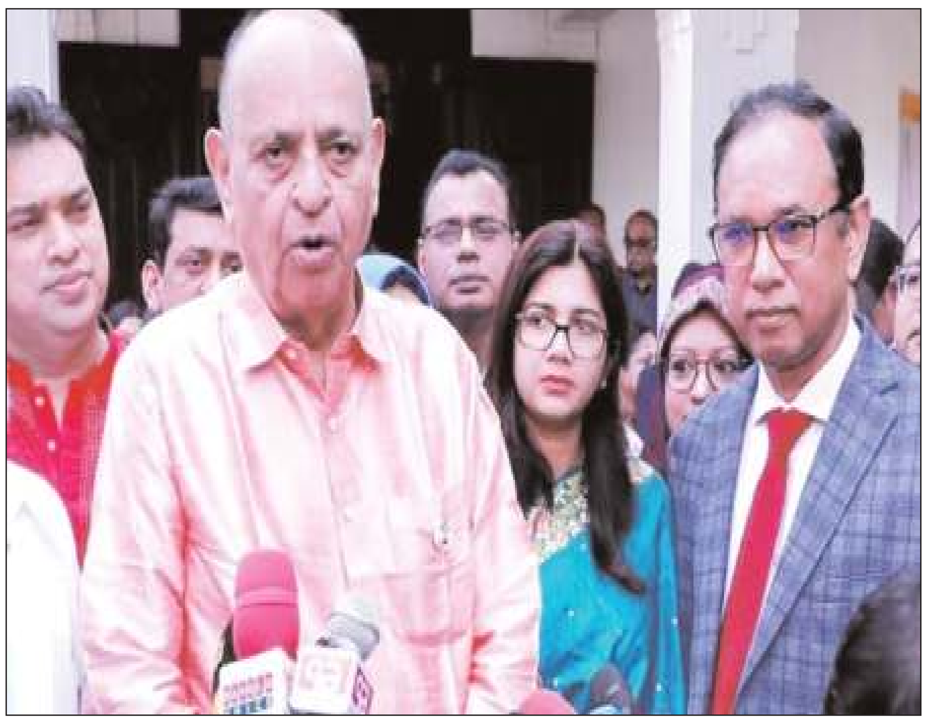

প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছন : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন বলেছেন, 'চিকিৎসা ব্যবস্থা সারা বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে পারাই আমার প্রথম লক্ষ্য। আমি যদি প্রতিটি হেলথ কমপ্লেক্স বা জেলা হাসপাতালগুলোকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারি তাহলে গ্রামগঞ্জের কোনো রোগী চিকিৎসা নিতে ঢাকা বা চিটাগাং (চট্টগ্রাম) শহরে ভিড় করবে না। স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।' গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কুমুদিনি কমপ্লেক্স পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, কোন রোগী চিকিৎসকের কারণে ভুল চিকিৎসার শিকার হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষের চিকিৎসা সেবা নিতে যাতে কোনো বিড়ম্বনা না হয়, সেই লক্ষে আমি কাজ করছি। গ্রামে চিকিৎসক না থাকার বিষয় নিয়ে মন্ত্রী বলেন, গ্রামে চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে তিনি কাজ করছেন। এসময় টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন মো. মিনহাজ উদ্দিনসহ কুমুদিনী কমপ্লেক্সের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নবজাতককে হাসপাতালে ফেলে পালিয়েছে বাবা-মা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে শ্বাসকষ্টজনিত অসুখের কথা বলে হাসপাতালে ভর্তির পর ফুটফুটে এক নবজাতককে রেখে পালিয়ে গেছেন তার বাবা-মা। এ ঘটনায় হাসপাতালজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ওই নবজাতকটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের (শিশু ওয়ার্ড) বেডে নার্সদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। রামেক হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে কর্তব্যরত নার্সদের ভাষ্য মতে, শনিবার বিকেলে বাবা-মা পরিচয় দিয়ে মধ্য বয়সী দুজন নারী-পুরুষ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কথা বলে ওই নবজাতককে এ ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। ছেলে শিশু নবজাতকের বয়স কয়েকদিন হবে। ভর্তির পর চিকিৎসার কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আসার কথা বলে তারা এক এক করে ওয়ার্ড থেকে বাইরে বের হন। এরপরই তারা হাসপাতাল থেকে পালান। ওইদিন থেকে গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত তারা আর রামেক হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ফিরে আসেননি। তাই শিশুটি এখন হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। নবজাতকটি পুরোপুরি সুস্থ আছে। এরইমধ্যে ওই শিশুটিকে দত্তক নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অনেকে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নবজাতকটিকে আদালতের মাধ্যমে সরকারি ছোটমনি নিবাসে হস্তান্তর করতে চায়। এ ঘটনায় হাসপাতাল

৭-এর পাতায় দেখুন

তিনমাসে ১৪৩ রোহিঙ্গার হাতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : শক্তিশালী একটি প্রতারক চক্র গত তিন মাসে ১৪৩ রোহিঙ্গার হাতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের ভেতরে থাকা দাগি আসামি ও অপরাধীদেরও অবৈধভাবে ভুয়া জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়ে আসছিল এই চক্রটি। দেশের ভেতরে নারীসহ সাধারণ পুরুষদের এনআইডি কার্ড সংগ্রহে সক্রিয় রয়েছে দালাল চক্রের একটি গ্রুপ। এরপর অন্যজনের নামে অবৈধভাবে তৈরি করা হয় এনআইডি কার্ড। বিপুল ডকুমেন্টস ও ডিভাইসসহ গ্রেপ্তার আসামিদের মধ্যে রয়েছে, রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ, দালাল ও ২ আনসার সদস্যও। চক্রটি তিনটি পর্যায়ে কাজ করে রোহিঙ্গা ও দাগি অপরাধীদের তৈরি করে দিচ্ছে ভুয়া পাসপোর্ট। প্রথমে ভূয়া জন্ম সনদ তৈরি। দ্বিতীয় পর্যায়ে জন্ম সদন দিয়ে এনআইডি কার্ড। এরপর তৃতীয় ধাপে ওই এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে অবৈধভাবে তৈরি করা হচ্ছে রোহিঙ্গা নাগরিকসহ দাগি আসামিদের পাসপোর্ট। মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শিশু, নারী ও পুরুষদের অবৈধভাবে জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বানিয়ে দেয়া শক্তিশালী একটি প্রতারক চক্রের ২৩ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ। গতকাল সোমবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। গ্রেপ্তার রোহিঙ্গারা হলেন- উম্মে ছলিমা ওরফে ছমিরা, মরিজান ও রশিদুল। গ্রেপ্তার রোহিঙ্গা দালাল হলেন- আইয়ুব আলী ও মোস্তাকিম। দুই আনসার সদস্য হলেন- জামসেদুল ইসলাম ও মো. রায়হান। গ্রেপ্তার বাঙালি দালাল- রাজু শেখ, শাওন হোসেন ওরফে নিলয়, ফিরোজ হোসেন, মো. তুষার মিয়া। আগারগা, মোহাম্মদপুর, উত্তরাতে কম্পিউটারের দোকান খুলে এ কাজে লিপ্ত গ্রেপ্তার অপর দালালরা হলেন- মো. শাহজাহান শেখ, মো. শরিফুল আলম, জোবায়ের মোল্লা, শিমুল শেখ, আহমেদ হোসেন, মো. মাসুদ আলম, মো. আব্দুল আলিম, মো. মাসুদ রানা, ফজলে রাব্বি শাওন, রজব কুমার দাস দীপ্ত, আল-আমিন, মো. সোহাগ। গ্রেপ্তার আসামিদের হেফাজত থেকে মোট ১৭ টি পাসপোর্ট, ১৩ টি এনআইডি, ৫টি কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টার, ২৪টি মোবাইল ফোন এবং পাসপোর্ট তৈরির সংশ্লিষ্ট শত শত দলিলপত্র জব্দ করা হয়। ডিএমপি অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের সাদিয়া সুলতানা সাথি একজন গৃহিণী। তার পাসপোর্ট নেই, বিদেশ যাবার কোনো স্বপ্ন নেই তার। দালাল চক্রটি গৃহিণী সাদিয়া সুলতানাকে টার্গেট করে তার এনআইডি কার্ড সংগ্রহ করে। পরে তার ছবি, ঠিকানা ও এনআইডি কার্ড ব্যবহার করে কক্সবাজারে থাকা উম্মে ছলিমার নামে রোহিঙ্গা নারীর পাসপোর্ট তৈরি করে দেয় দালাল চক্র। সাদিয়া সুলতানার মতো সাধারণ নারী ও পুরুষদের এনআইডি কার্ড সংগ্রহ করে গত তিন মাসে ১৪৩ জন রোহিঙ্গা নাগরিককে ভুয়া পাসপোর্ট তৈরি করে দেয় এই চক্রের সদস্যরা। হারুন অর রশীদ বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা লালবাগ বিভাগের একাধিক টিম রাজধানীর আগারগাঁও, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী ও বাড্ডায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট সংক্রান্ত ডকুমেন্টস, পাসপোর্ট এবং কম্পিউটারসহ

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের ভেতরে নারীসহ সাধারণ পুরুষদের এনআইডি কার্ড সংগ্রহে সক্রিয় রয়েছে দালাল চক্রের একটি গ্রুপ

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইলে গতকাল সোমবার নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী। জেলা প্রশাসন ও বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ট্রাস্টের উদ্যোগে সদর উপজেলার চন্ডীবরপুর ইউনিয়নের নূর মোহাম্মদ নগরের নূর মোহাম্মদ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর মিলনায়তনে সকালে কোরানখানির মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসুচির সুচনা হয়। পরে নূর মোহাম্মদ শেখ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদান, র‍্যালী, দোয়া মাহফিল ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পদন্নোতিপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শাশ্বতী শীল,অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিংকন বিশ্বাস, নড়াইল সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, বীর-মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট এস,এ মতিন ও বীরমুক্তিযোদ্ধা এস,এ বাকি প্রমুখ। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যশোরের গোয়ালহাটি ও ছুটিপুরে সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ এবং দলীয় সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হন নূর মোহাম্মদ শেখ। যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুরে তাকে সমাহিত করা হয়।

জানুয়ারিতে সড়ক, রেল ও নৌপথে দুর্ঘটনায় নিহত ৫৩৪

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে সড়ক, রেল ও নৌপথে দুর্ঘটনায় ৫৩৪ নিহত ও ৪ হাজার ৪৬২ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনটি বলছে, এ মাসে (জানুয়ারি) শুধু ৫২১ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৮৬ জন নিহত এবং ১ হাজার ৫৪ জন আহত হয়েছে। সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরীর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের পর্যবেক্ষণ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জানুয়ারি মাসে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে (পঙ্গু হাসপাতাল) ১ হাজার ১৫৩ জন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৭২ জন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭৭১ জন, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫৫৮ জন, নারায়ণগঞ্জে খানপুর হাসপাতালে ৪২০ জনসহ মোট ৩ হাজার ৩৭৪ জন যাত্রী ও পথচারী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সেই হিসাবে হাসপাতালের তথ্যসহ আহত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৪২৮ জন। এছাড়া জানুয়ারি মাসে রেলপথে ৪৪টি দুর্ঘটনায় ৪২ জন নিহত এবং ২১ জন আহত হয়েছেন। নৌ-পথে ৭টি দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত, ১৩ জন আহত এবং ৩ জন নিখোঁজ রয়েছে। সড়ক, রেল ও নৌপথে সর্বমোট ৫৭২টি দুর্ঘটনায় ৫৩৪ জন নিহত ও ৪ হাজার ৪৬২ জন আহত হয়েছেন। এই সময়ে ১৬৪টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৭০ জন নিহত, ১৭৩ জন আহত হয়েছেন। যা মোট দুর্ঘটনার ৩১.৪৭ শতাংশ, নিহতের ৩৪.৯০ শতাংশ ও আহতের ১৬.৪১ শতাংশ। এই মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে; সেখানে ১২৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১১৭ জন নিহত ও ২৭০ জন আহত হয়েছেন, সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে; সেখানে ৩৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৩ জন নিহত ও ১২৫ জন আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণ মতে জানুয়ারি মাসে সড়ক দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছেড় ট্রাফিক আইনের অপপ্রয়োগ, দুর্বল প্রয়োগ, নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনিয়ম দুর্নীতি ব্যাপক বৃদ্ধি; মোটরসাইকেল, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও তিন চাকার যানের ব্যাপক বৃদ্ধি ও এসব যানবাহন সড়ক মহাসড়কে অবাধে চলাচল; সড়ক-মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড

৭-এর পাতায় দেখুন

সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে সেখানে ১২৩টি সড়ক দুর্ঘটনায়

কনসার্টে নিয়ে তরুণীকে দলবেঁধে ধর্ষণ, মূলহোতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার পূর্বাচলে কনসার্টে নিয়ে তরুণীকে দলবেঁধে ধর্ষণ করা অভিযোগে মূলহোতা ফাহিম হাসান দিহানকে (১৮) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত রোববার রাতে রাজধানী ঢাকার খিলক্ষেত থানার পাতিরা এলাকা হতে তাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-১ এর একটি দল। র‍্যাব-১ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া অফিসার) সহকারী পুলিশ সুপার মো. মাহফুজুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে পূর্বাচলের ময়েজ উদ্দিন চত্বরে একটি কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। ওই রাত ১০টায় ভুক্তভোগীকে তার নিকটাত্মীয় সাব্বির (১৯) কনসার্টে নিয়ে যায়। কনসার্ট চলাকালীন সাব্বির ও আনাস কাজী তাদের অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে ওই তরুণীকে (২৩) ধর্ষণের পরিকল্পনা করে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কনসার্ট শেষ হলে রাত পৌনে ১টার দিকে দিহান তার প্রাইভেটকার নিয়ে আসে। গাড়িতে দিহান, শাকিল, জাহিদ ওরফে শুভ, সালমান ও আরাফাত অবস্থান করে। সাব্বির একটি মোটরসাইকেলে ভুক্তভোগীকে কনসার্ট এলাকা থেকে একটু দূরে নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে যায়। আসামি দিহান তার প্রাইভেটকারে শাকিল, জাহিদ, সালমান ও আরাফাতকে নিয়ে সেখানে যায়। সেখানে পৌঁছে তারা ৭ জন আবার পরামর্শ করে ও ভুক্তভোগীকে প্রাইভেটকারের

৭-এর পাতায় দেখুন

মানিকগঞ্জে ২১ বছর ধরে পলাতক ধর্ষণ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় গণধর্ষণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি ২১ বছর বিভিন্ন ছদ্মবেশে থেকেও শেষরক্ষা হলো না আবুল মিয়ার। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিপিসি-৩ র‍্যাব-৪ এর কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোহাম্মদ আরিফ হোসেন। গ্রেপ্তার আবুল মিয়া ওরফে রাজিব (৪৫) মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার ধল্লা উত্তর পাড়া এলাকার গেদা ফকিরের ছেলে। জানা যায়, ধর্ষণের শিকার পোশাক শ্রমিক জেলার সিংগাইর উপজেলার ধল্লা চর উলাইলে বসবাস করতেন। ওই পোশাক শ্রমিক নিজ বাড়ি থেকেই প্রতিদিন জীবিকা নির্বাহের জন্য যাতায়াত করতেন। মাঝে মাঝেই আবুল হোসেন ওই নারী পোশাক শ্রমিককে যাতায়াতের পথে কুপ্রস্তাব দিয়ে বিরক্ত করতেন। আবুলের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ২০০৩ সালের মে মাসের ২৭ তারিখে আবুল মিয়া (২৫), মানিক (২৮), খালেক (৫০), কালাম (৫০) মিলে ওই পোশাক শ্রমিককে অপহরণ করে জোর করে ধর্ষণ করে। ওই পোশাক শ্রমিকের চিৎকারের আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ ঘটনায় ওই পোশাক শ্রমিকের বাবা বাদী হয়ে মানিকগঞ্জ নারী ও শিশুর ট্রাইবুনাল আদালতে ধর্ষণ মামলা করেন। মামলার তদন্তকারী

৭-এর পাতায় দেখুন

মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে অসাধু মিডিয়া কর্মীর তোপের মুখে গোদাগাড়ী থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন : রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে তদন্ত ছাড়াই মামলা নিয়ে বিপাকে পুলিশ এই মর্মে সংবাদ প্রকাশ হয় ২০ শে ফেব্রুয়ারি। এই সংবাদ প্রকাশের পর অনেক সংবাদ কর্মীর ভিতরে অনেক প্রশ্ন জেগে উঠে। প্রশ্নের উত্তর বের করে আনার জন্য অনেক সংবাদকর্মী বেরিয়ে পড়ে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য। সাংবাদিক বা সংবাদপত্র নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের মূল কাজ হচ্ছে সত্য বা সঠিক ঘটনা গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত তথ্য বের করে আনা এবং তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা। প্রতিটা দপ্তরে কিছু অসাধু মানুষ থাকে এমন কিছু ঘটনা সংবাদ কর্মীর মাঝেও দেখা গেছে। নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য মিথ্যা বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যার ভুক্তভোগী গোদাগাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল মতিন । সংবাদ প্রকাশ হয়েছে যেখানে লিখা হয়েছে দিন রাত এক করে মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার রাজশাহী জেলা পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) শাখা, আর সেখানে নাকি বড় বাধা গোদাগাড়ী থানা পুলিশ। প্রশাসনের দুই গ্রুপের এমন শত্রুতার কথা যা হতবাক করেছে অনেককে আর এমন শত্রুতা যা খুবই হাস্যকর। মূল ঘটনায় আসা যাক, ২৬ শে জানুয়ারিতে একটি ঘটনা ঘটে রাশিদুল ইসলাম ওরফে বাবুর সাথে যেটা ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে অভিযোগ দাখিল করা হয় প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে । অভিযোগটি ১৪৩ /১৪১/৩২৫ /৩০৭/৩৭৯ /৩৮৬/ ৫০৬ ধারাই এজাহার ভুক্ত হয়। যার মামলা নাম্বার ২৭। এজাহারটি এই মর্মে ছিল যে বাবু গোদাগাড়ী উপজেলার বিদিরপুর মাদ্রাসা মোড় এলাকার রশিদ কানাই এর ছেলে। বাবু গরু কেনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন আষাড়িয়া দহচরে অর্থাৎ নদীর ওই পারে। হঠাৎ নদীর মাঝপথে তাকে মারধর করে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা জোর জবস্তি কেড়ে নেয়, নৌকার মাঝি নুরুল ইসলাম ওরফে

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কুনিয়া তারগাছ এলাকায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তারই বন্ধুদের বিরুদ্ধে। গত রোববার দিবাগত রাতে এ ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত হোসেন আলী (২২) এই এলাকার নুর নবীর ছেলে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, একসময় হোসেন আলী পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। পরে কাজ ছেড়ে দেন। এরপর থেকে তিনি বেকার ছিলেন। তার কোনো কাজ না থাকায় এলাকার বখাটে বন্ধুদের সঙ্গেই তার চলাফেরা ছিল। এক সঙ্গে চলাফেরা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঘটনাও ঘটে। পূর্ব বিরোধের জের ধরে তারই কিছু বখাটে বন্ধু রাত ১০টার দিকে তার বাড়িতে গিয়ে নামাজ পড়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে আসে। রাত সাড়ে ১১ টার দিকে কুনিয়া তারগাছ এলাকায় মৎস্য খামারের পাশে গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে থেকে দেখে এলাকাবাসী। পরে তারা ৯৯৯-এ ফোন করে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে গাছা থানা পুলিশ রাতেই নিহতের লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের গলায়, কানে, ও পেটে ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, পূর্ব বিরোধের জের ধরে পরিকল্পিতভাবে তাকে বন্ধুরা

৭-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে মৃত্যুফাঁদ

বিলুপ্তির শঙ্কায় পান্না কাছিম

স্টাফ রিপোর্টার : অলিভ রিডলে সি টার্টল বা জলপাইরঙা সাগর কাছিম। পান্না কাছিম নামে আছে আলাদা পরিচিতি। বঙ্গোপসাগরের কক্সবাজার উপকূল এ প্রজাতির কাছিমের অন্যতম প্রজননক্ষেত্র। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মা পান্না কাছিমের দল ডিম দিতে ছুটে আসে কক্সবাজার উপকূলে। কিন্তু এবারের প্রজনন মৌসুমটি মা কাছিমদের জন্য যেন পরিণত হয়েছে মৃত্যুফাঁদে। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের তফসিল-১ অনুযায়ী, কাছিমের এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত হলেও শুধু গত দুই মাসে কক্সবাজার উপকূল থেকেই শতাধিক মা পান্না কাছিমের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। সবশেষ শুক্রবার একদিনেই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ভেসে আসে ২৪টি মৃত মা কাছিম। যাদের প্রতিটির পেটে ছিল ডিম। গবেষক ও স্থানীয় জেলেরা জানান, সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ অনুসারে বাণিজ্যিক ট্রলারগুলো ৪০ মিটারের অধিক গভীরতায় মৎস্য আহরণ করতে পারে। কিন্তু উদ্বেগের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, চলতি মৌসুমে বাণিজ্যিক ট্রলারগুলো আইন না মেনে নির্ধারিত গভীরতার ওপরে যত্রতত্র মৎস্য আহরণ করছে। ফলে জালে আটকে আহত ও মারা যাচ্ছে ডিম দিতে আসা মা পান্না কাছিম। এছাড়া অনুমোদহীন ট্রলার ও জাল ব্যবহার করে মাছ শিকারের কারণে বঙ্গোপসাগরে এ প্রজাতির কাছিম বিলুপ্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভেসে আসা সামুদ্রিক প্রাণীর মরদেহের নমুনা সংগ্রহ করে তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা করছেন বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বোরি) জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'এ নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৮৩টি মৃত মা কাছিম ভেসে আসার তথ্য পেয়েছি। তবে মৃত কাছিমের প্রকৃত সংখ্যাটি আরও অনেক বেশি।' জলপাইরঙা সাগর কাছিম বিশ্বজুড়ে গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার উপকূলে দেখা যায়। নভেম্বর থেকে মার্চ অলিভ রিডলি টার্টেলের প্রজননের সময়কাল। স্ত্রী কাছিম হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তাদের জন্মস্থানে ফিরে আসে ডিম পাড়তে। রাতে জোয়ারের সময় কাছিমেরা সমুদ্রতটে উঠে বালি খুঁড়ে তাদের বাসা বানায় ও গড়ে প্রায় ৩০ থেকে ১৬০টি ডিম পাড়ে। শিকারিদের থেকে ডিমগুলো বাঁচানোর জন্য তারা তাদের বাসা বালি চাপা দিয়ে দেয়। তবে এবার অবৈধভাবে উপকূলের কাছাকাছি চলে আসা বাণিজ্যিক ট্রলারের জালে আটকে ও নানাভাবে মা কাছিমদের করুণ মৃত্যু হচ্ছে। কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ সড়কের উখিয়া উপজেলার সোনার পাড়া থেকে টেকনাফ সৈকত এবং মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া উপকূলে ভেসে আসে ২৪টি মৃত মা কাছিম। যাদের অধিকাংশের পেটেই ডিম পাওয়া গেছে। গতকাল পর্যন্ত ৭৮টি মৃত মা পান্না কাছিম থেকে ৯ হাজার ১০৭টি ডিম সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজ্ঞানী তরিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা যেসব মৃত কাছিম উদ্ধার করেছি তার অধিকাংশের স্লিপার কাটা পেয়েছি। এছাড়া গলায় ফাঁস ও হাত-পা কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন কাছিমও পেয়েছি। মূলত জালে আটকে পড়া মা কাছিমদের এভাবে নির্দয়ভাবে আহত করে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা দু-এক সপ্তাহ পর্যন্ত কষ্ট পেয়ে মারা

৭-এর পাতায় দেখুন

দুই মাসে শতাধিক মা কাছিমের মরদেহ উদ্ধার

আইন না মেনে যত্রতত্র মৎস্য আহরণ করছে বাণিজ্যিক ট্রলার

অবৈধ শিকারিদের তৎপরতায় উপকূলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদক কারবার নিয়ে দ্বন্দ্বে যুবক খুন

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় মাদক কারবার নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে মোরসালিন (৩২) নামে এক যুবককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের একটি ঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মোরসালিন ওই ইউনিয়নের মিনারকোট গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে। তার বিরুদ্ধে চারটি মাদক মামলা রয়েছে। ঘটনার পর ঘাতক আব্দুল্লাহ পালিয়ে গেছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মোরসালিন ও শিবনগর গ্রামের মঙ্গল মিয়ার ছেলে আবদুল্লাহ উভয়ই মাদকবিক্রেতা। আব্দুল্লাহ শনিবার দিবাগত রাতে মোরসালিনকে দাওয়াত করে তার ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। একপর্যায়ে আবদুল্লাহর বসতঘরে তালা দেওয়া দেখে পরিবারের সন্দেহ হয়। এ সময় জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় মোরসালিন মেঝেতে পড়ে আছে। পরে পুলিশকে খবর দিলে বসতঘরের তালা ভেঙে লাশ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে আখাউড়া থানার ওসি (তদন্ত) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আব্দুলাহ ও মোরসালিন উভয়েই মাদকবিক্রেতা। আব্দুলাহর নামে ১৬টি এবং মোরসালিনের বিরুদ্ধে চারটি মাদকের মামলা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে রাতের কোনো

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

নির্বাচনে না আসার খেসারত

এ জন্য বিএনপিকে খেসারত দিতে হবে। উপজেলা নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, উপজেলা নির্বাচনে আমরা কাউকে নৌকা দিচ্ছি না। অতএব বুঝেশুনে নির্বাচন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এ অভিজ্ঞতাও নিতে চান। জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি না আসলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। মন্ত্রী এ সময় আরও বলেন, ঢাকা-চট্রগ্রাম ছয়লেন হবে আপাতত। ভবিষ্যৎ আরও বর্ধিত করার বিষয়ে ভাবতে হতে পারে। মন্ত্রী বলেন, নোয়খালী- ফেনী মহাসড়ক চার লেন হয়েছে। এটি কল্পনাও কেউ করেনি কেউ আগে। এলাকাটি অন্ধকার ছিল এখন সেটি অনেক প্রশস্ত। এ অঞ্চলের মানুষ এমন পরিবর্তনকে গ্রহণও করেছে। দেশের সাধারণ নির্বাচন অনেক প্রতিকূলতা চক্রান্ত প্রতিহত করে সম্পন্ন হয়েছে। সংশয় ছিল নির্বাচন হবে কী হবে না। বঙ্গবন্ধু কন্যা নির্ভীক ছিলেন। তিনি দেশের জনগণ ও সংবিধানের কমিটমেন্ট পূরণ করেছেন। অনেক ষড়যন্ত্র সন্ত্রাস হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্যের পথে এগিয়ে গেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি তার কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মন্ত্রী আরও বলেন, ফেনীতে বড় সমাবেশ করার চিন্তা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দাগনভূঞাঁ উপজেলা চেয়ারম্যান দিদারুল কবির রতনের সঞ্চালনায় এ সময় অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেনী-২ আসনের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী, ফেনী জেলা প্রশাসক মুসাম্মৎ শাহীনা আক্তার, ফেনী পৌর মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজী, সোনাগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন ও দাগনভূঞাঁ পৌর মেয়র ওমর ফারুক।

পবিত্র শবে বরাত পালিত

মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত মুক্তির রজনী হিসেবে পালন করে মুসলিম উম্মাহ। পবিত্র শবে বরাত মুসলমানদের কাছে পবিত্র রমজানের আগমনী বার্তাও নিয়ে আসে। শাবান মাসের পরে আসে পবিত্র রমজান মাস। তাই শবে বরাত থেকেই কার্যত রমজানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

বেড়েছে জ্বর-ঠান্ডার প্রকোপ

ভিড় দেখে সিরিয়াল নিয়ে একটু বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কথা হলে জানান, আজানের দুদিন ধরে জ্বর। প্রথমে ভেবেছিলেন সাধারণ জ্বর, দু-একদিনেই হয়তো সেরে যাবে। কিন্তু দ্রুতই তার সন্তান দুর্বল হতে থাকে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন। হাসপাতালটির চিকিৎসক ডা. এ বি এম মাহফুজ হাসান আল মামুন সকাল থেকে টানা রোগী দেখছেন। তার সঙ্গে কথা হলে বলেন, সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রায় ১৫৩ জন রোগী দেখেছি। গত সপ্তাহ থেকে রোগী বাড়ছে। বেশিরভাগই জ্বর, ঠান্ডা-কাশি, ডায়রিয়া, অ্যাজমা, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ব্রংকিওলাইটিস ও শ্বাসকষ্টের রোগী। অনেকের চর্মরোগের সমস্যাও অনেক বেড়েছে। ২-৩ শতাংশ করোনা রোগীও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, বেশিরভাগ শিশুর শুরুতেই তীব্র জ্বর আসছে। ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠছে। সাধারণ জ্বর তিনদিন পর এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু সর্দি-কাশি বা অন্য উপসর্গ থাকছে অনেকের, তাই জ্বর দ্রুত কমছে না। হাসপাতালে এখন এ ধরনের রোগীর সংখ্যাই বেশি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের তথ্যে জানা যায়, বছরের অন্য সময় প্রতিদিন গড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ রোগী আসেন। এখন তা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ রোগীই জ্বর, ঠান্ডা ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। দুই শতাংশ ক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত রোগীও আসছেন। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ইমেরিটাস অধ্যাপক ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ বলেন, জ্বর আসলে কোনো রোগ নয়। শরীরে কোনো জীবাণুর সংক্রমণ হলে জ্বর হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ইত্যাদির সংক্রমণেও জ্বরে ভোগে মানুষ। তিনি বলেন, দিন ও রাতের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে এখন ভাইরাসজনিত জ্বর হচ্ছে। এই জ্বর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনে ছড়াচ্ছে। তিনদিনের বেশি জ্বর থাকলে অবহেলা করা উচিত নয়। পরীক্ষা করানো উচিত। যেহেতু এখন আবার নতুন করে করোনা হাতছানি দিচ্ছে। এছাড়া ডেঙ্গুও পুরোপুরি যায়নি। বিশেষত, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও ক্রনিক রোগীদের বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিত। তিনি বলেন, জ্বরের সঙ্গে ঘাড় বা শরীরে ব্যথা, উচ্চ তাপমাত্রা, বমি করা বা খাবার খেতে না পারা, তিনদিনের বেশি জ্বর থাকা, শুধু রাতে জ্বর আসা, শরীরে র‌্যাশ বের হওয়া, চোখ শুকিয়ে যাওয়া ও খিঁচুনি হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

পুলিশ সপ্তাহ শুরু হচ্ছে আজ

জন্য ৯৫ জন পুলিশ সদস্যকে 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবা' এবং ২১০ জনকে 'রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবা' পদকে ভূষিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেবেন। পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ও ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ বাণী দিয়েছেন। পুলিশ সপ্তাহের গুরুত্ব তুলে ধরে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। এ উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ এর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ, ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং আইজিপির সম্মেলন, আইজি'জ ব্যাজ, শিল্ড প্যারেড, অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি। এছাড়া পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্ম-অধিবেশনে বিগত এক বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হবে। আগামী ৩ মার্চ পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ শেষ হবে।

চার মাসের মধ্যে প্রাথমিকে ১০

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। সচিব বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩১ তে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরো বলেন, ৩৯টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এডিপি বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রথম সারিতে। প্রায় সকল ডেভলপমেন্ট পার্টনার প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কাজ করছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় যথেষ্ট অবকাঠামোর কাজ হয়েছে। আগামী ১৬ মাসের মধ্যে শিক্ষার চলমান উন্নয়ন কাজে ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করার টার্গেট রয়েছে। এছাড়াও আরো ৭ হাজার কোটি টাকার চাহিদা দেওয়া হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নে যথাসময়ে কাজ শেষ করার জন্য নজরদারির প্রয়োজন। মতবিনিময় কর্মশালায় ময়মনসিংহ বিভাগের ৪টি জেলার সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও), সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (এডিপিইও), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সহকারী পরিচালক, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) সুপার, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও নেপের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে সঠিক পথেই

৪১টি জেলা শহরে আধুনিক সুযোগড়সুবিধা সম্বলিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ। 'এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৪১টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ২৩ জেলাতেও ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ। এখন সেখানে ভবন নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলছে। এই প্রকল্প বাস্তবায?িত হলে দেশের সব জেলার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির অবকাঠামো সংকট দূর হবে।' আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিরোজপুরড়১ আসনের সংসদ সদস্য শ.ম. রেজাউল করিম, পিরোজপুরড়২ আসনের সংসদ সদস্য মো. মহিউদ্দীন মহারাজ, পিরোজপুরের জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারসহ আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন

আরও ছিলেন দেশটির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা-ইউএসএআইডির সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার এবং উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতার। সালমান এফ রহমান বলেন, কিছুদিন আগে জো বাইডেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাই এবং নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই। বাংলাদেশ সফররত প্রতিনিধিদলও একই কথা বলেছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা জানান, নির্বাচন এখন পেছনের ঘটনা। সেটা নিয়ে তারা কোনো কথা বলেননি, আমরাও বলিনি। বরং সামনের দিনগুলোতে কীভাবে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করা যায় সেসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনার কথা জানিয়ে সালমান এফ রহমান বলেন, আমেরিকাও চায় রোহিঙ্গারা সসম্মানে নিজ দেশে ফিরে যাক। সেই সঙ্গে তাদের সাময়িক আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ যে উদারতা দেখিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রতিনিধিরা। রোহিঙ্গাদের তারা আরও সহযোগিতা করতে চান। বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধিদল মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর তারা নজর রাখছেন। সেই সঙ্গে আমাদেরও নজর রাখতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তাদের ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স প্রোগ্রামে (ডিএসপি) যুক্ত করতে চায়। এজন্য তারা কয়েকটা শর্তের কথা বলেছেন। এগুলো শিগগিরই জানাবেন। এ ছাড়া তাদের সঙ্গে চলমান প্রকল্প অব্যাহত থাকবে।

বাইডেনের চিঠির জবাব দিলেন

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর ডেপুটি অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার এবং ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সিডিএ হেলেন লাফাভে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলমসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দুদেশের বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য নতুন পথ অন্বেষণকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়। বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি খাতের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কোনো ধরনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তার সুবিধা ব্যবহার করার আহ্বান জানান। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দেন। তিনি একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাওয়া বিষয়ে চিঠিতে বাইডেন বলেছেন, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য একসঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখতে তার প্রশাসনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি জানাতে চান।

রাষ্ট্রপতির কাছে যে পরিকল্পনা তুলে

মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কিছু কর্মপরিকল্পনা পেশ করতে চায় রাষ্ট্রপতির কাছে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে যুগোপযোগী একটি নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন, নতুন কর্মী নিয়োগ, উত্তম কাজের পুরস্কার হিসেবে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করা। যদিও ২০২৩ সালে কমিশনে বিভিন্ন পদে ১২৮ জনকে নিয়োগ দিয়েছে। এরপরও কিছু অনুমোদিত পদ শূন্য রয়েছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ, দুদকের ডিজিটাল ফরেনসির ল্যাবের সক্ষমতা বাড়ানো, ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল প্রস্তুত করা, একটি ডেডিকেটেড প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন, অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোর্স (এঙঞ) আয়োজন এবং দুর্নীতি দূরীকরণে দুদককে সহায়তাকারী অংশীদারদের সঙ্গে মতবিনিময়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে দুদক ও জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য দুদকের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা বিধি প্রণয়ন করে তা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ ও নৈতিকতা বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চায় তারা। অনুসন্ধান ও তদন্ত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মৌলিক কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অনুসন্ধান ও তদন্ত। এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে সক্ষমতার অভাব এবং গতানুগতিক পদ্ধতির প্রয়োগ, অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে দুদকের প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। যে কারণে কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিতে কিছু পদক্ষেপ নিতে চায় সংস্থাটি।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় জনবল, লজিস্টিক এবং অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্তি এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ এবং সততার ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করতে চায় সংস্থাটি। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, সার্কুলার এবং অফিস আদেশ অন্তর্ভুক্ত করে অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য একটি যুগোপযোগী গাইডলাইন তৈরি করে সেটা অনুসরণ করা। অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং তাদের তদারককারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা রাখা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচারিক কার্যক্রম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দুদক কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে চায় সংস্থাটি। এরজন্য মানসম্পন্ন ডিটেনশন সেন্টার স্থাপন এবং ডিটেনশন সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা। কার্যকর প্রসিকিউশন দায়ের করা দুর্নীতি মামলার বিচার ও তদারকি করা যে কোনও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে এসব মামলার বিচারে কার্যকর সহায়তা দেওয়ার জন্য বর্তমানে কমিশনে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও লজিস্টিক নেই। সেজন্য লজিস্টিক এবং অন্যান্য সুবিধাসহ প্রসিকিউশন ইউনিটের জন্য অর্গানোগ্রামে জনবল রেখে সেই অনুযায়ী দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রসিকিউটরদের দুদক চাকরি বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী নিয়োগ দিতে চায় দুদক। এছাড়া প্রসিকিউটর এবং তাদের তত্বাবধায়কদের জন্য গাইডলাইন তৈরি করে প্রসিকিউটর এবং তত্ত্বাবধায়কের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম জনগণের সক্রিয় সমর্থন বা অংশগ্রহণ ছাড়া দুর্নীতিবিরোধী কোনও উদ্যোগই সফল হতে পারে না বলে মনে করে দুদক। দুর্নীতির প্রবণতা বোঝা, দুর্নীতির রূপ শনাক্ত ও মোকাবিলায় নতুন উপায় বের করে সেটার মাত্রা মূল্যায়নের জন্য গবেষণা জরুরি বলে মনে করে সংস্থাটি। তাই কমিশনের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিটের প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়া প্রতিবেদনে তুলে ধরবে দুদক, যেটা অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টাগুলোর সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। দুর্নীতি দমনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুদকের সক্ষমতা বাড়াতে প্রতি বছরই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কিছু পরিকল্পনা হাতে নেয় দুদক। এবছরও নেওয়া হয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা কতটুকু সম্ভব? জানতে চাইলে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনই বিস্তারিত বলতে চাননি। তবে তিনি বলেন, বাৎসরিক পরিকল্পনা ওই বছরই বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানি, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা স্টোরের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সারাবছরই কাজ করা হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে নানা কারণে ব্যতিক্রম হয়।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে দুই এমপির শ্রদ্ধা

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা প্রকৌশলী মো. ফয়সাল আহমেদসহ নেত্রকোনা -১ ও ময়মনসিংহ-১০ নির্বাচনী এলাকার নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সমাধিসৌধের প্রশাসনিক ভবনে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করেন দুই এমপি।

জাতীয় ও আগরতলা প্রেসক্লাব কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাব ও আগরতলা (ভারত) প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের ওই দুই প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ গত রোববার দুপুরে টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে জাতির পিতার সমাধিসৌধের বেদীতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় তারা সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে মহান এই নেতার স্মৃতির প্রতি বিনম্র সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রার্থনাও করেন প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক আইয়ুব ভুঁইয়া, আগারতলা (ভারত) প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক রমাকান্তদেসহ দুই প্রেসক্লাবের ১৭ জন সদস্য এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তারা বঙ্গবন্ধু সমাধি কমপ্লেক্সের প্রশাসনিক ভবনে রক্ষিত পরিদর্শক বইয়ে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করেন। পরে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার পৈতৃক ভিটা, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন। কমপ্লেক্সের সহকারী কিউরেটর নুরুল ইসলাম এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন।

বিজিএমইএ নির্বাচনে সম্মিলিত

ব্যবসা সহজীকরণ, রাজস্ব সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের ঘোষণা দেওয়া হবে। পাশাপাশি শুল্ক, আয়কর, ভ্যাট, নগদ সহায়তা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং ব্যাংক ও আর্থিক সেবা সংক্রান্ত জটিলতা সমাধান, টেকসই শিল্পায়ন, সমৃদ্ধ অর্থনীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ ছাড়া পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, অংশীদারমূলক বিজিএমইএ গঠন, সবুজ বিপ্লবের সমৃদ্ধির মাধ্যমে পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়ন করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করে সম্মিলিত পরিষদ। সম্মিলিত পরিষদ ইশতেহার জানায়, পোশাক খাতের মধ্যম শ্রেণির ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের জন্য প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা, সার্কুলার ইকোনমি, ইউনিফাইড কোড অব কন্ডাক্ট এবং আরসিসি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করা হবে। ইশতেহারে ব্যাংক ও আর্থিক সেবা খাত সংক্রান্ত উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয় আনা এবং ইন্সটলমেন্টের আকার কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ডলারর বিশেষ পৃথক রেট ধার্যকরণের ব্যবস্থা করা হবে। সম্মিলিত পরিষদের প্যানেল লিডার এস এম মান্নান কচি বলেন, পোশাক খাতে নানা সংকট চলছে। নির্বাচিত হলে শিল্পের উন্নয়নে কাজ করা হবে। সবাই এক সাথে কাজ করবো। নির্বাচনের আগে আমরা আলাদা প্যানেল হলেও নির্বাচনের পর এক হয়ে যাই। এ খাতের চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মিলেমিশে সমাধান করবো।

মেলায় পাইরেটেড-আইইএলটিএসের

এক মাসে টেনস শেখার 'কুইক টেনস'সহ নানান গেমস প্যাকেজ ও গণিত শেখার বই। এ স্টলে সৃজনশীল বইয়ের সংখ্যাও হাতে গোনা। স্টলে পাঠকরা এলে সৃজনশীল বইয়ের চেয়ে ইংরেজি শেখার বইয়ের দিকে তাদের আগ্রহ বেশি দেখা গেছে।

এ স্টলের বিক্রয়কর্মী তাসফিয়া বলেন, মেলার শুরু থেকেই আমাদের ইংরেজি শেখার বইগুলো বেশি বিক্রি হচ্ছে। তবে একপাশে গল্প-উপন্যাসের বইও রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণের আরেকটি স্টল ফ্রেন্ডস বুক কর্নারে গিয়ে দেখা গেছে, ক্যামব্রিজের আইইএলটিএস শেখার বই। আইইএলটিএস রাইটিং মডিউল, কী টু ক্যাম্ব্রিজ আইইএলটিএসসহ ইংরেজি-বাংলা অনুবাদ ও ভোকাবুলারি শেখার নানান বই। ফ্রেন্ডস বুক কর্নারের ডিরেক্টর জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমরা অনেক বছর থেকেই মেলায় স্টল দিয়ে আসছি। এখন বই নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলবে। মানুষ না বুঝেই কথা বলে। আইইএলটিএস-এর যে বই আছে, সেগুলা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, এগুলো ক্যামব্রিজের নয়। দোয়েল, ফ্রেন্ডস বুক কর্নার ছাড়াও-এর বাইরে সিসটেক পাবলিকেশনস বিক্রি করছে কম্পিউটারসায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নানান বিষয়ভিত্তিক বই। হাতেখড়ি প্রকাশনীতে দেখা গেছে, আব্দুল্লাহ আল মামুনের লেখা জ্যামিতি শেখার বই 'স্কুল জ্যামিতি'। এ প্রকাশনীগুলো ছাড়াও মল্লিক ব্রাদার্স, প্রিয়মুখ, মুক্তচিন্তা, আবীর প্রকাশন, গণপ্রকাশনের স্টলে দেখা গেছে, ইংরেজি শিক্ষা, গণিত শিক্ষা আর হাতেখড়ির নানান বই বিক্রি হচ্ছে। চমন প্রকাশের স্টলে পাওয়া গেছে 'গণিত শিক্ষা'র একাধিক বই। সিসটেক পাবলিকেশনের বিক্রয়কর্মী মো. সোহেল বলেন, আমাদের প্রতিবছরই মেলায় স্টল থাকে। কম্পিউটারভিত্তিক বই বেশি বিক্রি হয়। এসব বই সৃজনশীল কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রকাশনীর মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। এ বিষয়ে সিস্টেক পাবলিকেশনসের মার্কেটিং ম্যানেজার মিয়াজী বলেন, পাঠ্যপুস্তক ও নোট-গাইড ছাড়া যত বই আছে সব সৃজনশীল। আমাদের এখানে কম্পিউটারের বইগুলোর চাহিদা অনেক বেশি। যারা এসব নিয়ে অভিযোগ তোলেন, তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তারা সৃজনশীল বইয়ের সংজ্ঞাই জানেন না। দোয়েল প্রকাশনীর প্রকাশক ফাতেমা জাহান চৌধুরী বলেন, আমাদের লেখক ও অনেক গবেষণা করে বইগুলো লিখেছে। এগুলো কেন সৃজনশীল হবে না? বাংলা একাডেমীর কাছে সৃজনশীল বইয়ের সংজ্ঞা কী? গত দুই তিন বছর আগেও মেলা কমিটি আমাদের সতর্ক করে, আমরা যথাযথ উত্তর দিয়ে আসছি। আমাদের বইগুলোতে লেখা আছে জেডি ফাতেমা ফাউন্ডেশনের শিক্ষামূলক গবেষণাধর্মী বই। তাহলে কেন আমাদের সতর্ক করা হবে।

তিনি আরও বলেন, শিশু কর্নারে খেলনা গেমসধর্মী বই বিক্রি করছে। অনেক ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট করে বই বিক্রি করছে। সেগুলো কীভাবে সৃজনশীল বই হয়? অন্যদিকে বইমেলার বাংলা একাডেমি অংশে মুক্তধারা নিউইয়র্কের স্টলে গিয়ে দেখা যায়, তাদের প্রকাশনীটির নিজস্ব প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে দশ থেকে বারোটি। বাকি বইগুলো অনন্যা, সময় প্রকাশন, তাম্রলিপি, ইত্যাদি, গ্রন্থপ্রকাশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনীর। মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ জনপ্রিয় লেখকদের বিভিন্ন প্রকাশনীর বই ধার এনে বিক্রি করা হচ্ছে এ স্টলে। মানা হচ্ছে না কপিরাইট আইন এ বছর মেলায় কয়েকটি স্টলে কপিরাইট লঙ্ঘনের প্রমাণ পেলেও সেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কপিরাইট অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবুল কাশেম মো. ফজলুল হক জানিয়েছেন, প্রকাশনীতে অভিযানে গিয়ে তারা নতুন বইগুলোর আইএসবিএন নম্বর নিরীক্ষা করেন। অনুবাদের বইয়ের ক্ষেত্রে বইয়ের মূল প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিপত্র দেখতে চাওয়া হয়, যা অনেক প্রকাশনী দেখাতে ব্যর্থ হয়। লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকের চুক্তিপত্র সঠিকভাবে হয়েছে কি না। প্রকাশক যত কপি বই প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে মোতাবেক বই প্রকাশ করা হয়েছে কি না তাও জানতে চাওয়া হয়। তবে তাতেও খুব বেশি ইতিবাচক ফল আসেনি। তবে মেলায় এমন নিয়ম-নীতির লঙ্ঘনকে বিশৃঙ্খলা হিসেবে দেখছেন প্রকাশকরা। পুঁথিনিলয়ের প্রকাশক ও পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামল পাল বলেন, মেলায় ইংরেজি শেখার বই, গাইড জাতীয় বই অনেক বড় প্রকাশনী বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে সবাইকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। মেলা কর্তৃপক্ষ তাদের শোকজ করছে, যদি শাস্তি দেয় বা মেলা চলাকালীন স্টল বন্ধ করে দেয়, তাহলে মেলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে মেলা কর্তৃপক্ষ হয়তো মেলা শেষেই সিদ্ধান্ত নেবে। মাওলা ব্রাদার্সের প্রকাশক আহমেদ মাহমুদুল হক বলেন, গত কয়েক বছর থেকেই মেলায় এমন নীতিমালার লঙ্ঘন হচ্ছে। বাংলা একাডেমি কোনো তদারকি ছাড়াই স্টল বরাদ্দ দিচ্ছে। মেলায় যেন পাইরেটেড বই না থাকে এটাতো কর্তৃপক্ষের দেখা উচিৎ। নীতিমালা অনুযায়ী কী ধরনের বই থাকবে, কোন ধরনের বই থাকবে না, এটার জন্যই তো কমিটি। তাদের এসব বিষয়ে নজর দেওয়া উচিৎ। আমরা প্রতিবছরই এসব বিষয়ে বলি, কিন্ত মেলা শেষ হয়, ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। নীতিমালা অনুযায়ী মেলা হলে একটি শৃঙ্খল মেলা হবে। মেলা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত শাস্তি হিসেবে বিভিন্ন নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগে টাস্কফোর্সের কমিটির সুপারিশে ১৯টি প্রকাশনীকে শোকজ করে মেলা পরিচালনা কমিটি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি পাঁচটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে শোকজ দেওয়া হয়। পাঁচটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সে চিঠির জবাবও দিয়েছে। এরপর গত বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) আরও সাতটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকেও শোকজ করে চিঠি দেয় মেলা পরিচালনা কমিটি। এরপর গত (১৮ ফেব্রুয়ারি) আরও সাতটি প্রকাশনীকে সতর্কবার্তা দেয় মেলা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এ ১৯টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা এখনো জানায়নি মেলা পরিচালনা কমিটি। এসব বিষয়ে মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ড. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, নিয়ম-নীতি ভঙ্গের অভিযোগে মাসব্যাপী আমাদের টাস্কফোর্স টিম তদন্ত করেছে। আমরা শোকজও করেছি। কিছু প্রকাশনী উত্তর দিয়েছে। শোকজ করা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মেলা পরিচালনা কমিটি প্রায় ৩২ সদস্য বিশিষ্ট। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে বাংলা একাডেমিসহ বসে নিতে হবে। ওই ১৯টি প্রকাশনীকে আবারও সতর্ক করা হয়েছে। আর মেলার পরে তাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

রেনুকে পিটিয়ে হত্যার ৪

পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আসামিদের সর্বোচ্চ সাজার দাবি জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে কোনো সেতু নির্মাণের জন্য মাথা লাগবে এমন গুজবে কাউকে যেন হত্যা করা না হয়। সেই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করছি, মামলাটির বিচার দ্রুত শেষ হবে। আসামিদের যেন দৃষ্টান্তমূলক সাজা হয়। এমন একটা বিচার হোক যার বার্তা সারাদেশে নজির সৃষ্টি করবে। পরে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সমাজে। নিহত রেনুর ছেলে-মেয়ের কথা উল্লেখ করে সৈয়দ নাসির উদ্দিন টিটু আরও জানান, খালার বড় ছেলে মাহি এখন উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুলের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে হোস্টেলেই থাকে। আর ছোট মেয়ে তুবা মহাখালী শিশুমেলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। খালার মৃত্যুর পর প্রায় প্রতিদিনই বড় ছেলে মাহি তার মায়ের কথা বলে। মাহি তার মায়ের কথা চিন্তা করতে করতে পড়ালেখাতে পিছিয়ে যাচ্ছে। মাহি এখনও তার মায়ের ছবি, ভিডিওগুলো দেখে আর কান্নাকাটি করে। এখন সে সব কিছু বুঝে গেছে। সব সময় সে এইগুলো নিয়ে পড়ে থাকে। তবে তুবা অনেকটাই তার মায়ের কথা ভুলে গেছে। তুবা তার খালা-খালুকে মা-বাবা বলে ডাকে। তবে তাদের জন্মদাতা পিতা থেকেও নেই। মামলা সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আব্দুল্লাহ আবু বলেন, আসামিরা হুজুগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে একজন মধ্যবয়সী নারীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এরা সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু। এদের কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। সাক্ষীরা নিয়মিত আদালতে এলে এই বছরের মধ্যে মামলাটির বিচারকাজ শেষ করার চেষ্টা করবো। মামলাটির রায়ে প্রকৃতি দোষীদের সর্বোচ্চ সাজা দাবি করেন এই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। এদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী মমিনুর রহমান (মমিন) জানান, এটি নিছক দুর্ঘটনা মাত্র। আসামিরা কেউ জানতো না আসলে কি ঘটেছিল ওখানে। হুজুগে যা ঘটার ঘটে গেছে। মামলাটি সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে। আশা করি মামলার রায়ে সকল আসামিরাই ন্যায়বিচার পাবে। সংশ্লিষ্ট আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী একে এম সালাউদ্দিন জানান, মামলাটিতে ৩৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৭ জনের সাক্ষ্য শেষ করেছেন আদালত। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়ে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত করা হবে। মামলাটির বিচার খুব শিগগিরই শেষ হবে বলে আশা করেন এই আইনজীবী। রায়ে সকল আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তিও দাবি করেন তিনি। জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ জুলাই সকালে রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় মেয়েকে ভর্তি করাবেন বলে স্থানীয় একটি স্কুলে যান তাসলিমা বেগম রেনু (৪০)। এ সময় তাকে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়। ওই রাতেই রেনুর বোনের ছেলে নাসির উদ্দিন বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫০০ জনকে আসামি করা হয়। পরে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে গণপিটুনিতে জড়িত কয়েকজনকে শনাক্তের পর গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২০২০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর আবদুল হক ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক দুইজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ২০২১ সালের ১ এপ্রিল ১৩ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু আদেশ দেন। আসামিরা হলেন, ইব্রাহিম ওরফে হৃদয় মোল্লা, রিয়া বেগম ময়না, আবুল কালাম আজাদ, কামাল হোসেন, মো. শাহিন, বাচ্চু মিয়া, মো. বাপ্পি, মুরাদ মিয়া, সোহেল রানা, আসাদুল ইসলাম, বেল্লাল মোল্লা, মো. রাজু ও মহিন উদ্দিন। এদের মধ্যে দুই জনকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে উল্লেখ করেন তদন্ত কর্মকর্তা। এছাড়াও মামলাতে জাফর হোসেন পাটোয়ারী ও ওয়াসিম আহমেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দোষীপত্র দেওয়া হয়েছে। আসামিদের মধ্যে মহি উদ্দিন বাদে অপর আসামিরা জামিনে রয়েছে। আসামি জাফর হোসেন পাটোয়ারী ও ওয়াসিম আহমেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিচার শিশু আদালতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মামলাটিও সাক্ষ্য গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এ বিচারাধীন রয়েছে।

ডিম, মাংসের বাজার স্থিতিশীল

বেশি দিয়ে ৪৫০-৫০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। আগের মতো মাছ কিনতে পারছি না। এখনই বাজরের এই অবস্থা রোজার সময় কি জানি হয়। আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষদের কোনো দিকে স্বস্তি নেই। আজকে মাছের দাম বাড়লে কালকে চালের দাম বাড়ে। এভাবে কত দিন হবে জানি না। এদিকে মাছের দাম বাড়লেও স্থিতিশীল রয়েছে ডিম ও মাংসের দাম। পুষ্টির এই অন্যতম পণ্য দুইটির দাম স্থিতিশীল থাকলে যে দাম সেটা নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে। বর্তমানে বাজারে ব্রয়লার মুরগি প্রতিকেজি ২০০ থেকে ২১০ টাকা, সোনালি ৩০০ টাকা, সোনালি হাইব্রিড ২৯০ টাকা, দেশি মুরগি ৫০০ থেকে ৫২০ টাকা কেজি, লেয়ার মুরগি ৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে এক ডজন লাল ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৪৫ টাকায়, হালি ৪৮ টাকা। হাঁসের ডিমের ডজন ২১০ টাকা, আর হালি ৭০ টাক এবং দেশি মুরগির ডিমের ডজন ২৫৫ টাকা, আর হালি ৮৫ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। এছাড়া রাজধানীর বাজারে গরুর মাংস কেজি প্রতি ৬৫০ থেকে ৭৫০ টাকা এবং খাসির মাংস কেজি প্রতি ১০৫০-১১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সূত্রাপুর বাজারে মুরগি বিক্রেতা মো: আব্দুল্লাহ বলেন, মুরগি দাম এখন আর বাড়ে নাই। বিয়ের মৌসুম হলে চাহিদা বাড়ে তখন একটু দাম উঠা নামা করে। খামারে দাম বড়লে আমরাও দাম বাড়াই। আমাদের কিছু করার নেই। সরকারকে খামারিদের গিয়ে ধরতে বলেন। ধূপখোলা মাঠ বাজারে গরু ও খাসির মাংস বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, গরু ও খাসির মাংসের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬৫০ থেকে ৭৫০ টাকায় এবং বরকির মাংস ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা ও খাসির মাংস ১১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ধূপখোলামাঠ বাজারে মাংস কিনতে আসা পার্থ শেখ বলেন, ভাই জিনিসের যে দাম মাংস খাওয়া ভুলে যেতে হবে। এখন বিশেষ দিন ছাড়া মাংস কেনা হয় না। বিশেষ দিন বলতে ছুটির দিন, বাসায় মেহমান এবং শবেবরাত, ঈদ ইত্যাদি। আগে সপ্তাহে তিন দিন মাংস খাওয়া হতো এখন মাসে একদিন মাংস খাচ্ছি। তারপরও সেটা কিনতে হলে দুইবার ভাবতে হচ্ছে। আমরা এখন মাছ মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ তারপরও কেনো এত দাম। শুধু কি গবাদি-পোল্ট্রি খাদ্যের দাম বেড়েছে তাই; না কি অন্য কোনো কারণ রয়েছে? এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি। এদিকে বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পবিত্র শবে বরাতের ছুটির জন্য বাজারগুলোয় ক্রেতাদের উপস্থিতি কম। ক্রেতা কম থাকলেও কমেনি কোনো সবজির দাম। বরং শীতকালীন প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালীন সবজিগুলো ১০০ টাকার নিচে কিনতে পারছেন না ভোক্তারা। বাজারগুলোতে প্রতি কেজি মুলা বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা, শিম ৫০ থেকে ৮০ টাকা, ফুলকপি-বাঁধাকপি প্রতিটি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, ব্রকলি ৫০ টাকা, পাকা টমেটো প্রকারভেদে ৪০ টাকা, লাউ ৬০ থেকে ১০০ টাকা, বেগুন ৮০ থেকে ১০০ টাকা, করলা ১৪০ টাকা, ঢেঁড়স ১২০ টাকা, বরবটি ১৪০ টাকায়, কাঁচা টমেটো ৩০ টাকা, পেঁপে প্রতি কেজি ৫০ টাকা, খিরাই ৬০ থেকে ৮০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া কেজি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, ধনে পাতা কেজি ১০০ থেকে ১২০ টাকা, পেঁয়াজের কলি ৫০ টাকা এবং গাজর ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গ্রীষ্মকালীন সবজির মধ্যে কচুরমুখী ১০০ টাকা, শসা ১০০ টাকা, ধুন্দুল ১০০ টাকা, জালি কুমড়া ৬০ টাকা, চিচিঙ্গা ৮০ টাকা, ঝিঙা ১০০ টাকা, পটল ১৪০ টাকা এবং সজনে ডাটা ২৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। লেবুর হালি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, কলা হালি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়, কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে। এছাড়া বাজারগুলোয় লাল শাক ১৫ টাকা আঁটি, লাউ শাক ৪০ টাকা, মুলা শাক ১৫ টাকা, পালং শাক ১০ থেকে ১৫ টাকা, কলমি শাক ১০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে রায়সাহেব বাজারের সবজি বিক্রেতা মো. কালাম বলেন, ছুটির জন্য বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি কম, ফলে বেচাকেনা কম। শীতকালীন সবজি এখনও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তবে দাম বেড়েছে। পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন সবজিও আছে কিন্তু দাম বেশি। শুধু আলুর দাম কমেছে। অন্যসব সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে। এদিকে পেঁয়াজের মৌসুম শুরু হয়েছে। তারপরও সংকট দেখিয়ে বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১৩০ টাকা কেজি। আর আমদানি করা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিকেজি চায়না আদা ১৮০ টাকা ও ইন্ডিয়ান আদা ২০০ টাকা কেজি। প্রতিকেজি চায়না রসুন ১৮০ টাকা ও দেশি রসুন ১৪০ টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। সূত্রাপুর বাজারের আলু, পেঁয়াজ, আদা ও রসুন বিক্রেতা বলরাম দাস বলেন, বাজারে এখন নতুন আলু পাওয়া যাচ্ছে। তাই ৫ টাকা কমে প্রকারভেদে প্রতিকেজি আলু ২৬ টাকা থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আলুর দাম কমলেও কমেনি পেঁয়াজের দাম। এখন পেঁয়াজের মৌসুম তারপরও কমছে না দাম। তিনি আরও বলেন, আজকে বাজারে ক্রেতা কম। কারণ, গত রোববার সারারাত শবেবরাতে নামাজ পড়েছে, গতকাল সোমবার ছুটির দিন জন্য কেউ সকালে বাজারে আসেনি বিকেলে কিছু ক্রেতা আসবে বলে জানান তিনি।

ছেলেকে ফেরত পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

ছেলেকে আরবি বই দিয়ে আরবি অক্ষর ও ভাষা শেখালে প্রথমে আমাদের সন্দেহ হয়। তারপর হঠাৎ সে আমার ছেলেকে ড. আয়েয আল কারনি লিখিত 'হতাশ হবেন না' নামে অস্ত্র সজ্জিত যুবকের ছবি ছাপানো বই দেয়। এ ধরনের বই পড়তে দেওয়ায় বিষয়টিতে জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতা আছে বলে আমি মনে করি। কারণ, আলমগীর মাস্টার আইসিটি-বিষয়ক শিক্ষক, সে আরবি শিক্ষক নয়, এমনকি আমার ছেলে তার কাছে আরবি শিক্ষার জন্য প্রাইভেটেও পড়তো না। অপু মাঝি বলেন, আমার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ২/৩ দিন পর আমি নড়িয়া থানায় ওসির সামনে বসে থাকা অবস্থায় একটি অপরিচিত নম্বর (০৯৬৩৮৭১৭০৭১) থেকে আমার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে ফোন আসে। যা থানার ওসি সাহেব অবগত আছেন। ছেলেকে না পেয়ে থানায় জিডি করেছি। থানা আমাদের মামলা গ্রহণ না করায় শরীয়তপুর কোর্টে মামলা করি। কিন্তু আজও ছেলেকে ফেরত পাইনি। তিনি অভিযোগ করেন, আলমগীর মাস্টারের আরবি হাতের লেখা শরীয়তপুর কোর্টে জমা দেওয়া আছে এবং 'হতাশ হবেন না' নামের জঙ্গি বইটি নড়িয়া থানায় জমা দেওয়া আছে। আমরা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ডিবি কার্যালয়ে অভিযোগ করেছি। আমরা মনে করি, আলমগীর মাস্টার আমার ছেলেকে পাচার করে দিয়েছে, অথবা কোনো জঙ্গি গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছে। অভিজিতের বাবা জানান, এমতাবস্থায় আলমগীর মাস্টারের হাত থেকে আমার ছেলেকে ফেরত পেতে সহায়তা করার জন্য আপনার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) কাছে একান্তভাবে অনুরোধ করিতেছি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- নিখোঁজ অভিজিত মাঝির মা সবিতা মাঝি, ছোট বোন অজান্তা মাঝি, দাদা সুভাষ মাঝি, ফুপু সুমা রানী, মামা রবীন্দ্র মণ্ডল।

জাবি ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি, ৫

সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী। জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া ভর্তিচ্ছুরা হলেন- দেলোয়ার হোসেন, রাজু আহমেদ, টুটুল হাসান, মেহেদী হাসান ও আওয়াল হোসেন আরাফাত। সাগরকে আশুলিয়ার নির্বাহী হাকিম আশরাফুর রহমানের ভ্রাম্যমাণ আদালত এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করেছেন। জালিয়াতি চক্রের সহায়তাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী শাওন দৃষ্টি প্রতিবন্দি হওয়ায় মানবিক দিক বিবেচনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ না করে ছাত্র-শৃঙ্খলা অধ্যাদেশে বিচারের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। নিরাপত্তা শাখা ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল হুদা সাকিবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দৃষ্টিশক্তিহীন একজন ভর্তিচ্ছুর জন্য শ্রুতিলেখক হিসেবে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ১৩০নং কক্ষে (গ্যালারি) পরীক্ষা দিচ্ছিলেন রোহান। শ্রুতিলেখক হিসেবে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আসার নিয়ম থাকায় রোহানের শারীরিক গঠন ও মুখাবয়ব দেখে তাকে সন্দেহ হয় অধ্যাপক নুরুল হুদা সাকিবের। পরীক্ষা শেষে উপস্থিত জিজ্ঞাসাবাদের প্রথমে নিজেকে স্কুল শিক্ষার্থী দাবি করলেও পরে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে স্বীকার করেন। পাশাপাশি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করেন। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি প্রক্টরিয়াল বডি ও নিরাপত্তা শাখাকে জানানোর মাধ্যমে বাকিদের নামও বের হয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে তারাও অসদুপায় অবলম্বনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহীন বলেন, দায়িত্বরত শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদে সবার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও প্রমাণ মিলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান বলেন, আমরা যাদের বিরুদ্ধে শ্রুতিলেখক পরিবর্তন করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিযোগ পেয়েছি তাদেরকে বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী শাস্তি দিয়েছি। যারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী এর সঙ্গে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে নিয়ম মোতাবেক পদক্ষেপ নেবো। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক বশির আহমেদ বলেন, এ ধরনের ঘটনা এবার প্রথম। আমরা আজকে নতুন অভিজ্ঞতার স্বীকার হলাম। বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। কাজ চলমান থাকবে। সামনে অধিকতর সতর্ক থাকবো।

আহত শিশুকে দেখে মনে হচ্ছে সে পথশিশু। বর্তমানে এসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার অবস্থার কিছুটা উন্নতির দিকে।

'তরুণ প্রজন্মের প্রেরণা শেখ হাসিনা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

স্টাফ রিপোর্টার : 'তরুণ প্রজন্মের প্রেরণা শেখ হাসিনা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গত রোববার বঙ্গভবনে এ প্রবন্ধ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম, সচিব সম্পদ বড়ুয়া, প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন ও সচিব (সংযুক্ত) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বইটির লেখক হায়দার মোহাম্মদ জিতু রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংকলিত এ গ্রন্থের উপ-সম্পাদকীয়গুলোতে বাঙালির শান্ত সাহস শেখ হাসিনার মানুষের অনুভূতি হয়ে উঠার পটকে চিত্রিত করা হয়েছে। বৈশ্বিক রাজনৈতিক ইস্যু, দেশের উন্নয়ন, অর্জন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতায় দেশের অবস্থান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছুটে চলা উঠে এসেছে প্রবন্ধগুলোতে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডোবায় মিললো নবজাতকের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ডোবা থেকে পলিথিনে মোড়ানো এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত রোববার সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের ছোট দেওয়ান পাড়া এলাকা থেকে কন্যা নবজাতকের লাশটি উদ্ধার করা হয়। সরাইল থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আ স ম আরিফুর রহমান জানান, ছোট দেওয়ান পাড়ায় একটি ভবনের পেছনে কচুরিপানাসহ ডোবায় ময়লা ফেলা হয়। এরমধ্যে একটি ব্যাগে কন্যা নবজাতকের লাশ পাওয়া যায়। তিনি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে নবজাতকটির গত রোববারই জন্ম হয়েছে। অবৈধ সম্পর্ক ধামাচাপা দিতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্যে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে

নুরু মাঝিসহ কয়েকজন। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি মামলায় ২ নং আসামি নুরু মাঝি কে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন ইন্সপেক্টর ওসমান গনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোদাগাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল মতিন এর সম্মান ক্ষুন্ন করার জন্য কিছু বানোয়াট মনগড়া তথ্য পরিবেশন করা হয়। প্রকাশিত সংবাদটিতে অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে জনমনে। ঠিক তার পরই সকল প্রশ্নের সঠিক তথ্য বের করতে এবং রহস্যের জাল উন্মোচন করতে বেরিয়ে পড়ে মিডিয়াকর্মীরা। প্রকাশিত সংবাদটিতে মামলার বাদী বাবু যে একাধিক মামলার আসামি। এই একাধিক মামলার আসামি বাবুর সকল মামলার বিবরণ দেয়া হয়েছে যা এই এজাহারের সাথে মূল্যহীন। অপরদিকে নৌকার মাঝি নুরুর কোন কথা তুলে ধরা হয়নি। এই নুরু হচ্ছে নাম মাত্র মাঝি। ভারত থেকে চোরাই ভাবে গরু বাংলাদেশে ঢুকানো এবং বিভিন্ন মাদক পারাপারের কাজ করে থাকে।

এলাকাবাসীর থেকে আর থানায় অনুসন্ধান করে জানা যায় যে এই নুরু মাঝি গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) সাথে কাজ করে এবং তাদের আটক কিত মাদকের কিছু অংশ ক্রয় করে ব্যবসা করে। নুরু মাঝির নামে থানায় পূর্বে ৪টি মাদক মামলা রয়েছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে বাদী বাবু ও আসামি নুরু টাকার নোটের এই পিঠ আর ওই পিঠ।

প্রশ্ন উঠেছে ঘটনার ২০ দিন পরে মামলা কেন এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে গিয়ে জানা যায়, এই বাবুর সাথে আপোস করার জন্য প্রস্তাব দেয় নুরুমাঝি সহ তার লোকজন। আপোসের জন্য বাবুর বাসায় শুভ,সনি,সোহাগ সাথে আরো কয়েকজন আলোচনায় বসে। এখানে কথা হয় ৭ দিনের মধ্যে টাকা দিবে এই মর্মে আপোষ করে চলে যায়। ৭ দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও টাকা পায়নি বরং ভয়-ভীতি দেখাতে শুরু করে বাবুর পরিবারকে। এভাবে ২০ দিন পর কোন পথ না দেখে বাধ্য হয়ে অভিযোগ করে বাবু। আবার বলা হয়েছে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে ওসি আব্দুল মতিন ২০ শে ফেব্রুয়ারি কোর্টে হাজির হয়ে রিমান্ড আবেদন করে। এই বিষয়ে ওসি আব্দুল মতিন বলেন নুরু মাঝিকে ১৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। ২০ শে ফেব্রুয়ারি তো নুরু মাঝির কোন শুনানি ছিল না আর আমি কেন রিমান্ড আবেদন করবো। এই মামলার দায?িত্বে যে ইন্সপেক্টর আছেন তিনি মামলার কার্যক্রম দেখবেন। ২০ শে ফেব্রুয়ারি ওসি আব্দুল মতিন এর নিজের দায?িত্বপ্রাপ্ত মামলার জন্য কোর্টে যান, যে মামলার জন্য কোর্টে যান সেই মামলার নাম্বার হচ্ছে ৪৫(১)/২০২৪ । আরো কিছু বানোয়াট তথ্য উঠে এসেছে, যে নুরু মাঝির ছোট ভাই নাঈম হোসেনকে ধরে ছেড়ে দেয় ফাঁড়ি পুলিশ। নাঈম নিজে বলে এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি বা তাকে গ্রেফতার করাই হয়নি। অবশেষে ওসি আব্দুল মতিন সংবাদ কর্মীদের বলেন , এমন মিথ্যা বানোয়াট তথ্য আমার নামে যে হতে পারে তা আমার কাছে কোনভাবেই বোধগম্য নয় এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলেন এমন কথা শুধু আমার ও আমার থানার সম্মানহানি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাপমাত্রা বাড়তে পারে

দশমিক ৩, চট্টগ্রামে ১৮ দশমিক ৬, খুলনায় ও বরিশালে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, টাঙ্গাইলে ৮, ময়মনসিংহে ৫, নেত্রকোনায় ২, বগুড়ায় ৩ ও রাজশাহীতে ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

রমজানে নিত্যপণ্যের মজুতদারি

করছে- একথা বললে কি ভুল হবে যারা করছে তারা বিএনপির পুরোনো সিন্ডিকেট। বিএনপি সরকার ছিল ব্যবসায়ী সরকার। আওয়ামী লীগ ব্যবসা করতে আসেনি। মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে দেশের সব ইউনিটকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা বাস্তবায়নে অবৈধ মজুত রয়েছে এমন গুদাম শনাক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারা অবৈধভাবে পণ্য মজুত করে অস্বাভাবিকভাবে মূল্য বাড়াচ্ছে, তাদের বিষয়েও অনুসন্ধান চালানো হবে। জানতে চাইলে র‌্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, ‘আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে চলমান মজুতদারি ও পণ্যবাহী যানবাহনে চাঁদাবাজি বন্ধে মাঠে নেমেছে র‌্যাব। সবজিসহ নিত্যপণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়াতে যারা কারসাজি করছে, যারা পণ্য মজুত করে দাম বাড়ানোর চেষ্টা করবে, তাদের পরিচয় যাই হোক শনাক্ত করে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এজন্য গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি ও অভিযান পরিচালনার জন্য প্রতিটি ব্যাটালিয়নকে নির্দেশ দিয়েছে র‌্যাব।’ কমান্ডার মঈন আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন এ ধরনের মজুতদার ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সবজিসহ নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে যারা কারসাজি করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। সামনে রমজান। রমজানে যেন নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকে সেজন্য র‌্যাবের প্রতিটি ব্যাটালিয়নকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চাঁদাবাজ, মজুতদার ও নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে যারা কারসাজি করছে তাদেরও শনাক্ত করা হবে। পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর বলেন, ‘পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অনুষ্ঠিত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। রোজা শুরুর আগেই যাতে বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে সেজন্য নজরদারি জোরদারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পণ্য সরবরাহ চেনের ওপর নজর রাখা হবে।’ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আসন্ন রমজানে নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে ডিএমপির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বাজার মনিটরিং করা হবে।’ এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘কার ঘরে বা দোকানে কত মজুত রয়েছে কিংবা কোন জায়গা থেকে কত যাচ্ছে এগুলো নজরদারির মধ্যে আনার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা চাওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসব পণ্য পরিবহন হয়ে শহরাঞ্চলে আসে সেগুলো যেন নিরবচ্ছিন্ন থাকে সেজন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে।’

জানুয়ারিতে সড়ক, রেল ও নৌপথে

মার্কিং, সড়কে বাতি না থাকা ও রাতের বেলায় ফক লাইটের অবাধ ব্যবহার; সড়ক-মহাসড়কে নির্মাণ ত্রুটি, ফিটনেস যানবাহন ও অদক্ষ চালকের হার ব্যাপক বৃদ্ধি; ফুটপাত বেদখল, যানবাহনের ত্রুটি, ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা; উল্টোপথে যানবাহন চালানো, সড়কে চাঁদাবাজি এবং অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, বেপরোয়াভাবে যানবাহন চালানো। দুর্ঘটনার প্রতিরোধে সুপারিশগুলো হচ্ছেড় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রাথমিক উৎস থেকে সড়ক দুর্ঘটনার পুর্ণাঙ্গ ডাটা ব্যাংক চালু করা; স্মার্ট গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের মতো ছোট ছোট যানবাহন আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধ করা; দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে যানবাহনের ফিটনেস প্রদান; রাতের বেলায় বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল চালকদের রিফ্লেক্টিং ভেস্ট পোশাক পরিধান বাধ্যতামূলক করা; সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা, চালকদের বেতন ও কর্মঘণ্টা সুনিশ্চিত করা; রাতের বেলায় চলাচলের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে পর্যাপ্ত আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা; ব্লাক স্পট নিরসন করা, সড়ক নিরাপত্তা অডিট করা, স্টার মানের সড়ক করিডোর গড়ে তোলা এবং দেশে সড়কে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএর চলমান গতানুগতিক কার্যক্রম অডিট করে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকারিতা সংস্কার করা।

তিনমাসে ১৪৩ রোহিঙ্গার হাতে

৩ রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষ, ১০ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের দেয়া তথ্য সংগৃহীত ডকুমেন্টস বিশ্লেষণ করে ২৫ ফেব্রুয়ারি দিনে ও রাতে কক্সবাজার, টাঙ্গাইল এবং ঢাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে দুই আনসার সদস্যসহ রোহিঙ্গা ও বাঙালি দালাল চক্রের ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার চক্রটির একটি দল কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি থেকে আগ্রহী রোহিঙ্গাদের সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে আসে। আরেকটি দল এদের জন্য জন্ম সনদ, এনআইডি বানিয়ে দেয়। সর্বশেষে অন্য দলটি ঢাকাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আনসার সদস্যদের মাধ্যমে ব্যাংকে এক্সপ্রেস, সুপার এক্সপ্রেস ধরনের টাকা জমা দেয়া, বায়োমেট্রিক্স করা ও ছবি তুলার ব্যবস্থা করে দেয়। ছয় ঘণ্টার মধ্যে জন্ম সনদের জন্য তারা ৫ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা নেয়। তিন দিনের মধ্যে এনআইডি করে নেয়ার জন্য ২৫ হাজার টাকা এবং পাসপোর্ট তৈরি করার জন্য ১ লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা নিয়ে থাকে বলে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে। হারুন অর রশীদ বলেন, গ্রেপ্তার দালালদের মোবাইলে শত শত পাসপোর্ট করে দেয়ার প্রাসঙ্গিক সফট ডকুমেন্টস, ডেলিভারি স্লিপ পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে গত তিন মাসে রোহিঙ্গাদের জন্য করা ১৪৩ টি পাসপোর্ট ইতোমধ্যে তারা সরবরাহ করেছে। ২০১৯ সাল থেকে চক্রটি রোহিঙ্গাদের, বাংলাদেশী দাগি অপরাধীদেরকে ভিন্ন নাম ও ঠিকানায় হাজার হাজার পাসপোর্ট করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, গ্রেপ্তাররা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রংপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল জেলার ঠিকানা ব্যবহার করে জন্ম সনদ ও এনআইডি বানিয়ে তার ভিত্তিতে পাসপোর্ট বানিয়ে থাকে। তিনি বলেন, প্রযুক্তি অনুশীলনে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ডাটা, ডিজিটাল জন্ম সনদ ডাটা, স্মার্ট এনআইডি ডাটা ব্যাংক আছে যেখানে বিভিন্ন বায়োমেট্রিক্স, ছবিসহ নানা তথ্য সংরক্ষিত। এ সকল তথ্য কোনরকম ভেরিফাই না করেই ইচ্ছামতো তৈরি করা কাগজপত্রের ভিত্তিতে পাসপোর্ট অফিসে যে কেউ দালালদের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে, বায়োমেট্রিকস দিতে এবং পাসপোর্টের জন্য ছবি তুলতে পারে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের স্মারক পাসপোর্ট তৈরির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে রোহিঙ্গা ডাটা, ডিজিটাল জন্ম সনদ ডাটা এবং স্মার্ট এনআইডি ডাটা ভেরিফাই করলেই রোহিঙ্গাসহ নন-বাংলাদেশিদেরকে শনাক্ত করা সম্ভব। পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে তো এসবি পুলিশ ভেরিফিকেশনের কাজ করে। তখন কেন ধরা পড়ে না? জানতে চাইলে হারুন বলেন, ধরা পড়বে কি করে? একজনের হাতে জন্ম সনদ, এনআইডি তুলে দেবার পর সে যখন জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট করতে দেবে তখন তো পুলিশ দেখে মোবাইল নাম্বার। সেই নাম্বারে যোগাযোগ করলে সে সব বলে দেয়, কারণ তাকে তো সব শেখানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ বর্তমান ঠিকাতে যায়। রোহিঙ্গা নাগরিক স্থায়ী ঠিকানা কক্সবাজার দিলেও বর্তমান ঠিকানা সে ব্যবহার করে। পাসপোর্টসহ হাসপাতাল ও সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে আনসার সদস্যরা কাজ করছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় দালালদের সঙ্গে মিলে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। আপনারা এবার দুই আনসার সদস্যকে গ্রেপ্তারও করেছেন। তাদের ব্যাপারে তদন্ত করবেন কিনা জানতে চাইলে হারুন বলেন, আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখছি। বিষয়টি আমরা আনসারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। পাসপোর্ট জালিয়াতি কিংবা অবৈধভাবে পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কেউ জড়িত থাকার তথ্য আপনারা পেয়েছেন কি-না জানতে চাইলে ডিএমপি’র অতিরিক্ত কমিশনার হারুন বলেন, বিষয়টি আমরা তদন্ত করছি। আমার মনে হয় এভাবে হাজার হাজার পাসপোর্ট রোহিঙ্গারা নিয়ে যাচ্ছে, দাগি আসামিরা নিচ্ছে। অথচ কোনো ভেরিফিকেশন করা হয় না, তাদের ডাটাবেইজে তো দেশি নাগরিক ও রোহিঙ্গাদের সবার বিস্তারিত ডাটা রয়েছে। দাগি আসামিদের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক দাগি আসামিও এভাবে পাসপোর্ট করেছে। তাদের নাম পরিচয় ও আমরা তদন্তের স্বার্থে জানাচ্ছি না। গ্রেপ্তারদের আদালতে সোপর্দ করে আবেদন করা হলে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে আরও যারা যারা জড়িত তাদের নাম পরিচয়ও বেড়িয়ে আসবে।

নবজাতককে হাসপাতালে ফেলে

কর্তৃপক্ষ রাজপাড়া থানায় সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার (ইএমও) ডা. শংকর কে বিশ্বাস জানান, ওই নবজাতককে হাসপাতালে ভর্তি করেই তার বাবা-মা পরিচয়দানকারী মধ্যবয়সী দুই নারী-পুরুষ লাপাত্তা। শেষ পর্যন্ত তারা কেউ না এলে বা তাদের আজকালের মধ্যে খুঁজে পাওয়া না গেলে আদালতের মাধ্যমে নবজাতককে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ছোটমনি নিবাসে হস্তান্তর করা হবে। সেই পর্যন্ত শিশুটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বেই থাকবে। আর ওয়ার্ডের নার্সরা ওই শিশুটির সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখছেন।

কনসার্টে নিয়ে তরুণীকে দলবেঁধে

পেছনে বসায়। অল্প কিছুক্ষণ আসামি সাব্বির ও আনাস কাজী ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। একপর্যায়ে তারা ওই তরুণীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করে। পরে রাত আড়াইটার পর ভুক্তভোগীকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পরে ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে গত ১২ ফেব্রুয়ারি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর-২৩। তিনি আরও বলেন, মামলার পর র‌্যাব-১ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ছায়া তদন্ত শুরু ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে। গত রোববার রাতে র‌্যাব-১ এর দল রাজধানী ঢাকা খিলক্ষেত থানাধীন পাতিরা এলাকা থেকে ধর্ষণ মামলার মূল হোতা ফাহিম হাসান দিহানকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দিহান দলবেঁধে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। দিহানকে নারায়ণগঞ্জ জেলা রূপগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে বলেও জানিয়েছেন র‌্যাবের এই কর্মকর্তা।

গাজীপুরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে

কৌশলে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। গাছা থানার ওসি মো. শাহ আলম জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বন্ধুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মানিকগঞ্জে ২১ বছর ধরে পলাতক

কর্মকর্তা সব প্রকার তদন্ত শেষে আবুল মিয়া ও মানিকের বিরুদ্ধে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আদালত সব প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে আবুল হোসেন ও মানিককে ১৪ বছর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মামলায় গ্রেপ্তার এড়াতে আসামি পলাতক থাকায় আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেপ্তার এড়াতে আবুল মিয়া বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ছদ্মনাম রাজীব ব্যবহার করে আত্মগোপনে থাকেন। কখনও দিনমজুর আবার সবজি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় পলাতক আসামি আবুল হোসেনকে সিংগাইর উপজেলার ভূমি দক্ষিণ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে সিপিসি-৩ র‌্যাব-৪ এর একটি দল। সিপিসি-৩ র‌্যাব-৪ এর মানিকগঞ্জ অঞ্চলের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোহাম্মদ আরিফ হোসেন বলেন, গোপন সংবাদ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সিংগাইরের ঘুম দক্ষিণ এলাকা থেকে আবুল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদক কারবার নিয়ে

একসময় মোরসালিনকে হত্যা করে ঘরে তালা লাগিয়ে আবদুল্লাহ পালিয়ে যায়। তাকে আটক করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিলুপ্তির শঙ্কায় পান্না কাছিম

যাচ্ছে। পরে পচা-গলা মা কাছিমের মরদেহ ভেসে আসছে সাগর তীরে।’ ‘নিয়ম অনুযায়ী বাণিজ্যিক ট্রলারে টার্টল এক্সক্লুডার ডিভাইস (টিইডি) ব্যবহারের কথা থাকলেও সেটি ব্যবহার না হওয়ায় এবং জালে আটকে পড়া কাছিম ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা না থাকায় মা কাছিমরা নির্দয়ভাবে মারা যাচ্ছে।’, বলেন বিজ্ঞানী তরিকুল ইসলাম। বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এসকে আবিদ হুসাইনের দাবি, ৪০ মিটারের অভ্যন্তরে কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ মাছ শিকার করে না। তিনি বলেন, ‘কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন উপকূলের বাইরে আমাদের ট্রলারগুলো মাছ শিকার করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিংড়ি ধরার জন্য বটম ট্রলিং (সাগরের তলদেশে) করা হয়। আর কাছিম হলো সাগরের মধ্যস্তরের প্রাণী। তাই আমাদের জালে পড়ে কাছিমের মৃত্যুর বিষয়টি সত্য নয়।’ ‘দু-একটি কাছিম যদি জালে আসে, তা টার্টল এক্সক্লুডার ডিভাইস দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। না জেনে অভিযোগ তোলা হলে আইইউসিএনসহ প্রকৃতির সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশ্ন তুলে আমাদের মাছ ধরাই বন্ধ করে দেবে। তা দেশের জন্য ভালো হবে না।’ বলেন এসকে আবিদ হুসাইন।

তিনি অভিযোগ করেন, ‘বাণিজ্যিক ট্রলার নয়, বরং কক্সবাজার উপকূলে নতুন কিছু ফিশিং বোট চালু হয়েছে। যারা ৪০ মিটারের ভেতরে-বাইরে নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ ধরছে। এছাড়া তারা অনুমোদনবিহীন দ্রুতগতির ইঞ্জিন ব্যবহার করছে। মূলত এ কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মা কচ্ছপরা।’ আমরা যেসব জাহাজকে মাছ ধরার অনুমতি দেই, তাদের উপকূলের ৪০০ মিটারের অভ্যন্তরের মাছ ধরার অনুমতি নেই। যদি কেউ করে তাহলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়।- সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ড. মো. খালেদ কনক সম্প্রতি সেন্টমার্টিন ভ্রমণে গিয়ে একই চিত্র দেখতে পান গবেষক ড. মোহাম্মদ আরশাদ উল আলম। তিনি বলেন, ‘সেন্টমার্টিনের সৈকতে বেশ কয়েকটি মা কাছিমের মরদেহ দেখেছি। এসব কাছিমের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে সাত থেকে আটদিন আগে, তবে তাদের শরীরের ক্ষতগুলো তখনো স্পষ্ট ছিল।’ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, পান্না কাছিম প্রজননের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সেগুলো হলো- অবৈধ মৎস্য আহরণ, নিষিদ্ধ কারেন্ট ও টানা জালের ব্যবহার, সমুদ্রতীরে অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রজননক্ষেত্র আলোকায়ন, জেলেদের জালে আটকা পড়ার পর মেরে ফেলা ও ট্রলার বা জাহাজের ধাক্কায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার বলেন, ‘আমরা এর আগে কখনো একসঙ্গে এত বেশি কাছিমের মৃত্যুর খবর পাইনি। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, উপকূলে প্রাণীর বিচরণ ও বাসস্থানে কোনো বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখা উচিত।’ তিনি বলেন, ‘পান্না কাছিম সাগরের বাস্তুসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব কাছিমের খাবার হলো জেলি ফিশ। একইভাবে জেলি ফিশের খাবার সাগরের বিভিন্ন ছোট মাছ। এ অবস্থায় কাছিমের বিলুপ্তি হলে পুরো খাদ্যশৃঙ্খলে বিপর্যয় নেমে আসবে।’ বৈশ্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী আনরিপোর্টেড অ্যান্ড আনরেগুলেটেড (আইইউইউ) দমনে ২০টি এশিয়ান দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮ এবং বিশ্বে ১৫২টি দেশের মধ্যে ৮৫তম। সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার বলেন, ‘আইইউইউ ফিশিংয়ের প্রভাব কেবল পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং সামগ্রিক মেরিটাইম সিকিউরিটিতে হুমকি তৈরি হচ্ছে।’ এসব বিষয়ে জানতে চাইলে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ড. মো. খালেদ কনক বলেন, ‘আমরা যেসব জাহাজকে মাছ ধরার অনুমতি দেই, তাদের উপকূলের ৪০০ মিটারের অভ্যন্তরের মাছ ধরার অনুমতি নেই। যদি কেউ করে তাহলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়।’

নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘লাইসেন্সপ্রাপ্ত জাহাজগুলো ৪০০ মিটারের অভ্যন্তরে মাছ ধরছে কি না তা তদারকির জন্য নিয়মিত রেজার ট্রেকিংয়ের ব্যবস্থা সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের নেই। শুধু নৌবাহিনী বা কোস্টগার্ড থেকে অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’ অবৈধ ফিশিং ছাড়াও অবহেলার কারণে জেলেদের ফেলে দেওয়া পরিত্যক্ত জালে জড়িয়েও মা কাছিমের মৃত্যু হচ্ছে। ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটির তথ্যমতে, বাংলাদেশের জলসীমায় শুধু ফেলে দেওয়া জাল বা গোস্ট নেটে জড়িয়ে ৬৫ শতাংশ সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব বলেন, ‘গোস্ট নেট একটি বৈশ্বিক সমস্যা। তবে সম্প্রতি বঙ্গোপসাগর ও দেশের নদীগুলোতে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। জেলেরা অসচেতনভাবে অনেক টুকরো জাল সাগর বা নদীতে ফেলে দেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তাদের অপারেশনের সময় অবৈধ জালগুলো কেটে সাগর বা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এসব জাল সাগরে ভাসতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে এ জালগুলোতে শ্যাওলা জন্মে এবং বিভিন্ন ছোট ছোট মাছ ও শামুক বাসা বাঁধে। এগুলো দেখেই অবুঝ কাছিম খাবার ভেবে খাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় ওই টুকরো জাল মুখে ও দাঁতে জড়িয়ে তাদের শ্বাসরোধ করে ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে প্রাণীটির মৃত্যু হয়।’

টাঙ্গাইলে ওয়ার্কশপ কর্মচারীকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৫

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ওয়ার্কশপ কর্মচারী নাহিদ হাসান হত্যা মামলায় জড়িত মা-ছেলেসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোবব-ার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ঢাকা ও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় ওয়ার্কশপ থেকে চুরি যাওয়া একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মো. শরফুদ্দীন এ তথ্য জানান। গ্রেপ্তাররা হলেন- ঘাটাইল উপজেলার কামারচালা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মো. সোহাগ (১৫) ও তার মা খাদিজা (৩৩), নিয়ামতপুর গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে মো. নাজমুল (২০), নলমা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে সালমান জাহান জান্নাত (২১) ও জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার তরুণীআটা গ্রামের ফজলুল হক। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মো. শরফুদ্দীন বলেন, গত ২২ ফেব্রুয়ারি ঘাটাইল উপজেলায় মনির ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের ভেতর থেকে নাহিদ হাসান নামের এক ওয়ার্কশপ কর্মচারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে হত্যাকারীরা ওয়ার্কশপের ভেতরে থাকা একটি মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাসানচরে বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও এক রোহিঙ্গা শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর ভাসানচরের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিস্ফোরণে দগ্ধ মোবাশ্বেরা নামে ৪ বছর বয়সী আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান বলেন, ভোরে মোবাশ্বেরা নামে বিস্ফোরণে দগ্ধ এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ওই শিশুর শ্বাসনালীতে বেশি বার্ন ছিল। এর আগে শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে ওই বিস্ফোরণে দগ্ধ ৫ শিশুসহ ৭ জনকে চমেক হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাসেল নামে তিন বছর বয়সী এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন।

চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ভিডিও করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মোটরসাইকেল চলন্ত অবস্থায় ভিডিও করে যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবক মারা গেছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী। গত রোববার রাতে কাফরুল থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। নিহতের নাম ওয়াদুত রহমান (২৩)। তিনি রাজবাড়ী জেলা এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। বাড্ডা এলাকায় থেকে এলএলবিতে পড়াশোনা করতেন। অন্যদিকে আহতের নাম খাজা মাইজ উদ্দিন। গতকাল সোমবার কাফরুল থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) মো. হাসানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত রোববার রাতে কাফরুল থানা এলাকায় মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলের পেছনে বসা আরোহী মোবাইলফোনে ভিডিও ধারণ করছিলেন। এ সময় সড়কে থাকা চলন্ত অবস্থায় একটি ড্রামট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলটি গিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আহত হন। তিনি আরও জানান, ঘটনার পরপরই ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে তাকে মৃত দেখতে পায়। জানা গেছে, ওয়াদুত বাবার চিকিৎসা করাবে বলে কোনো হাসপাতালে গিয়েছিলেন খোঁজখবর নিতে। সেখান থেকে বন্ধুকে নিয়ে ফেরার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি জানান, মৃতদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে মর্গে রাখা হয়েছে। তবে নিহতের পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনের ১২৯ টিকিটসহ ৫ কালোবাজারি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২৯টি আসনের ৫৯টি অনলাইন টিকিট, ৭টি মোবাইল ফোন ও টিকিট বিক্রয়ের নগদ ৪৮ হাজার টাকাসহ ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি চক্রের ৫ সদস্যকে আটক করেছে র‌্যাব-৯। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় র?্যাব ৯ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- শহরের উত্তর মোড়াইল এলাকার মো. আবদুল হাকিম (৩৫) মো. জাকির হোসেন (৪৮), মো. রুবেল মিয়া (৩২), মো. শাহিন মিয়া (৪০), মো. সাজ্জাদ মিয়া (২৮)। সিলেট র?্যাব-৯এর সহকারী পুলিশ সুপার মো. মশিহুর রহমান সোহেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র?্যাব-৯এর একটি আভিযানিক দল ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে ১২৯টি টিকিট, ৭টি মোবাইল ফোন ও নগদ ৪৮ হাজার টাকাসহ ৫ কালোবাজারিকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তারা পরস্পর যোগসাজশে ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি করে আসছিল। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে আখাউড়া রেলওয়ে থানায় মামলা হয়েছে।

চট্টগ্রামে ২৭ বছর পর যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালী থানায় দায়েরকৃত মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব। গত রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইপিজেড থানাধীন সিইপিজেড এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামি অজয় রক্ষিতকে (৪৮) গ্রেপ্তার করা হয়। সে রাউজানের নোয়াপাড়ার শান্তি রক্ষিতের ছেলে। র‌্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) মো. নূরুল আবছার জানান, গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘ ২৭ বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে ছিল আসামি অজয় রক্ষিত। জিজ্ঞাসাবাদে সে মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি বলে স্বীকার করে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে রাউজান থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিএনপি নেতা সালাউদ্দিনের বাসায় মঈন খান

স্টাফ রিপোর্টার : সদ্য কারামুক্ত বিএনপির বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদের বাসায় তার খোঁজখবর নিতে গিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। গতকাল সোমবার দুপুরে সালাউদ্দিন আহমেদের উত্তরার বাসায় যান মঈন খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদ্য কারা মুক্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব তানভির আহমেদ রবিন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। শায়রুল বলেন, দলের পক্ষ থেকে সদ্য কারা মুক্ত নেতাদের বাসায় গিয়ে তাদের সার্বিক খোঁজ খবর নিচ্ছেন স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। সেই ধারাবাহিকতায় মঈন খান শরিফুল আলমের বাসায় গিয়ে তার সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

পরীক্ষায় নকল করতে না দেওয়ায় কর্মকর্তাকে ইট নিক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরের নাজিরপুরে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নকল করতে না দেওয়ায় সেখানের দায়িত্বে থাকা ট্যাগ কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে ইট নিক্ষেপ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার দুপুরে ওই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের গণিত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা শেষে। এ ঘটনায় ট্যাগ কর্মকর্তা উপজেলা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) মো. মামুন রহমান হাওলাদার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। ওই ডায়েরি সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন এটিইও পরীক্ষা শেষে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হচ্ছিলেন। এ সময় তাকে লক্ষ্য করে কেন্দ্রের তৃতীয় বা চতুর্থ তলা থেকে ইট নিক্ষেপ করা হয়। মামুন রহমান হাওলাদার জানান, পরীক্ষায় নকল করতে দিইনি বলে আমাকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থাকার নির্দেশ থাকলেও তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। যে কারণে কে বা কারা এমনটি করেছে জানা যায়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতিমা আজরিন তন্বী বলেন, খবর পেয়ে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি জিডি করা হয়েছে। অভিযুক্ত হিসেবে এখনবধি কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। এ ব্যাপারে ওই টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান খান বলেন, কেউ ওই ট্যাগ কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে ইট নিক্ষেপ করেনি। আর বৃষ্টির কারণে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা নষ্ট ছিল। মিস্ত্রী এনে তা ঠিক করা হচ্ছে।

ফরিদপুরে শিশুখাদ্য তৈরির কারখানায় অভিযান, জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে অনিয়মের অভিযোগে শহরের বদরপুরের দিব্য ফুড প্রোডাক্টস নামে শিশুখাদ্য পণ্য উৎপাদনকারী একটি কারখানাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার সকালে জেলা নিরাপদ খাদ্য ইন্সপেক্টর মো. বজলুর রশীদ খান এ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত রোববার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে এ অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন- ফরিদপুরের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. মুনতাসির হাসান। এ সময় জেলা নিরাপদ খাদ্য ইন্সপেক্টর মো. বজলুর রশীদ খানসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। এ ব্যাপারে জেলা নিরাপদ খাদ্য ইন্সপেক্টর মো. বজলুর রশীদ খান বলেন, জেলায় সর্বস্তরে নিরাপদ খাদ্য সুনিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ অভিযান চালানো হয়। তিনি বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় “দিব্য ফুড প্রোডাক্টসচ নামে একটি খাদ্যপণ্য প্রস্তুত কারখানায় অনিয়ম ও সংশ্লিষ্ট আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ মোতাবেক তাৎক্ষণিক এক লাখ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। একই সঙ্গে ব্যাপক পরিমাণে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য ও বিষাক্ত কেমিক্যাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার ১৭ জন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর তেজগাঁও বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার রাতে তেজগাঁও থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার এই তথ্য নিশ্চিত করেন তেজগাঁও থানার ওসি মোহাম্মদ মহসিন। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তারদের মধ্যে বিভিন্ন মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি ৭ জন। তারা হলেন - অনিক হোসেন মুন্না (২৮), আবদুল খালেক মিলন (৫২), মো. শান্ত হোসেন (২৬), মো. বিল্লাল হোসেন (২০), মোঃ জুয়েল (২৪), মো. রুবেল (২৪) এবং মো. সুরুজ মিয়া (২৭)। এদিকে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে ধারালো অস্ত্রসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলেন - মো. রনি (২১), মো. সাগর (২৮), মো. রাকিব (২০), মুন্না (২৬) এবং মো. খোকন মিয়া (৩৫)। এ ছাড়া ফজলে রাব্বি (২৮) নামে বমি পার্টির একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে - মেহেদী হাসান (২৭), মো. মোরশেদ (১৮) মো. শুভ (২৭) ও মো. কামাল (২৮)

চট্টগ্রামে কোচিং সেন্টারে ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার ‘শিক্ষাশালা’ নামের কোচিং সেন্টারে ধর্ষণের শিকার এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গত রোববার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। ঘুমের ওষুধ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৫ ফেব্রুয়ারি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার বাবা চান্দগাঁও থানায় মামলা করেন। জোরপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় আসামি করা হয় কক্সবাজারের মহেশখালীর পশ্চিম পাড়ার বাবুল মিয়ার ছেলে হামিদ মোস্তফা জিসান (২১)-কে, যিনি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক। ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে একদিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই শিক্ষার্থী কয়েকমাস ধরে চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার ১১ নম্বর রোডের শিক্ষাশালা কোচিং সেন্টারে প্রাইভেট পড়ে আসছে। এই সুযোগে কোচিং সেন্টারের শিক্ষক ও মামলার আসামি জিসান তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর কোচিং সেন্টারের ভেতরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় আপত্তিকর অবস্থায় ছবিও ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে তার সাথে কয়েক দফায় শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

একপর্যায়ে ওই শিক্ষার্থী অসুস্থবোধ করলে তাকে চমেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা অন্তঃসত্ত্বা বলে জানান। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ঘুমের ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ধর্ষিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাই জবানবন্দি নেওয়া যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

লালমনিরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় ট্রলিচালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় ফরিদুল ইসলাম (২৮) নামে এক ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। গত রোববার দিবাগত রাতে লালমনিরহাট বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার সাপ্টিবাড়ি বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফরিদুল ইসলাম হাতীবান্ধা উপজেলার ভেলাগুড়ি ইউনিয়নের কাসিম বাজার এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক হয়ে আলু বোঝাই ট্রলি নিয়ে হিমাগারে যাচ্ছিলেন ট্রলি চালক ফরিদুল ইসলাম। পথে সাপ্টিবাড়ি বাজারে পৌঁছালে বুড়িমারী থেকে ছেড়ে আসা পাথর বোঝাই একটি ট্রাক আলুর ট্রলিতে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রলিটি উল্টে সড়কের পাশে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই চালক ফরিদুল ইসলামের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে আদিতমারী থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে ফরিদুলের লাশ উদ্ধার করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। আদিতমারী থানা ওসি মাহমুদ উন নবী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ না থাকায় লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাদারীপুরে অক্সিজেন না দেওয়ায় রোগীর মৃত্যু অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন না দেওয়ায় এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার রাতে জেলা সদর হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ব্যথার ইনজেকশন পুশ করার পর ছটফট করতে থাকেন শ্যামল দাস (৫৫) নামের ওই রোগী। দেড় ঘণ্টা অক্সিজেনের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকেন রোগী। দায়িত্বরত নার্স অক্সিজেন সরবরাহ না করায়, অবশেষে মারা যান মেরুদণ্ডে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হওয়া পান দোকানি শ্যামল দাস। মাদারীপুর জেলা সদর হাসপাতালে এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ স্বজন ও জনপ্রতিনিধিরা। অভিযুক্তের বিচার দাবি করেছেন তারা। স্বজনদের অভিযোগ, মেরুদণ্ডের ব্যথা নিয়ে গত রোববার বিকেল ৫টার দিকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মাদারীপুর শহরের পুরান বাজারের পান বিক্রেতা ও মাদারীপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আমিরাবাদ এলাকার শ্যামল দাসকে। হাসপাতালের নিচতলার জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রিয়াদ মাহমুদ চিকিৎসাপত্র দিয়ে ভবনের ছয় তলায় ভর্তি দেন রোগীকে। ভর্তি হলে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখে রোগীকে ব্যথার ইনজেকশন পুশ করেন দায়িত্বরত নার্স সুজাতা। এরপরই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। অক্সিজেনের অভাবে সারা শরীরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন শ্যামল। এ সময় নার্সকে অক্সিজেনের কথা বললে, ব্যস্ততা দেখিয়ে অন্য কাজে মনোযোগ দেন তিনি। এরপর রাত ৮টার দিকে মারা যান ওই ব্যবসায়ী। নিহত শ্যামল দাসের ফুফাতো ভাই গজেন দাস বলেন, আমার ভাইয়ের ১১ বছরের এক ছেলে ও ১৪ বছরের এক মেয়ে রয়েছে। এই সংসারটা এখন কীভাবে চলবে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নার্সের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। শ্যামল দাসের ছোটভাই শংকর দাস অভিযোগ করে বলেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আমার ভাইকে ঠিকঠাক চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। তাই অল্প সময়ের মধ্যে আমার ভাই মারা গেছে। এ ঘটনার বিচার চাই। মাদারীপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজিব মাহমুদ কাওসার বলেন, শুধু অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যু হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। সরকারি হাসপাতালে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। যে নার্স দায়িত্বে অবহেলা করেছে, তার বিচার ও হাসপাতাল থেকে অপসারণ চাচ্ছি। মাদারীপুরের সিভিল সার্জন ও জেলা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মুনীর আহম্মেদ খান বলেন, হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনে বিষয়টি দায়িত্বরত চিকিৎসক আমাকে জানিয়েছেন। ঘটনা কী ঘটেছে, সবকিছুই পর্যালোচনা করে নার্সের দোষ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদারীপুর সদর মডেল থানার ওসি এএইচএম সালাউদ্দিন বলেন,ওহাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হচ্ছে, এমন খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে রাত ৮টার পর ডিউটি না থাকায় হাসপাতাল ত্যাগ করেন অভিযুক্ত নার্স সুজাতা। এ ঘটনায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। চিকিৎসক ডা. রিয়াদ মাহমুদের দাবি, সঠিকভাবেই ভবনের নিচতলার জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয় শ্যামল দাসকে। কিন্তু পরে ভবনের ছয় তলায় কী হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি জানেন না।

নাটোরে দ্বিতীয় স্ত্রীকে হত্যায় ২ জনের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরে দ্বিতীয় স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে মো. আসাদুল ইসলাম (৩২) ও মো. টুটুল আলী (২৫) নামে দুই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া একই মামলায় ভিন্ন দুটি ধারায় আরও চার বছর করে কারাদণ্ডসহ ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও এক বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। গত রোববার বিকেলে নাটোরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোছা. কামরুন্নাহার বেগম এই রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিতি ছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত দুজন সম্পর্কে শ্যালক ও দুলাভাই। আসাদুল ইসলাম (দুলাভাই) জেলার লালপুর উপজেলার হাবিবপুর এলাকার মো. ছানোয়ার হোসেনের ছেলে এবং তার শ্যালক মো. টুটুল আলী একই উপজেলার আড়বাব মধ্যপাড়া এলাকার মো. মানিক আলীর ছেলে। নাটোর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম জানান, ২০২০ সালের ৭ অক্টোবর লালপুরের ডহরশৈলা এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে একটি অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। সেসময় মৃত ওই নারীর গলায় কালচে জখম ও আঁচরের দাগ ছিল।

সম্পাদকীয়

অনলাইনে প্রতারণা

আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতাও জরুরি

ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে ঘরে বসে মোটা অঙ্কের টাকা আয়ের লোভ দেখিয়ে কিছু সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে। জানা গেছে, এসব চক্র ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিকমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ আয়ের লোভনীয় অফার দেয়। এসব বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে যোগাযোগ করেন তরুণ-তরুণীরা। এরপর প্রতারক চক্র প্রথমে তাদের কাজের বিনিময়ে কিছু অর্থ পেমেন্টও করে। একপর্যায়ে বিশ্বস্ততা অর্জন করে তারা তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এর পাশাপাশি অনলাইন জুয়ার মতো অপরাধ তো আছেই। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, টোপে পড়ে সর্বস্ব হারালেও লোকলজ্জা এবং বাড়তি ঝামেলার ভয়ে তাদের অনেকেই আইনি প্রতিকার চাইতে যান না। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, প্রতারণার ক্ষত পোষাতে কেউ কেউ অন্যায় পথে পা বাড়াচ্ছেন। তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষ তো আছেনই, প্রতারণার শিকার হয়ে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার একটি বৌদ্ধবিহারের প্রধান পুরোহিত ইয়াবা পাচারের মতো ঘৃণ্য অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, সাইবার অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ না করায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রতারকের সংখ্যা। এটা সত্য, বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রগতির ধারায় বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে, যার মূলমন্ত্র প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন। তবে প্রযুক্তির এই জ্ঞান ব্যবহার করে ওঁৎ পেতে থাকা অনলাইনভিত্তিক নানা অপরাধ চক্র প্রতারণার ফাঁদ বুনছে। এ ধরনের প্রতারকদের খপ্পর থেকে বাঁচতে তরুণসমাজকে সচেতনতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষকে আইনি সহায়তার পথ আরও সুগম করতে হবে। প্রতারিতরা অভিযোগ জানাতে এসে যেন অহেতুক হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে সাইবার নিরাপত্তার জন্য কাজ করা সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সময় থাকতে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়া সাইবার অপরাধ বা অনলাইনে প্রতারণা থেকে রক্ষা পেতে জনসচেতনতাও জরুরি। প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ উত্তম। কিন্তু নানা সময়ে এমন ঘটনা সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হলেও কিছু মানুষ বারবার একই পথে হাঁটেন। তাই মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা এই ধরনের ফাঁদে পা না দেয়।

বাড়ছে সামাজিক অপরাধ

সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে

সামাজিক অস্থিরতার কারণে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে অপরাধ। স্বজনকে হত্যার পর লাশ টুকরা করে ফেলা হচ্ছে। প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটছে। সন্তানকে হত্যা করে নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন মা। দল বেঁধে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন করে ভিডিও চিত্র ধারণ করা হচ্ছে। অসহায় তরুণীদের ফাঁদে ফেলে পাচারও করছে। কিশোর বয়সেই তুচ্ছ কারণে সমবয়সীকে হত্যা করছে কেউ কেউ। শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ পুঁতে রাখছে তার আত্মীয়। চলন্ত বাসে কর্মজীবী তরুণীকে আটকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করছে পরিবহনকর্মীরা। হামলার পর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নেচে উল্লাসও করছে কেউ কেউ। সম্প্রতি একের পর এক এমন হত্যা-নির্যাতনের নিষ্ঠুর ঘটনা তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। আবার একজন অপরাধী একটা অপরাধ করার পর সেটা ঢাকতে আরো একাধিক অপরাধ করছে। কেন বেড়েছে এই সামাজিক অস্থিরতা? এমন প্রশ্নের উত্তর হিসেবে, অপরাধ ও মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, মানসিক অস্থিরতা থেকেই এমন নৃশংস অপরাধ বাড়ছে। এছাড়াও মানসিক অস্থিরতা ও হতাশায় অনেক মানুষ হিংস্র, এমনকি আত্মঘাতী হয়ে উঠছে। সাইবারজগতে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড এবং মাদকের প্রভাবে নতুন ধরনের অপরাধপ্রবণতা তৈরি হচ্ছে। নতুন অপরাধগুলোর অন্যতম কারণ অবাধ প্রযুক্তি প্রবাহের কারণে পর্নোগ্রাফি, টিকটকের মতো বিভিন্ন অপসংস্কৃতির প্রভাব। ফলে এখন আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি পরিবারসহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নজরদারি প্রয়োজন।' কেননা 'নৈতিকতার অবক্ষয় ও মানসিক অস্থিরতা থেকে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। অসহিষ্ণু মানুষের মস্তিষ্কের বিচারিক সেলগুলোর কার্যকারিতা কমে যায়। তখন সে হিংস্র আচরণ করে। এ কারণে লাশ কেটে ফেলার মতো ঘটনা ঘটছে। নিজের অপরাধ ঢাকতে আরো বেশি নৃশংস হয়ে পড়ে অনেকে। তার বিচার-বিবেচনাবোধ কাজ করে না। নিয়মিত মাদক সেবন করলেও তার মস্তিষ্কের জাজমেন্টাল সেলগুলোর অ্যাক্টিভিটি কমে যায়।' তাই সামাজিক অস্থিরতার অবসানে আগে অর্থনীতিতে সুস্থির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনেও দরকার ব্যাপক সংস্কার। রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে জবাবদিহিতার পরিবেশ গড়ে তোলাও জরুরি। বলা হয়ে থাকে, রাজনীতি হলো অর্থনীতির প্রতিবিম্ব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থেই দেশের অর্থনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হবে। সহিংসতা প্রতিরোধে পরিবারকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে ক্ষতিপূরণ দিতে আইনি কাঠামো ছাড়াও অপরাধ দমনে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় করার ওপর জোর দিতে হবে।

সন্ধিতেই শান্তি!

রাজু আহমেদ

ব্যক্তিমাত্রই পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা থাকা উচিত। যেখানে দ্বৈত স্বার্থ সেখানে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা যায়। সঙ্গী বলে তার ওপর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। সম্পর্কে অধিগ্রহণ চলে না। অথচ মানুষ সুখের লোভ দেখিয়ে স্বাধীনতা কেড়ে লয়। পরিণামে লাভ হয় নাকি ক্ষতি হয় তা দুজন দুমুখো হলেই বোঝা যায়। নারী হোক কিংবা পুরুষ-কেউ তার অংশীজনের মতামতকে অগ্রাহ্য করার মানবিক ক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তা রাখে না। অমানবিকতার কোন ধর্ম নাই কিন্তু কেউ যদি দায়িত্ববান হয় তবে মত ও মন্তব্যের স্বাধীনতা, ইচ্ছে ও অনিচ্ছার মূল্য এবং পছন্দ ও অপছন্দের অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

সঙ্গী/সঙ্গীনিকে ডমিনিটিং করার যে প্রবণতা সেটা ত্যাগ করতে না পারলে সুস্থ সম্পর্ক, মানসিক সম্মান এবং অপ্রকাশ্য বিশ্বাস লাভ করা যায় না। পুরুষ বলে সে তার সাথীর ওপর সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনাহীন চাপিয়ে দেবে এবং সাথীও সেটা অন্ধমতে মানতে বাধ্য হবে সেই সুযোগ এই আলোতে নাই। কেউ যদি এমনটা করেও থাকে তবে তারা ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে দূরে নয়। আবার কোন রমনী যদি তার পছন্দ-অপছন্দের জেদ পুরুষের ঘাড়ে স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে তুলে দেয় তবে কলহের ভয়ে পুরুষ সেটা মেনে যেতেও পারে তবে দুর্দিনের দুর্দশা অল্প দূরেই হাতছানি দিয়ে ডাকছে! যৌথ চলায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ দরকার। শান্তির জন্য দরকার সন্ধি। কাউকে বন্দি করে বয়ান লওয়া যায় কিন্তু ভালোবাসা পাওয়া যায় না। ভালোবাসা, সম্মান এবং বিশ্বাস আদায় করার বস্তু নয় বরং লাভ করতে হয়। পরস্পর পরস্পরের রুচি না বুঝলে, মতামতকে সম্মান না জানালে, বিশ্বাসে নিবিষ্ট না থাকলে সেখানে সুখ ধরা দেয় না। সব যদি জেদ দিয়ে পেতে হয়, সব যদি বাধ্য করে করাতে হয় তবে প্রেম কোথায়? কখনো কখনো সামর্থ্য-সক্ষমতার ওজন বুঝতে হবে। কখনো কখনো উদাস চোখের ভাষাও পড়তে হবে। অল্প অল্প গল্পে যে সুখের বীজ দানা বাঁধে সেগুলোকে পরম যত্নে লালন করতে হবে। মনের জমিনে জোর-জবরদস্তি করে যা হয় না তা কোমল ভাষায় হয়। তার অধিক হয় চোখের ইশারায় যদি সম্পর্কে মায়া থাকে ! ভরসার সেতু শক্ত হলে, বিশ্বাসের মূল পোক্ত হলে সে তরীর তক্তা নুড়ির আঘাতে ফুটো হয় না। উত্তাল ঢেউতেও ডোবাতে পারে না। জীবন থেকে জীবনকে আলাদা করতে পারে না কিছুতে; মৃত্যু ছাড়া! যে দম্পতির ঘরে সুখ নাই, সমাজে তাদের ঘাড়ে মাথা থাকা কিংবা না থাকায় অশান্ত অবস্থানের খুব বেশি রদবদল হয় না।

ইসরায়েলের গণহত্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার মামলা

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক কর্মকা-ের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস বা আইসিজেতে মামলা ঠুকে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই কোর্ট জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত; জাতিসংঘের সব সদস্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই আদালতের সদস্য। দায়ের করা মামলার ৮৪ পৃষ্ঠার আর্জিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল বোমা মেরে গাজার ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের বক্তব্যেও গণহত্যার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে বলে আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলের বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞ ত্বড়িৎ থামানো না হলে গণহত্যার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। ইসরায়েল মামলাটি লড়ার ঘোষণা দিয়েছিল এবং যুদ্ধ শুরু করার জন্য হামাসদের দায়ী করেছে। ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাস গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা করে ২০০ জনেরও বেশি লোককে গাজায় এনে বন্দী করে রাখে। হামাসের এই আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইসরায়েল প্রথমে বিমান হামলা চালায়, পরে স্থলপথে অভিযান শুরু করে। ইসরায়েলের আক্রমণে এ পর্যন্ত প্রায় ২৮ হাজার লোক মারা গেছে যাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে শুধু মানুষ হত্যা আর অবকাঠামো ধ্বংস করছে না, তারা গাজায় খাদ্য, পানি এবং জ্বালানি সরবারহ বন্ধ রেখেছিল, এখন আন্তর্জাতিক চাপে সীমিত আকারে খাবার ও পানি সরবরাহ করার অনুমতি দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস বা আইসিজে প্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম প্রধান কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে ৬০ লাখ ইহুদির হত্যা। ইহুদিদের নির্বিচারে হত্যার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে যে আদালত ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, আজ সেই আদালতে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল আসামি। শুনানির পর মামলার অর্ন্তবর্রতীকালীন রায়ে গাজায় গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন কর্মকা- রোধে পদক্ষেপ নিতে ইসরায়েলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া গাজায় মানবিক সহায়তার প্রবেশ নিশ্চিত করতেও ইসরায়েলকে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আদালতের রায় থেকে প্রতীয়মান হয়, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে বলে কোর্ট এখনো তা স্বীকার করছে না; প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার ঘটনা প্রমাণ করা খুব সহজ কাজ নয়। বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বিয়ার গণহত্যার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল আইসিজে। মায়ানমারের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে দায়ের করা গাম্বিয়ার গণহত্যার মামলাটির ওপর এখনও শুনানিই হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকা আশা করেছিল কোর্ট যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেবে, কিন্তু কোর্ট যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেয়নি। কোর্ট রায় প্রদানে এবার সতর্কতা অবলম্বন করেছে, কারণ রায় কার্যকর করার মতো কোন ক্ষমতা কোর্টের হাতে নেই। ইউক্রেনও রাশিয়ার বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা করেছিল, আইসিজে রাশিয়াকে সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও মস্কো সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেছে। মায়ানমার এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ গাম্বিয়া এবং ইউক্রেনের পক্ষ নিয়ে যুক্তিতর্ক পেশের আবেদন করেছিল, কিন্তু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কেউ আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ নেয়নি; ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলার বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছে, এই মামলার কোনো যোগ্যতা নেই এবং মামলাটি ভিত্তিহীন। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা এই মামলাকে ইসরায়েল প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অভিমত হচ্ছে, গাজা অভিযানে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী নজিরবিহীন নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু হামাস যদি সুযোগ পেত তাহলে সব ইহুদিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা মামলার গুরুত্ব অপরিসীম, এর মাধ্যমে ইসরায়েলকে অন্তত্পক্ষে অভিযুক্ত করা সম্ভব হলো। দুঃখজনক হচ্ছে, ইসরায়েলকে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করার জন্য কোন মুসলিম দেশ এগিয়ে আসেনি, এসেছে একটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ। মাত্র ৩ শতাংশ মুসলমান দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। শুধু মামলা করেনি, যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সব ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গাজার ওপর বর্বরোচিত হামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত অক্টোবরে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়াও ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল; অথচ বলিভিয়ার ৯৯ শতাংশ অধিবাসী খ্রিস্টান। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাহরাইন ইসরায়েলে নিযুক্ত তাদের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরিয়ে এনে ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এই মামলায় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন দিয়েছে মাত্র। শিয়া মুসলিমদের নিয়ে গঠিত লেবাননের হিজবুল্লাহ হামাসের পক্ষে ইসরায়েলে রকেট নিক্ষেপ করছে, এরা ২০০৬ সালেও ৩৪ দিন যুদ্ধ করেছে ইসরায়েলের সঙ্গে। ইয়েমেনের হুতিরাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, তারাও ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী। ৫৭টি মুসলিম দেশের মধ্যে একমাত্র ইরানই হামাসের অকৃত্রিম বন্ধু। হামাস ইরানসমর্থিত বলেই কোন আরব মুসলিম দেশ তাদের পছন্দ করে না, ইসরায়েলের মতো তারাও হামাসের ধ্বংস কামনা করে। গাজায় ইসরায়েলের লাগাতার হামলার ঘটনায় ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আমেরিকার ইহুদিরা যতটুকু বিক্ষোভ করছে, ততটুকু বিক্ষোভ কোন মুসলিম দেশে হয়েছে বলে মনে হয় না। আরব লীগ ও ওআইসির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সম্মুখযুদ্ধে ইসরায়েলের সঙ্গে কোন মুসলিম দেশ লড়তে সাহসী হবে না, কিন্তু তাই বলে ৫৭টি মুসলিম দেশকে এভাবে নীরবতা পালন করতে হবে কেন? যুদ্ধ বন্ধ না হলে একযোগে মুসলিম দেশগুলো আমেরিকার সৃষ্ট বলয় থেকে সরে যাওয়ার হুমকি দিতে পারে। কিন্তু দেবে না; কারণ গণতন্ত্রবিহীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইরানের চেয়ে ইসরায়েলকে বেশি নিরাপদ মনে করে। ১৯৯৩ সালে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ গঠনের ৫ বছরের মধ্যে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৩০ বছরেও হয়নি। রাজতন্ত্র বিরোধী ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সম্ভবত কোন আরব মুসলিম দেশও চায় না; চায় না বলেই ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রে ব্যতিরেকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে কতিপয় আরব দেশ। আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতেই সম্ভবত হামাসের সশস্ত্র যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের শহরগুলোতে রকেট নিক্ষেপ ও সীমান্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরগুলোতে প্রবেশ করে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হামাসদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে ইসরায়েল এত বেশি একগুয়ে হয়ে উঠেছে যে, তারা কারো কথা মানছে না, গাজায় প্রতিদিন টনে টনে বোমা ফেলছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসরায়েল আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতির জন্য লালায়িত ছিল, স্বীকৃতির বিনিময়ে তারা যে কোন সমঝোতায় সম্মত ছিল। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর ছিল। আর এখন! ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েলের সম্মতির বিনিময়ে সৌদি আরব সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে প্রস্তুত; মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিংকেনের দেয়া এমন একটি প্রস্তাব ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থাৎ একসময় ইসরায়েল তাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আরব দেশগুলোর কাছে ধরনা দিয়েছিল, এখন সব আরব দেশের একটি দাবি, ইসরায়েল যেন ফিলিস্তিনেদের স্বীকৃতি দেয়। সময়ের ব্যবধানে ইসরায়েলের বাস্তবতা বিশ্বে স্বীকৃত হলেও ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব কেউ মানছে না। জেরুজালেম ও আল আকসা মসজিদে মুসলমানদের আধিপত্য ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হবে বলেও মনে হয় না। কারণ মুসলিম দেশগুলো এসব সমস্যা এড়িয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্গ্রীব। কথিত সোলায়মানি বাদশাহ এরদোয়ানের এখন আর কথাই শোনা যায় না। মুসলিম জাতি সম্পূর্ণ পরকালমুখী, স্বল্পস্থায়ী ইহকালে টিকে থাকার কোন বাসনা তাদের নেই, ডারউইনের 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' তারা বিশ্বাস করে না, তাই সাধারণ মুসলমানদের অনুভূতির বাস্তবায়নে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব ও সহায়তা জরুরি। আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আন্তরিকতার অভাবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা হামাস বা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে যদি ইসরায়েল চায়। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসরায়েলের স্বার্থেই অপরিহার্য; প্রতিষ্ঠিত না হলে ৭ অক্টোবর বারবার ঘটবে। এই কথাটি আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনও বলেছেন, তার অভিমত হচ্ছে, সামরিক শক্তি দিয়ে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না এবং ইসরায়েলের নেতারা তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

[লেখক : সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টাকশাল]

রাজতন্ত্র বিরোধী ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সম্ভবত কোন আরব মুসলিম দেশও চায় না; চায় না বলেই ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রে ব্যতিরেকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে কতিপয় আরব দেশ। আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতেই সম্ভবত হামাসের সশস্ত্র যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের শহরগুলোতে রকেট নিক্ষেপ ও সীমান্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরগুলোতে প্রবেশ করে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হামাসদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে ইসরায়েল এত বেশি একগুয়ে হয়ে উঠেছে যে, তারা কারো কথা মানছে না, গাজায় প্রতিদিন টনে টনে বোমা ফেলছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসরায়েল আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতির জন্য লালায়িত ছিল, স্বীকৃতির বিনিময়ে তারা যে কোন সমঝোতায় সম্মত ছিল। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর ছিল। আর এখন! ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েলের সম্মতির বিনিময়ে সৌদি আরব সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে প্রস্তুত; মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ব্লিংকেনের দেয়া এমন একটি প্রস্তাব ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থাৎ একসময় ইসরায়েল তাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আরব দেশগুলোর কাছে ধরনা দিয়েছিল, এখন সব আরব দেশের একটি দাবি, ইসরায়েল যেন ফিলিস্তিনেদের স্বীকৃতি দেয়। সময়ের ব্যবধানে ইসরায়েলের বাস্তবতা বিশ্বে স্বীকৃত হলেও ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব কেউ মানছে না। জেরুজালেম ও আল আকসা মসজিদে মুসলমানদের আধিপত্য ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হবে বলেও মনে হয় না। কারণ মুসলিম দেশগুলো এসব সমস্যা এড়িয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্গ্রীব। কথিত সোলায়মানি বাদশাহ এরদোয়ানের এখন আর কথাই শোনা যায় না। মুসলিম জাতি সম্পূর্ণ পরকালমুখী, স্বল্পস্থায়ী ইহকালে টিকে থাকার কোন বাসনা তাদের নেই, ডারউইনের 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' তারা বিশ্বাস করে না, তাই সাধারণ মুসলমানদের অনুভূতির বাস্তবায়নে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব ও সহায়তা জরুরি। আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আন্তরিকতার অভাবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা হামাস বা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে যদি ইসরায়েল চায়

চা শিল্পের উন্নয়নে জোর দিতে হবে

রেজাউল করিম খোকন

সদ্য বিদায়ী ২০২৩ সালে বাংলাদেশে চা উৎপাদনে নতুন রেকর্ড হয়েছে। গতবছর দেশের ১৬৮টি বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন চা-চাষিদের হাত ধরে ১০ কোটি ২৯ লাখ কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে প্রথম পরীক্ষামূলক চা চাষ শুরুর পর ১৮৪ বছরের ইতিহাসে গতবছর প্রথমবারের মতো চা উৎপাদন ১০ কোটি কেজি ছাড়িয়েছে। এর আগে সর্বোচ্চ চা উৎপাদনের রেকর্ড হয়েছিল ২০২১ সালে। সে বছর দেশের সব বাগান মিলিয়ে ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজি চা উৎপাদন হয়েছিল, এখন সেটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদনের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন বাড়তি চা রপ্তানিতে নজর দিতে হবে। গতবছর ১০ লাখ ৪০ হাজার কেজি চা রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানি বাড়াতে চায়ের গুণগতমান আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে রপ্তানি বাজারও সম্প্রসারিত হবে। চা বোর্ডের পক্ষ থেকে গতবছর চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ কোটি ২০ লাখ কেজি। সেই হিসাবে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯ লাখ কেজি বেশি চা উৎপাদিত হয়েছে। তাতে আগের বছরের তুলনায় চায়ের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। এমন সময়ে চায়ের উৎপাদনে রেকর্ড হয়েছে যখন দেশে চায়ের চাহিদা কমছে। বাজারে সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় নিলামে চায়ের বিক্রি কমেছে। একইসঙ্গে কমেছে নিলামে চায়ের গড় দামও। গত এপ্রিল থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামে চায়ের ৩৭টি নিলামে ৭ কোটি ৩৯ লাখ কেজি চা বিক্রি হয়েছে, যা আগের মৌসুমের একই সময়ের তুলনায় ১ শতাংশ কম। আবার নিলামে কেজিপ্রতি চায়ের গড় দর গত মৌসুমের চেয়ে ১৭ টাকা কমে নেমেছে ১৮৪ টাকা ৫২ পয়সায়। দেশে চায়ের চাহিদা ৯ কোটি ২০ থেকে ৩০ লাখ কেজি। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন বাড়তি চা রপ্তানিতে নজর দিতে হবে। রপ্তানি বাড়াতে চায়ের গুণগতমান আরও বাড়ানোর প্রয়োজন। অনুকূল আবহাওয়া ও নিয়মিত সংস্কার কার্যক্রমের কারণে চা উৎপাদনে গতবছর রেকর্ড হয়েছে। তবে শুধু উৎপাদন দেখলে হবে না। উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় নিলামে চায়ের সরবরাহও বেড়েছে। তাতে প্রত্যাশা অনুযায়ী দাম পাওয়া যাচ্ছে না। নিলামে ভালো দাম না পেলে বহু চা বাগান টিকে থাকতে পারবে না। চাহিদার উদ্বৃত্ত চা রপ্তানি করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। চা রপ্তানি করতে হলে মান বাড়াতে হবে। চট্টগ্রাম ও সিলেটের চায়ের মান ভালো হলেও উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষ থেকে যে চা আসছে, সেগুলো খুব নিম্নমানের। এই নিম্নমানের চা নিলাম বাজারে দামের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। চা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, চা বাগান ও ক্ষুদ্র চাষিদের উৎপাদিত চা নিলামে বিক্রি করতে হয়। বাগান মালিকেরা সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ চা কর দিয়ে নিজেরা প্যাকেটজাত বা রপ্তানির জন্য সংগ্রহ করতে পারেন। নিলামে চায়ের গুণগতমান ও সরবরাহের ওপর দর হাঁকেন ক্রেতারা। বাংলাদেশ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চা উৎপাদনকারী দেশ। এর চা শিল্প ব্রিটিশ শাসনামল থেকে চলে আসছে, যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে চা ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে, বাংলাদেশে ১৬৭টি বাণিজ্যিক চা এস্টেট রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কর্মক্ষম চা বাগান। এখানকার এই শিল্প বিশ্বের ৩% চা উৎপাদন করে থাকে, এবং ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এখানকার উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহে চা উৎপাদন হয়ে থাকে, উচ্চভূমি, উষ্ণ জলবায়ু, আর্দ্র এবং অতি বৃষ্টিপ্রবণ এলাকাসমূহ উন্নতমানের চা উৎপাদনের মোক্ষম পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এক সময়কার বিশ্বের প্রধান একটি চা রপ্তানিকারক দেশ, বাংলাদেশ এখন মাত্র সাধারণ এক রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশি মধ্যম শ্রেণীর উত্থান এই শিল্পকে লাভজনক দেশীয় বাজারের দিকে আলোকপাত করে ব্যাপকভাবে চালিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশের চা বাগানে ৩,০০,০০০ অধিক বাগানি কর্মরত আছে। যার ৭৫% নারী। অনেক শ্রমিকই উপজাতি বাসিন্দা যাদের ব্রিটিশ শাসনামলে মধ্য ভারত থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রথম চা গাছ রোপন থেকে ধরলে বাংলাদেশে চা শিল্পের বয়স ১৭৮ বছর। সুদীর্ঘ এ সময়ে দেশের মানচিত্র বদলেছে দু'বার। তবে চা শিল্পের অগ্রযাত্রা থামেনি। অমিত সম্ভাবনার অনুপাতে অনেকটা অর্জিত না হলেও এই শিল্পের অর্জনও কিন্তু কম নয়। চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমাগত নগরায়নের ফলে ও জনতার শহরমুখিতার কারণে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এছাড়া সামজিক উন্নয়নের ফলেও চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে। বিগত তিন দশক ধরে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ফলে চায়ের রপ্তানি হঠাৎ করেই কমে গেছে। তারপরও জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী। জিডিপিতে চা খাতের অবদান ০ দশমিক ৮১ শতাংশ। কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাজ্য, আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, কুয়েত, ওমান, সুদান, সুইজারল্যান্ডসহ অনেকগুলো দেশে রপ্তানি হয় বাংলাদেশের চা। গত দশ বছরে পৃথিবীতে চায়ের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়েছে। এই চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ, কেনিয়া ও শ্রীলঙ্কা পৃথিবীর প্রায় ৫২ ভাগ চায়ের চাহিদা পূরণ করছে। চা শিল্প বিনিয়োগের অভাবে তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। বিদ্যমান ব্যাংক ঋণের সুদের হার এত বেশি যে বিনিয়োগের জন্য ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা উৎপানদনকারীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চা চাষাধীন জমির মধ্যে প্রায় ১৬ শতাংশ অতিবয়স্ক, অলাভজনক চা এলাকা রয়েছে যার হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। এই অতিবয়স্ক চা এলাকার কারণেই হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাধদন বৃদ্ধি করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাছাড়া চা বাগানের জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ, চা কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহ ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা এ শিল্পের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে চা শিল্পকে প্রতি বছরই খরার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ফলে অসংখ্য গাছ মরে যাচ্ছে। এ কারণেও চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। চা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। চায়ের মাঠ ও কারখানা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য নিম্ন সুদে, সহজ শর্তে পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। চা সেক্টরে বিনিয়োগের ৫-৭ বছর পর থেকে কাঙ্ক্ষিক্ষত হারে উৎপাদন শুরু হয়। এ কারণে ঋণ প্রদানের বছর থেকেই সুদ আরোপ করা উচিত নয়। এছাড়া চা শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিদেশ থেকে চায়ের আমদানি যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। চা গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে চা উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। চা বাগানের নামে লিজ নেওয়া জমির সঠিক ব্যবহার, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সঠিক মনিটরিং, সহজশর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা, কমমূল্যে সার-কীটনাশক সরবরাহ ও ক্লোনিং চা গাছ রোপণ করলে উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে। চলতি ২০২৩ -২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধেও রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় ফেরেনি। এর ফলে সার্বিকভাবে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির গতি কমেছে।

শুধুমাত্র পোশাক রপ্তানি খাতের ওপর নির্ভরশীল না থেকে রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণের ওপর সবসময় জোর দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করার পর মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে আবারও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে যেসব রপ্তানি পণ্য তৈরি করতে হয় তার বদলে দেশীয় কাঁচামালে প্রস্তুত পণ্য সামগ্রী রপ্তানিতে জোর দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। তার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ও নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ আজ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শক্ত অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে আমাদের অর্থনীতির। তেমন প্রেক্ষাপটে আমাদের চা শিল্পের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ, বিদেশে নতুন নতুন চায়ের বাজার খুঁজে বের করে সেখানে রপ্তানি শুরু এবং পুরনো বাজারগুলোতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে পারলে আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ করে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের ব্যাপারটি গতি পাবে।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

চা সেক্টরে বিনিয়োগের ৫-৭ বছর পর থেকে কাঙ্ক্ষিক্ষত হারে উৎপাদন শুরু হয়। এ কারণে ঋণ প্রদানের বছর থেকেই সুদ আরোপ করা উচিত নয়। এছাড়া চা শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিদেশ থেকে চায়ের আমদানি যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। চা গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে চা উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। চা বাগানের নামে লিজ নেওয়া জমির সঠিক ব্যবহার, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সঠিক মনিটরিং, সহজশর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা, কমমূল্যে সার-কীটনাশক সরবরাহ ও ক্লোনিং চা গাছ রোপণ করলে উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে। চলতি ২০২৩ -২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধেও রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় ফেরেনি। এর ফলে সার্বিকভাবে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির গতি কমেছে।শুধুমাত্র পোশাক রপ্তানি খাতের ওপর নির্ভরশীল না থেকে রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণের ওপর সবসময় জোর দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করার পর মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে আবারও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে যেসব রপ্তানি পণ্য তৈরি করতে হয় তার বদলে দেশীয় কাঁচামালে প্রস্তুত পণ্য সামগ্রী রপ্তানিতে জোর দিতে পরামর্শ দিয়েছেন

রাশিয়ার তেল কিনে যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে রপ্তানি করছে ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তৃতীয় বছরে পদার্পণ করার পরও যে রাশিয়ার অর্থভাণ্ডারে টান পড়েনি তার একটা বড় কারণ ভারত। এতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের আয় বেড়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের রেকর্ড সর্বোচ্চ ৩২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করে রাশিয়া। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন ও নিক্কেই এশিয়ার খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালানোর পর রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নিষেধাজ্ঞা দেয় পশ্চিমা দেশগুলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই রাশিয়ার তেল যাচ্ছে। তবে তা সরাসরি নয়। রাশিয়া থেকে কেনা অপরিশোধিত তেল শোধন করে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করছে ভারত। ফিনল্যান্ডভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্স অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের (সিআরইএ) তথ্য বলছে, যুদ্ধের আগে রাশিয়া থেকে ভারত যে পরিমাণ তেল কিনত, যুদ্ধ শুরুর পর দেশটি থেকে ভারতের তেল কেনা ১৩ গুণ বেড়েছে। গবেষণাপ্রতিষ্ঠানটির বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে ভারত রাশিয়া থেকে যে পরিমাণ তেল কিনে পরিশোধন করেছে, তার বড় ক্রেতা ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে ১৩০ কোটি ডলারের জ্বালানি আমদানি করেছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন যুদ্ধের দুই বছর পূর্ণ হচ্ছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হয়ে ওঠে ভারত। ভারত শুধু গত বছরই রাশিয়ার কাছ থেকে রেকর্ড সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের অপরিশোধিত তেল কিনেছে।

জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে ৫ বাহন নদীতে, নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ চীনের নানশা জেলার গুয়াংজুতে পণ্যবাহী জাহাজের ধাক্কায় একটি সেতু ভেঙে গেছে। এতে একটি গণপরিবাহী বাসসহ পাঁচটি যানবাহন নদীতে ডুবে যায়। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে এই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে দুইজন নিহত ও একজন আহত হয়েছে। তিনজন এখনও নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। খবর বিবিসির। সিসিটিভির ছবিতে দেখা গেছে, সেতুর একটি অংশ ভেঙে গেছে। জাহাজটি এর নিচে আটকে আছে। জাহাজটি পণ্য বহন করছে বলে মনে হয়নি। বেইজিং নিউজ জেলা কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে আটক করা হয়েছে এবং আশেপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সেতুটি পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হলেও তিনবার তা স্থগিত করা হয়েছে। ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ সেতুর কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এরকম সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছিল।

পুতিনকে গালি দিলেন বাইডেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সান ফ্রান্সিসকোতে একটি তহবিল সংগ্রহের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে গালি দিয়েছেন। তিনি স্থানীয় সময় বুধবার ওই অনুষ্ঠানে পুতিনকে ‘ক্রেজি সান অব আ বিচ’ বলে অভিহিত করেছেন। বাইডেন সতর্ক করে বলেন, “সর্বদা পারমাণবিক সংঘাতের হুমকি থাকে এবং মানবতার হুমকি জলবায়ু পরিবর্তনের শঙ্কাও থাকে। পুতিনের মতো কিছু ‘ক্রেজি সান অব আ বিচ’ আছে, যাদের কাছ থেকে সর্বদা পারমাণবিক সংঘাতের হুমকি পাওয়া যায়। পুতিন ও অন্যান্যের মতো নেতাদের কারণে এসব হুমকি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মানবজাতির অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় হুমকি জলবায়ু।

আফগানিস্তানে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে ২ ব্যক্তির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে একটি ফুটবল স্টেডিয়ামে প্রকাশ্যে দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা রয়েছে। তালেবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতোমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন। গজনি প্রদেশের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, এ মৃত্যুদণ্ড ছিল একটি কিসাস শাস্তি (হত্যার বদলে হত্যা)। তবে প্রাথমিকভাবে এ দুই আসামির বা তাদের অপরাধের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবান সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর অনেকের মৃত্যুদণ্ড জনসম্মুখে কার্যকর করলেও ২০২১ সালের আগস্টে ফের তারা ক্ষমতায় এসে মাত্র দু’জনের মৃত্যুদণ্ড প্রকাশ্যে কার্যকর করে। হত্যার অপরাধের জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ড এভাবে কার্যকর করা হয়। তালেবান সরকার শরিয়াহ আইন অনুযায়ী চুরি, ব্যভিচার এবং মদ্যপানসহ অন্যান্য অপরাধের জন্য নিয়মিত প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করে থাকে। তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা গত বছর বিচারকদের কিসাস শাস্তিসহ শরিয়ার সমস্ত দিক সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

জেরুজালেমে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি চেক পয়েন্টের কাছে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। এতে তিনজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। ইসরায়েলের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের প্রধান এলিন বিন জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার হামলায় আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থান মারাত্মক। ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, পশ্চিম তীরের পূর্ব জেরুজালেমের কাছে কেন্দ্রীয় মহাসড়কে ধীর গতির ট্রাফিকের সুযোগ নিয়েছে হামলাকারীরা। একজন মুখপাত্র বিস্তারিত কোনো তথ্য না জানিয়ে বলেছেন, হামলাকারীরা ফিলিস্তিনি। তবে পাল্টা হামলায় দুই বন্দুকধারীও নিহত হয়েছেন। এদিকে গাজা এখন মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান।

অবনতিশীল স্বাস্থ্য ও মানবিক পরিস্থিতিতে গাজা এখন মৃত্যুপুরী : ডব্লিউএইচও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদরোস আধানম গ্যাব্রেয়াসুস বলেছেন, ক্রমেই অবনতি হতে থাকা স্বাস্থ্য ও মানবিক পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকা এখন ‘মৃত্যুপুরী’তে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, গত এক মাস ধরে গাজার খান ইউনিস শহরের আল-আমল হাসপাতাল অবরোধ করে রাখার কারণে সেখানে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। খবর আলজাজিরার। চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ) জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলার কারণে তারা দিশেহারা। আল-মাওয়াসিতে তাদের একটি আশ্রয় শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় তাদের একজন কর্মকর্তার পরিবারের দুই সদস্য নিহত হয়েছে এবং আরও ছয়জন আহত হয়েছে। এমএসএফের পরিচালক মেইনি নিকোলাই এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরায়েল সব কিছু জেনেশুনেই সাহায্যকর্মী ও তাদের স্বজনরা যেসব ভবনে বসবাস করছে, সেগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘জনাকীর্ণ শহুরে এলাকাগুলোতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাতে আমরা হতভম্ব।’ এদিকে, উত্তর গাজায় খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। গত তিন সপ্তাহ থেকে সেখানে গোখাদ্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যচ্ছে না বলে জানিয়েছেন গাজার সরকারি মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল-তাওয়াবতেহ। জাতিসংঘের খাদ্য সহায়তা সংস্থা ডব্লিউএফপি গাজার উত্তর অংশে অভুক্ত মানুষের মাঝে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। এসব এলাকায় ইসরায়েলি হামলার কারণে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় তাদের তৎপরতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এই সিদ্ধান্তের ফলে গাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এবং সংস্থাটির কর্মীদের জীবনের গ্যারান্টি না দিলে সাহায্য কাজ শুরু করা যাবে না বলে মনে করছে ডব্লিউএইচও। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সংস্থা ওসিএইচএ জানিয়েছে, গাজায় বুধবার সাহায্যপণ্য নিয়ে মাত্র চারটি ট্রাক প্রবেশ করতে পেরেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ধর্ষণের অভিযোগ ওঠেছে অস্ট্রেলিয়ার বিশপ ক্রিস্টোফার স্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ধারাবাহিক যৌন অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন তিনি। বলা হয়েছে, তার এসব যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে শিশুরাও। খবর বিবিসির। অভিযুক্ত ৭৪ বছর বয়সী এই বিশপকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্রুমি থেকে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ এবং পোপ ফ্রাঁসিসের নির্দেশের পর সমান্তরালভাবে এ বিষয়ে তদন্ত করা হয়। তবে অভিযোগ ওঠার পর তা অস্বীকার করেছিলেন বিশপ স্যান্ডার্স। এদিন তার জামিন আবেদন করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করার কথা তাকে। এই ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ক্যাথলিক ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তার বিরুদ্ধে দুটি ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। ১৪টি বেআইনি এবং অশালীন কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে স্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে। ধর্মীয় একজন অভিভাবক হয়ে তিনি শিশুদের সঙ্গে যে অশালীন আচরণ করেছেন তার তিনটি অভিযোগ তোলা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ব্রুমি, কুনুনুরা এবং কালুমবুরু আদিবাসী সম্প্রদায়ে এসব ঘটনা ঘটান তিনি। এর আগে প্রয়াত কার্ডিনাল জর্জ পেল’কে এমন অভিযোগে জেল দেয়া হয়। পরে তাকে খালাস দেয়া হয়। তিনি ছাড়াও বিশপ স্যান্ডার্স অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সিনিয়র কার্ডিনাল কর্মকর্তাদের মধ্যে শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক বিশপস কনফারেন্স গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে পুলিশকে তদন্তে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা বলেছে, বিশপ স্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, গভীর হতাশাজনক, বিশেষ করে যারা এসব অভিযোগ করেছেন তাদের জন্য। পার্থের আর্চবিশপ টিমোথি কস্টেলো বলেন, এসব অভিযোগ পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করা উচিত এবং তা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ও যথার্থ। ১৯৭৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রত্যন্ত কিমবারলি অঞ্চলে ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেন বিশপ স্যান্ডার্স। ১৯৯৬ সালে তাকে ব্রুমির বিশপ নিয়োগ করা হয়।

বিনোদন

হলিউডে নাম লেখাচ্ছেন ওবামাকন্যা

বিনোদন ডেস্ক : আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মেয়ে মালিয়া এবার হলিউডে পা রাখতে চলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এবার নির্মাতা হিসেবে হলিউডে নিজের অভিষেক ঘটাতে চলেছেন মালিয়া। যার জন্য নিজের নাম থেকে ওবামা পদবিও ছেঁটে ফেলেছেন তিনি! বারাক ওবামা ও মিশেল ওবামার বড় মেয়ে মালিয়া সম্প্রতি তার বিখ্যাত পারিবারিক পদবি ত্যাগ করেছেন। ২৫ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে হলিউডে অভিষেক করার আগে নিজের নামের পরিবর্তন করলেন। উদীয়মান পরিচালক সানড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভালে তার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দ্য হার্ট ইন ইউটা’-এর প্রিমিয়ারের আগে নতুন নামটি শেয়ার করেন। হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট মালিয়া গত জানুয়ারিতেই তার পদবি ওবামা তুলে নিয়েছেন। সানড্যান্স ইনস্টিটিউটের মিট দি আর্টিস্ট স্পটলাইট ভিডিওতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়ের নাম মালিয়া অ্যান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মালিয়ার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দ্য হার্ট ইন ইউটা’-তে অভিনয় করেছেন টুন্ডে আডেবিম্পে, লাটনিয়া বোরসে, এবং জন ওয়েইগ্যান্ড। হলিউডে অভিষেকের আগে, মালিয়া এইচবিওর ড্রামা সিরিজ ‘গার্লস’ এবং হার্ভে ওয়েনস্টেইনের প্রযোজনা সংস্থায় ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছিলেন। এ ছাড়া মালিয়া ডোনাল্ড গ্লোভারের অ্যামাজন প্রাইম সিরিজ ‘সোয়ার্ম’-এ স্টাফ রাইটার হিসেবেও কাজ করেছেন। এর আগেও বহুবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে শিরোনামে উঠে এসেছেন মালিয়া। হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে আসার পরেও তাকে নিয়ে ছিল চর্চা। তার ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষাজীবন, আগামীতে বাবা-মায়ের পথেই হাঁটবে কি না এমন বহু প্রশ্নই ঘুরপাক খায় তাকে ঘিরে। বছরখানেক আগে মালিয়া হার্ভার্ডে থাকাকালীন একটি ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে তার সহপাঠীকে চুম্বন করছিলেন।

ফের ঢাকায় এসেছেন ঋতুপর্ণা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকায় পৌঁছেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবের সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় আসেন তিনি। তাকে স্বাগত জানান ফ্যাশন ডিজাইনার ও চলচ্চিত্র প্রযোজক পিয়াল হোসাইন।তিনি জানান, সুচিত্রা সেন স্মরণে আগামী ২০-২১ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠেয় চলচ্চিত্র উৎসবের সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়ে আজ শুক্রবার কলকাতা ফিরে যাবেন ঋতুপর্ণা। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবে দুই বাংলার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ উৎসব এবারই প্রথম।

মাহির প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শবনম ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি নিজের সংসার ভাঙনের খবর দিয়েছেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। গত শুক্রবার রাতে এক ভিডিওবার্তায় হাজির হয়ে নিজের বিচ্ছেদের খবর সকলকে জানান অভিনেত্রী। ২০২১ সালে গাজীপুরের ব্যবসায়ী রাকিব সরকারকে বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় ডিভোর্সের পথে হাঁটতে চলেছেন এই দম্পতি।এদিকে মাহির বিচ্ছেদের খবরে ভক্তমহলেও চলছে বেশ আলোচনা-সমালোচনা। কেউ অভিনেত্রীকে কটাক্ষ করে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, আবার কেউ সহমর্মিতা জানিয়ে পাশে থেকেছেন। ডিভোর্সের এমন এক পরিস্থিতিতে তাকে শক্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। মাহিয়া মাহির বিচ্ছেদের খবরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানাভাবে ট্রলে মেতে উঠেছেন নেটিজেনেরা। বিষয়টি নিয়েই অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া গত মঙ্গলবার বিকেলে ফেসবুকে এক দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, কেউ ইচ্ছে করে কারো সংসার ভাঙে না। এমন এক পরিস্থিতিতে কাউকে কষ্ট দিয়ে কিছু বলাও উচিত নয়। ফারিয়া তার স্ট্যাটাসে লিখেছেন, পর্দার সামনে কিংবা যে কোন পেশায় কাজ করলেও সবার একটা ব্যক্তিগত জীবন থাকে, সেখানে অনেক উঠা নামা থাকে! একটা মানুষ কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে কারো সাথে সংসার শুরু করে জানেন? যখন কোনো কারণে সংসার করা সম্ভব হয় না সেটা কত কষ্টের জানেন? অভিনেত্রী লেখেন, বিশ্বাস করেন, সবার পরিবার থাকে। পর্দার সামনে যারা কাজ করে তারা কেউ সমাজ বা পরিবারের বাইরের না। ধরেন, কোন কারণে আপনার বোনের সংসার টিকলো না, আশেপাশের মানুষ না জেনে তাকে আজেবাজে কথা বলছে, আপনার মায়ের কিংবা আপনার কেমন লাগবে? বিশ্বাস করেন, সবার মা ভাই-বোনদেরও সেইম লাগে। ফারিয়ার ভাষায়, একটা মানুষ তার কষ্টের কথা বলছে, আপনার হাতে একটা ফোন আছে তাই আপনি যা ইচ্ছে বলে দিলেন, এটা খুব খুব খারাপ একটা প্র্যাকটিস। শুধু শুধু কাউকে কষ্ট দেয়া একটা অপরাধের সমান। এইসব আর করবেন না। প্লিজ, কারো কষ্ট কমাতে না পারলে কষ্ট বাড়ানোর কাজে ভূমিকা রাখবেন না। সবশেষ শবনম ফারিয়া উল্লেখ করেন, বিশ্বাস করেন, কেউ ইচ্ছে করে কারো সংসার ভাঙে না। যে যেই পেশাই থাকে সবাই স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে চায়। ২০২১ সালে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান সরকার রকিবকে বিয়ে করেন মাহিয়া মাহি। এটি মাহি ও রকিবের দ্বিতীয় বিয়ে ছিল।

মধ্যরাতে মাহিয়া মাহির রহস্যময় স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই চলচ্চিত্রের বর্তমান সময়ের আলোচিত নায়িকা মাহিয়া মাহি। সময়টা তার ভালো যাচ্ছে না। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতি ও সংসার জীবনে নেমেছে ঘন কালো মেঘ। অভিনেত্রী তার দ্বিতীয় স্বামী রাকিব সরকারের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে তারা আলাদা থাকছেন। জীবনের এই খারাপ সময়ে একাকিত্ব গ্রাস করেছে মাহিকে। গত বুধবার দিবাগত রাত ৩টায় নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন ‘একা একা লাগে’ ।এর আগে ভিডিও বার্তায় মাহি জানিয়েছিলেন, আসলে কী কারণে একটি ছাদের নিচে দুইটি মানুষ কেন ভালো নেই, সেটি তৃতীয় পক্ষ কেউ বলতে পারবে না সেই দুইজন মানুষ ছাড়া। আর তাই সব কিছু মিলিয়েই দুজন দুজনের প্রতি সম্মান রেখেই আলাদা হচ্ছেন তারা। এ দিন ছেলে ফারিশকে নিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার ছেলেকে নিয়েও আপনারা অনেকে খারাপ কমেন্টস করেন, সেগুলো দেখে মা হিসেবে আমার বুকটা ফেটে যায়। কোনো বাচ্চাকে নিয়ে এমন খারাপ কমেন্টস করবেন না, সে যেমনি হোক না কেনো দেখতে।’ আগের মতো এখন চলচ্চিত্রে নিয়মিত নন মাহি। রাজনীতিতেও নিজের শক্ত অবস্থান গড়তে পারলেন না। একদিকে দ্বিতীয় সংসারও ভাঙল, অন্যদিকে অভিনেত্রীর ছেলের গায়ের রং নিয়েও রয়েছে নানান সমালোচনা। সব মিলিয়ে বলা যায়, বিষণ্নতায় ভুগছেন মাহি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান সরকার রকিবকে বিয়ে করেন মাহিয়া মাহি। এটি মাহি ও রকিবের দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। এর আগেও ২০১৬ সালের ২৪ মে সিলেটের ব্যবসায়ী পারভেজ মাহমুদ অপুকে বিয়ে করেছিলেন মাহি। এর কয়েক বছর পরেই ২০২০ সালে মে মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে পারভেজ মাহমুদ অপুর সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা জানান মাহি।

চার হাত এক হল রাকুল-জ্যাকির

বিনোদন ডেস্ক : বহু বছর ধরে প্রেম ও ডেটিংয়ের পর আজ বিয়ে সেরেছেন বলিউড অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং ও অভিনেতা-প্রযোজক জ্যাকি ভাগনানি। আজ বিকেলে ভারতের গোয়ায় পাঞ্জাবি রীতি মেনে বিয়ে সারেন তাঁরা। বিয়েতে দুই পরিবারের সদস্যদের বাইরে দেখা গেছে একাধিক বলিউড তারকাকে। দক্ষিণ গোয়ার আইটিসি হোটেলে বসে তাঁদের বিয়ের আসর। পরিবার, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুদের বাইরে উপস্থিত ছিলেন শিল্পা শেঠি, অক্ষয় কুমার, টাইগার শ্রুফ, বরুণ ধাওয়ান, অনন্যা পাণ্ডে, আদিত্য রায় কাপুর, আয়ুষ্মান খুরানা, অর্জুন খুরানা, ডেভিড ধাওয়ান প্রমুখ। গত সোমবার থেকে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। গত সোমবার হলুদ ও মঙ্গলবার সংগীত অনুষ্ঠান হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের অক্টোবরে রাকুল প্রীতের জন্মদিনে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে প্রেমের বিষয়টি জানান প্রেমিক জ্যাকি ভগনানি। এর পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেখা গেছে দুজনকে।

পলি নেট হাউজ এনে দিয়েছে ফজলুল হকের সফলতা

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে পলি নেট হাউজ কৃষক ফজলুল হককে এনে দিয়েছে ব্যাপক সফলতা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায়-২০২২ সালে উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের পশ্চিম বাকাকুড়া গ্রামে কৃষক মো. ফজলুল হকের নিজস্ব ১০ শতাংশ জমির ওপর গড়ে তুলেন পলি নেট হাউস। এটি বাস্তবায়ন করে ঝিনাইগাতী কৃষি বিভাগ। স্থানীয় কৃষক মো. মতিউর রহমান (৩৮), আবদুল কাদের (৩৫), শামীম মিয়া (৩৮), দেলোয়ার হোসেন (৩৮), লিটন মিয়া (৩৮), সাব্বির আহমেদ (৩০) ও শামীম মিয়া (৫০) জানান, সার ও বিষমুক্ত চারা নিজস্ব কোকোপিট দ্বারা উৎপাদন করায় সবার কাছে এর চাহিদা বাড়ছে বহুগুণ। প্রতিদিন তার পলি নেট হাউজ থেকে উন্নত জাতের দেশি ও হাইব্রিড এসব চারা বিক্রি করা হচ্ছে। কৃষক মো. ফজলুল হক জানান, এই পলি নেট হাউজে শীত ও গ্রীষ্মকালীনসহ সব ধরনের সবজি, ফুল ও ফলের চারা, উৎপাদন করে বিক্রির উপযোগী করে রাখা হয়। পলি নেট হাউজে রয়েছে উন্নত জাতের পার্পল কিং বেগুন, ময়ুর পংখী বেগুন, প্রীতম বেগুন ছাড়াও অন্যান্য বেগুন চারা। এছাড়াও আকাশি মরিচ, বিজলী প্লাস, ১৭শ এক, অগ্নিবীণা, কালমরিচ, হাইব্রিড জাতের বাবু পেঁপে, টপলেডি পেঁপে, গ্রিন লেডি পেঁপে, বিক্রম ও দেশি পেঁপে। আরও রয়েছে, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, বারোমাসি সজিনা, তরমুজ, বিউটিফুল-২ ও ব্লাক বিউটি টমেটো। থাই পেয়ারা, এলোভ্যাড়া, সূর্যমুখী ফুল, ইনকাগাদা ফুল, চায়না গাদা, কেলোন্ডোলা, স্টার, ডেন্টাজ, জারভেড়া, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, লিংকন গোলাপ, দেশী গোলাপ ও মিনি টগরসহ নানা ফুল ও ফল গাছের চারা। এখানে ফলের মধ্য মিয়াজাকি, আমেরিকান কিং, কাটিমন বারোমাসি, বারী ফোর, হিম সাগর, গৌরমতিসহ ১১ প্রকার উন্নত জাতের আম, ভিয়েতনাম ও বারী-১ জাতের মাল্টা। রঙিন জাম্বুরা, বল সুন্দরী বরই, জলপাই, কাঠাল, লিচু, পেয়ারা, বারী-১ জাতের লটকন, সিডলেস লেবু, স্টোবেরী, মরুভূমির ফল সাম্মাম, তীন ফল, জায়তুন ফল, ডোরিয়ান, রামভুটান, এবোকাঠ, সুপারী, নারকেলসহ সকল ধরনের ফলের চারা পাওয়া যাচ্ছে এখানে। পলি নেট হাউজ সম্পন্ন প্লাস্টিকের ছাউনি থাকায় বৃষ্টি বা কুয়াশা সরাসরি ঢুকতে পারে না। ফলে সঠিক সময়ে চারাগুলো উৎপাদিত হচ্ছে। তাপ নিয়ন্ত্রণ আর পানির অপচয় ঠেকাতে এর ভেতরে চারপাশে স্থাপন করা হয়েছে পানির ফকার। পলি নেট হাউজের পাশাপাশি, ২০২৩ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগিতা ও পিদিম ফাউন্ডেশন বাস্তবায়নের উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ প্রকল্প এর আওতায় তিনি গড়ে তোলেন ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন কেন্দ্র। প্রত্যেক মাস এ ভার্মি কম্পোস্ট থেকে ৩০-৪০ মণ সার উৎপাদন করা হয়। যা বাজার মূল্য ১৮ থেকে ২৪ হাজার টাকা। তবে নিজের কৃষিকাজে ব্যবহার করেও মাসে ১০-১৫ হাজার টাকার ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রি করা হয়। শীতকালীন নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি গত এই ৩ মাসে পলি নেট হাউজ, নার্সারি ও ভার্মি কম্পোস্ট থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকার ফুল,ফল ও সবজি চারা বিক্রি হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন দিলদার জানান, পলিনেট হাউজ আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য কৃষি প্রযুক্তি। উন্নতমানের পলিথিন দ্বারা আবৃত চাষযোগ্য কৃষি ঘর। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি নিয়ন্ত্রণ, অত্যাধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিকর পোকার প্রবেশ রুখে দিয়ে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের এক আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে বছরব্যাপী উচ্চমূল্যের ফসল ফলানো যায়। এ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগেও নিরাপদ ও অক্ষত রাখা যায়। পলিনেট হাউজে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকায় ফল-ফসল ও সবজি চারা আগাম উৎপাদন করা সম্ভব।

শর্ষে জমি থেকে তুলে নিয়ে এক পাশে জড়ো করছেন কৃষক জয়নাল আবদিন। এরপর চলবে মাড়াই। বিবির বাজার এলাকা, কুমিল্লা

শ্রীমঙ্গলের পল হ্যারিস রোটারী স্কুলে পিঠা উৎসব

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব। বৃহস্পতিবার দিনব্যাপি শ্রীমঙ্গলের পল হ্যারিস রোটারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এই পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্কুলের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক বিশেষ করে মায়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আবহমান বাংলার এক চিরায়ত সংস্কৃতি পিঠা-পুলির উৎসব। বাংলার ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন এই উৎসবের ধারাকে অব্যাহত রাখতে মঙ্গলবার স্কুল কর্তৃপক্ষ আয়োজন করে পিঠা উৎসব। পিঠা উৎসবে নানান রকম পিঠার সমাহারে সজ্জিত ছিল স্টলগুলো। ওই উৎসবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পিঠা উৎসবে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের ঢল নেমেছিল এ উৎসবে। বিভিন্ন স্টলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্টলগুলোতে পিঠা বিক্রির ধুম ছিল লক্ষ্যনীয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আমন্ত্রিত অতিথিদের পদভারে উৎসব স্থল ছিল উৎসবের আমেজে মুখরিত। আর অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছিল সেলফি তোলার ধুম। বেলুন, ফ্যাস্টুন দিয়ে সাজানো স্কুল প্রাঙ্গন ছিল উৎসবের আমেজ। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠা-পায়েস তৈরির ধুম শীতকালেই বেশি পড়ে। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর বা সন্ধ্যায় গাঁয়ের বধূরা চুলার পাশে বসে ব্যস্ত সময় কাটায় পিঠা তৈরিতে। অতিথি বিশেষ করে জামাই ও আত্নীয়-স্বজনদের এ সময় দাওয়াত করে পিঠা খাওয়ানো হয়। এ সময় খেজুরের রস থেকে গুড়, পায়েস এবং নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি হয়। বাঙালির লোকজ ইতিহাস-ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। পিঠা-পায়েস সাধারণত শীতকালের খাবার হিসাবে অত্যন্ত পরিচিত এবং মুখরোচক খাদ্য হিসাবে বাঙালি সমাজে আদৃত। আত্নীয়স্বজন ও পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তুলতে পিঠা-পুলির উৎসব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠা-পায়েস তৈরির ধুম শীতকালেই বেশি পড়ে। সবচেয়ে জনপ্রিয় পিঠা হচ্ছে ভাপা পিঠা। এছাড়াও আছে চিতই পিঠা, দুধচিতই, পাটিসাপটা, নকশি পিঠা, মালাই পিঠা, পাকন পিঠা, ঝাল পিঠা ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক ধরনের পিঠার প্রচলন রয়েছে। শীতকালে শুধু গ্রামবাংলায়ই নয়, শহর এলাকায়ও পিঠা খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। ইদানীং শহরেও পাওয়া যায় শীতের পিঠার স্বাদ।

সূর্যমূখী চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন পীরগঞ্জের কৃষককুল

রংপুর প্রতিনিধি : সূর্যমুখী ফসল চাষের পর ওই ফসল ঘরে উঠতে অল্পকিছুদিন বাকী। তবে ফসলে ফুল দেখে সূর্যমুখীর হাসির মতো কৃষকের মূখে হাসি মিলেছে। সয়াবিনের বিকল্প উৎসের সন্ধ্যান হিসেবে এবং অল্প সময়ে লাভজনক ফসল হিসেবে ইতোমধ্যে পীরগঞ্জ উপজেলার কৃষকদের মাঝে সুর্যমূখী চাষের আগ্রহ বেড়েছে। ৯০-১১০দিনের মধ্যে উত্তোলন, বাজারে উচ্চ মুল্যের লাভজনক ফসল হওয়ায় জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার কৃষকরা ২০২০ সালে সুর্যমুখী ফসল চাষে উৎসাহিত হয়েছিল। ইংরেজিতে ঝঁহভষড়বিৎ, উদ্ভিদতাত্ত্বিক মতে ঐবষষরধহঃযঁং ধহহঁং হিসেবে পরিচিত সূর্যমুখী ফসল। এতে উন্নতমানের তৈল থাকে ও বীজে লিনোলিক অ্যাসিড বিদ্যমান। হৃদরোগীদের জন্য সূর্যমুখীর তৈল খুবই উপকারী। এছাড়াও সূর্যমুখীর খৈল গরু ও মহিষের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজ ছাড়ানোর পর মাথাগুলো গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গাছ ও পুষ্পস্তবক জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পীরগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবীদ সাদেকুজ্জামান সরকার জানান, কৃষি বান্ধব সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচি ও কৃষক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে চলমান মওসুমে পীরগঞ্জের ১৫টি ইউনিয়নে প্রায় ১'শএকর জমিতে ২'শ ৫০ জন কৃষক সূর্যমুখী ফসলের চাষ করেছে। ২০২০ সালের আগে এই উপজেলায় সূর্যমুখী ফসলের চাষ হয়নি। এ ধরণের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার মাধ্যমে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্যতেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে অন্যদিকে কৃষিকে একটি লাভজনক পেশায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আমরা প্রতিনিয়ত সম্পৃক্ত-অসম্পৃক্ত তেল ভোজ্য হিসেবে ব্যবহার করছি। অথচ সূর্যমূখীর তেলে কোস্টেরোল মাত্রা নেই, স্বাস্থ্যের জন্য ভাল, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পন্ন তেল ব্যবহারে সুর্যমুখী উৎপাদন ও বাজারজাত করা দরকার। উপজেলা সদর ইউনিয়নের মকিমপুরের রানা মিয়া, আবদুল খালেক,কিশোরগাড়ীর শাহিনুর রহমান, বড়দরগাহ ইউনিয়নের শাহাপাড়া হাজিপুরের আবদুল ওয়াহেদ, শফিকুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম,আব্দুর রাজ্জাক জানান।

পোরশায় ই' শ্রমিক আন্দালনের কোরআন খতম ও দোয়া অনুষ্ঠিত

নওগাঁ প্রতিনিধি : মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতীক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নওগাঁর পোরশায় ইসলামি শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের উদ্যেগে কোরআন খতম ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকালে স্থানীয় সরাইগাছি মোড়ে ওই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এত সভাপতিত্ব করেন ইসলামি শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ পোরশা শাখা সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। দোয়া পরিচালনা করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণের জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ যুগ্ম সাধার ন সম্পাদক মাওঃ মুফতী ফেরদাউস আল আজাদ।

সেনবাগে স্ত্রী, মেয়ে ও শাশুড়ীকে হত্যার চেষ্ঠার প্রধান অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার অজুনতলা ইউপির ইদিলপুর গ্রামে ঘরে ঢুকে সাবেক স্বামী কর্তৃক স্ত্রী, কন্যা ও শাশুড়িকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টার মামলার প্রধান অভিযুক্ত আমির হোসনে (৫০)কে গ্রেপ্তার করেছ সেনবাগ থানা পুলিশ। বুধবার বিকেলে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোঃ ওমর ফারুক মিয়া ও এএসআই মোঃ আশরাফুল ইসলাম দিপুর নেতৃত্বে সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানাধীন চাক্তাই এলাকার হোটেল আল-সিরাজের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় আসামীর দেওয়ার তথ্যের ভিত্তিতে ওই হোটেলের ২য় তলায় রক্ষিত অসামীর ব্যবহৃত ব্যাগের ভিতর তল্লাশী করে কাপড় মোড়ানো হামলায় ব্যবহৃত ধারালো দা ও ছুরি উদ্ধার করা হয়। এরপর রাতেই তাকে সেনবাগ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেপ্তারকৃত আসামি আমির হোসনকে নোয়াখালী বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হয়। এরআগে ওই মামলার ২নং আসামি ভিকটিমের ভাসুর বেলালকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করে সেনবাগ থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার আমির হোসেন (৫০) ও বেলাল (৫৫) পাশ্ববর্তী সোনাইমুড়ী উপজেলার অম্বরনগর গ্রামের এতিম আলী জমাদার বাড়ির সফি উল্লাহ ছেলে। ওই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার অর্জুনতলা ইউনিয়নের ২নম্বর ওয়ার্ডের ইদিলপুর গ্রামের ফাতেমার নতুন বাড়িতে ঘটনায় গুরুত্বর আহত দজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

কাজীরবাজার এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পাইকারি সুপারি দোকান। দোকানের পাশে রোদে সুপারি শুকাতে দিয়ে সেখানে বসেই শুকনা সুপারি কেটে ছোট করছেন বিক্রির জন্য। কাজীরবাজার এলাকা, সিলেট

সৈয়দপুরে রাস্তা ড্রেন সংস্কারের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে বেহাল রাস্তা সংস্কার ও বন্ধ ড্রেন নির্মাণের দাবিতে এলাকাবাসী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। বৃহস্পতিবার ঘন্টাব্যাপী ওই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় গোয়াল পাড়া সবজী বাজার সংলগ্ন স্থানে। মানববন্ধন চলাকালীন সময়ে বক্তব্য বলেন, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা খালিদ খান, সনু হোসেন, আসিফ ইকবাল, মোঃ কামাল আহমেদ আবদুল মোমিন ও ফারহানসহ অনেকে। বক্তারা বলেন তাদের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা দুর্বল। দীর্ঘদিন তাদের ওয়ার্ডের রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার না করায় বর্তমানে তা ভেঙ্গে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে দুর্ভোগের শেষ নেই। একটু বৃষ্টি হলে রাস্তায় পানি জমে পরিনত হয় ডোবায়। এদিকে মহল্লার ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা। ড্রেন পরিস্কার ও সংস্কার না করায় পানি নিস্কাশন পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ড্রেনের দুর্গন্ধময় পানি জমে কারো কারো ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছে। ড্রেনের বদ্ধ পানির ওপর জন্ম নিয়েছে ছোট ছোট পোকা। ড্রেনের পানি রাস্তায় জমা হয়ে সৃষ্ঠি করছে জলাবদ্ধতা। এলাকার বাসিন্দা খালিদ ইকবাল বলেন, বর্তমানে গোয়াল পাড়া, পুরাতন মুন্সিপাড়া, হাওয়ালদার পাড়াসহ বেশ কয়েকটি মহল্লার রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই খারাপ।

সীমান্তে হত্যা ও আগ্রাসন বন্ধের দাবী হানিফ বাংলাদেশীর

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে শুরু হওয়া সীমান্ত হত্যা ও আগ্রাসন বন্ধের দাবীতে হানিফ বাংলাদেশী নামে একটি সংগঠন লালমনিরহাটে অবস্থান কর্মসূচি ও মিছিল করেছে। প্রতীকী এই কর্মসূচি প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার প্রাণকেন্দ্র মিশনমোড় গোল চত্বরে বাংলাদেশ গণশক্তি পার্টির হানিফ বাংলাদেশীর নেতৃতে এ প্রতীকী লাশ নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। লাশ নিয়ে প্রতীকী এই কর্মসূচি চলাকালে গণশক্তি পার্টির আহ্বায়ক হানিফ বাংলাদেশী তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দুদেশ ভারত ও মিয়ানমার কিন্তু এই দেশ দুটি সব সময় বাংলাদেশের উপর আগ্রাসন ও সীমান্তে প্রতিনিয়ত হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সীমান্তে নিরিহ মানুষকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে। কিছুদিন আগে যশোর সীমান্তে বাংলাদেশের একজন বিজিবি সদস্যকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করেছে। এদিকে গত ৪ মাসে ভারত সীমান্তে ২১ জন বাংলাদেশী বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা গুলোর হিসেবে ২০১০ সাল থেকে প্রায় ১২৭৬ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ হত্যা করেছে ও ১১৮৩ জন আহত হয়েছে। আরেক প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার তাদের ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে অত্যাচার করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের আভান্তরিন যুদ্ধে মটারসেলে দুজন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লাশ নিয়ে প্রতীকী কর্মসূচি পালনে উদ্দেশ্য সীমান্ত আগ্রাসন ও হত্যা বন্ধে রাস্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে ২০২০ সাল হতে প্রতীকী লাশ কাঁধে নিয়ে ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম জেলায় পদযাত্রা করেছি।

সরাইলে পুলিশের উপস্থিতিতেই জুয়ার মহোৎসব!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পুলিশের উপস্থিতিতেই রাতভর চলছে জুয়ার মহোৎসব। রহস্য করে কেউ কেউ বলছেন পুলিশ প্রহরা বললেও ভুল হবে না। জুয়ার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করেছেন ২-৩ জন জনপ্রতিনিধি ও তাদের স্বজন। উপজেলার পল্লী এলাকা শাহজাদাপুর ইউনিয়নের নিয়ামতপুর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি উৎসবে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মেতেছিল জুয়ার উৎসব। স্থানীয়রা বলছেন টাকা লেনদেন করে উৎসবস্থল থেকে ১৫-২০ গজ দূরেই চলছে জুয়া। আর পুলিশ বলছেন ইউপি সদস্য আজহার মিয়ার ভাই কালা মিয়া জুয়া খেলিয়েছে। জগদীশ ও ইউপি মেম্বারকে সাথে নিয়ে জুয়ারিদের আমরা তাড়িয়েছি। এর আগে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করেও ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি দেওড়ায় এক ওরসে জুয়ার মহোৎসব ঠেকাতে পারেননি মুতুওয়াল্লি। সরজমিনে প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা জানায়, শাহজাদাপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড নিয়ামপুর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবের দ্বিতীয় দিন গত মঙ্গলবার রাত ৯টার পর উৎসবস্থলের ১৫-২০ গজ দূরেই শুরু হয় জুয়া। এ সময় ওই ইউনিয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত (বিট অফিসার) এস আই জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ সেখানে অবস্থান করছিলেন। শাহজাদাপুর, শাহবাজপুর ও দেওড়ার কয়েকজন মিলে জুয়া পরিচালনা করছিলেন। তাদেরকে শেল্টার দিচ্ছিলেন ২-৩ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও তাদের স্বজন।

সীমান্ত হত্যা বন্ধের দাবীতে নাগেশ্বরীতে মানববন্ধন

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : সীমান্তে হত্যা ও আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে প্রতিকী লাশ নিয়ে নাগেশ্বরীতে প্রতিবাদ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ গণশক্তি পার্টির আহ্বায়ক হানিফ বাংলাদেশির নেতৃত্বে কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী সড়কের নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আগেরদিন হানিফ বাংলাদেশি ভূরুঙ্গামারীতে এই কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় হানিফ বাংলাদেশিসহ আরও বক্তব্য রাখেন নাগেশ্বরী পৌর যুব সংগঠনের সভাপতি মোঃ সাদিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ যুব শক্তি কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি নুরনবী মিয়া প্রমুখ। জানা গেছে এর আগে হানিফ বাংলাদেশি 'প্রতিকী লাশের মিছিল' নিয়ে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা অতিক্রম করেন। কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে এ কর্মসূচি শুরু করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত আছে এমন সব জেলা ও উপজেলা প্রদক্ষিণ করে এভাবে প্রতিবাদ জানাবেন তিনি। কর্মসূচিটি যশোরের বেনাপোল উপজেলায় গিয়ে শেষ হবে বলে জানান হানিফ বাংলাদেশি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দুটি দেশ ভারত ও মিয়ানমার সব সময় বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

নোয়াখালীতে শিশুর খতনায় ভুল, অতিরিক্ত রক্তপাত

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুর খতনায় ভুলে লিঙ্গের সামনের অংশে বাড়তি কাটায় অতিরিক্ত রক্তপাত ঘটনায় অভিযুক্ত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার বিজয় কুমার দে'কে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। একই সাথে শিক্ষানবিশ উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার সৌরভ ভৌমিকের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা.মো: যোবায়েরকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর সদস্য হলেন মেডিকেল অফিসার ডা.শাহাদাত হোসেন। কমিটিকে আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সিভিল সার্জন ডা. মাসুম ইফতেখার এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাটি জানার পর স্বাস্থ্য বিভাগের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক ডা.মো.মহিউদ্দিন এবং তিনি নিজে (সিভিল সার্জন) গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশুটিকে দেখতে যান। এ সময় তারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন শিশুটি ও তার বাবা সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে অভিযোগর প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ওইদিন দায়িত্বরত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার বিজয় কুমার দে'কে তাৎক্ষণিক সেন্টমার্টিন দ্বীপে স্বাস্থকেন্দ্রে শাস্তিমূলক বদলি আদেশ দেওয়া হয়েছে।

নাগেশ্বরীতে মাইক্রো-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ৯ জন আহত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে মাইক্রো ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু ও নারীসহ ৯জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে শিশু, নারী ও বৃদ্ধসহ ৪ জনের অবস্থা আসঙ্কাজনক। এদেরকে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী সড়কের নাগেশ্বরী পৌরসভার বাঁশেরতল বাজার সংলগ্ন এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বেলা ১২টার দিকে কুড়িগ্রাম থেকে ভূরুঙ্গামারীগামী একটি দ্রুতগামী মাইক্রোবাসের সাথে ভূরুঙ্গামারী থেকে কুড়িগ্রামগামী অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ৯ জন আহত হলে তাদেরকে নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয়রা। পরে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক। এদের মধ্যে একজন শিশু, নারী, বৃদ্ধসহ ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রেরণ করেন। অন্যান্যের নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের শালমারা এলাকার আবদুল আউয়ালের স্ত্রী ফাতেমা বেগম (৫০), গোলাম মওলার ছেলে ফুয়াজ (০৩), রায়গঞ্জ ইউনিয়নের তরঙ্গেরকুটি এলাকার বেলাল হোসেনের স্ত্রী রাশেদা বেগম (৩৫), বড়বাড়ী এলাকার গুলজার আলীর ছেলে রিপন মিয়া (১৭), মিনাবাজার এলাকার দেলবর আলীর ছেলে আলতাফ হোসেন (৩০), রামখানা ইউনিয়নের সিংরিয়ারপাড় এলাকার অজো ব্যাপারীর ছেলে শফিকুল ইসলাম (৬০), পৌরসভার বলদিটারী এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে মোশারফ হোসেন (৭০) এবং ভূরুঙ্গামারী উপজেলার আন্ধারীঝার এলাকার মোশারফ হোসেনের ছেলে শাকিল মিয়া (২০)।

খেতে রোপণের জন্য বীজতলা থেকে বোরো ধানের চারা তুলছেন দুই কৃষক। বাইতুল আমান এলাকা, আলিয়াবাদ, ফরিদপুর

যুক্তরাষ্ট্রে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ দলের ম্যাচ অনুশীলনের কোনো ঘাটতির সুযোগ রাখছে না বিসিবি। শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ তো চূড়ান্ত হয়েই আছে।

এ ছাড়া বিশ্বকাপের ঠিক আগে টুর্নামেন্টের সহ-স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেখানে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ, জানালেন বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউনুস। আগামী জুনে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে যৌথভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্টে। 'ডি' গ্রুপে বাংলাদেশের চার ম্যাচের প্রথম দুটি হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাংলাদেশ নিয়মিতই খেলে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে খেলার অভিজ্ঞতা বলতে আছে ২০১৮ সালে ফ্লোরিডায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ। কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই তাই একটু আগেভাগে সেখানে গিয়ে সিরিজ খেলার ভাবনা ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের।

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপ চলার সময় দলের ব্যর্থতার একটি কারণ হিসেবে প্রস্তুতির ঘাটতি কথা বলেছিলেন তখনকার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। প্রধান কোচ চান্দিকা হাথুরুসিংহে নতুন মেয়াদে কাজ শুরু করেন বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র ৮ মাস আগে। প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি ছিল বলে অবশ্য মনে করেন না জালাল ইউনুস। কোচের বদলকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি মনে করেন না। ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জানালেন, প্রস্তুতির ঘাটতি তারা এবারও রাখবেন না। "প্রস্তুতির ঘাটতি গতবারও ছিল না।

কোচ না থাকলেও ধারাবাহিকতা তো ছিল। আমাদের প্রস্তুতির ধারাবাহিকতা ছিল। কোচ না থাকলে কী হবে! প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল না। আমরা খারাপ করেছি মানে এই নয় যে কোচ কম সময় পেয়েছে বলেই পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছে। এটা কারণ নয়।" "সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমরা যেভাবে যাচ্ছি, সামনে আমরা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলব।

এখন তো বিপিএল চলছে। এরপর আমরা পরিকল্পনা করছি, যুক্তরাষ্ট্র দলের সঙ্গে আমরা সেখানে ৩টি ম্যাচের সিরিজ খেলব। এটাও আমাদের অনুশীলন ও প্রস্তুতির মধ্যেই পড়ে।"

বিপিএল শেষ হওয়ার পর দুই দিন পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এরপর লঙ্কানদের সঙ্গে ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ শেষে আগামী মাসের শেষ দিকে হবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫ ম্যাচর টি-টোয়েন্টি সিরিজ, যেটি শেষ হবে মে মাসের শুরুতে। এরপর মে মাসের শেষ দিকে হতে পারে যুক্তরাষ্টের বিপক্ষে ওই সিরিজ। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটি খেলবে ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৬ বছর আগে।

তবে ক্রিকেটের জন্য নতুন করে সংস্কারের পর গত বছর মেজর লিগ ক্রিকেটের খেলা হয়েছে এখানে। দ্বিতীয় ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের জন্য এই মাঠের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে সম্প্রতি।

গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের পরের দুই ম্যাচ সেন্ট ভিনসেন্টে নেদারল্যান্ডস ও নেপালের বিপক্ষে। আগামী মাসের শ্রীলঙ্কা সিরিজে সাকিব আল হাসানের না থাকার ব্যাপারটিও নিশ্চিত করে দিয়েছেন জালাল ইউনুস।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের দলে তিনি ছিলেন না আগে থেকেই। ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন, টেস্ট সিরিজ থেকেও বিরতি নিয়েছেন সাকিব।

বাবর ও ম্যানেজমেন্টের কড়া সমালোচনায় হাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক : টিম ডিরেক্টরের চাকরি হারানোর পর পাকিস্তান দলের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ। তার দাবি, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে ফিটনেসকে তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হতো না। সাবেক এই অলরাউন্ডারের মতে, ফিটনেসকে উপেক্ষা করলে সাফল্য পাওয়া খুব কঠিন। ভারত বিশ্বকাপের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে আসে বেশ কিছু পরিবর্তন। অধিনায়কের দায়িত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। গত নভেম্বরে টিম ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় হাফিজকে। একই সঙ্গে তাকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ড সফরে প্রধান কোচের দায়িত্বও দেওয়া হয়। শান মাসুদের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশড হয় পাকিস্তান। আর শাহিন শাহ আফ্রিদির অধিনায়কত্বে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে কেবল একটি জিততে পারে তারা। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ঠিক তিন মাস পর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় হাফিজকে। পরদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ 'পাকিস্তান ক্রিকেটের বাজে পারফরম্যান্সের জন্য সব ক্রিকেটীয় এবং অন্যান্য অপেশাদার অ-ক্রিকেটীয় কারণ তুলে ধরার' কথা লেখেন হাফিজ। পাকিস্তানের একটি টিভি শো 'দা প্যাভিলিয়ন'-এ হাফিজ তুলে ধরেন চাঞ্চল্যকর তথ্য। যেখানে তিনি সাবেক অধিনায়ক বাবরসহ, সাবেক টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থার ও সাবেক প্রধান কোচ গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্নকে কাঠগড়ায় তোলেন। "অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পর আমি সব ক্রিকেটারকে তাদের ফিটনেসের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলাম। ট্রেনারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, খেলোয়াড়দের এখনকার ফিটনেসের অবস্থা কী? চমকপ্রদ এক উত্তর দেন তিনি। বলেন, 'ছয় মাস আগে টিম ডিরেক্টর, প্রধান কোচ ও অধিনায়ক আমাকে বলেছিলেন, এই মুহূর্তে ফিটনেস অগ্রাধিকার নয়।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও নেই সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী ১ মার্চ পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। এই সফরে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে ছাড়া দুটি টেস্টও খেলবে তারা। ইতোমধ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও দুটি ওয়ানডের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই দলে রাখা হয়নি সাকিব আল হাসানকে। ধারণা করা হচ্ছিল, অন্তত টেস্ট সিরিজে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারকে দেখা যাবে। কিন্তু ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, পুরো সিরিজের জন্যই সাকিবকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপেই ইনজুরির কারণে ছিটকে যান সাকিব। এরপর ঘরে ও ঘরের বাইরে বেশ কিছু সিরিজ খেললেও ফেরা হয়নি বাঁহাতি অলরাউন্ডারের। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস বলেছেন, 'সাকিবের ফর্মে ফিরে আসাটা....সে ফর্মেই ছিল তবে তার চোখে একটা সমস্যা ছিল যার জন্য একটা সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু সেটা সাময়িক, আশা করি ফিরবে। যেহেতু এখানে ব্রেক নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য।' তারপরই জালাল ইউনুসকে প্রশ্ন করা হয় টেস্ট সিরিজে সাকিবকে রাখা হবে কিনা। উত্তরে বিসিবির এই পরিচালক বলেছেন, 'না ও তো শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকেই ব্রেক নিয়েছে।' এদিকে পেস বোলিং কোচসহ বেশ কিছু নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছে বিসিবি।

শাস্তির মুখে আলভেস

স্পোর্টস ডেস্ক : লম্বা সময় ধরে জেলে থাকা দানি আলভেসের শাস্তি ঘোষণা করেছে কাতালুনিয়ার শীর্ষ আদালত। ২০২২ সালে বার্সেলোনার একটি নাইট ক্লাবে একজন নারীকে যৌন নিপীড়নের দায়ে সাবেক ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারকে সাড়ে চার বছরের জন?" জেল দিয়েছে তারা। পাশাপাশি দেড় লাখ ইউরো জরিমানা করেছে আদালত। সেই অর্থ পাবেন নিপীড়নের শিকার ওই নারী। "ঘটনার শিকার (নারীর) সায় ছিল না বলে প্রমাণ হয়েছে এবং এর পক্ষে প্রমাণও আছে, বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েই রায় দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি বাদীর সাক্ষ?", যাতে ধর্ষণের প্রমাণ মেলে। দেশ ও ক্লাবের হয়ে ৪০ এর বেশি শিরোপা জেতা আলভেস এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। বাদী ওই নারীর অভিযোগ, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার একটি নাইটক্লাবে তাকে ধর্ষণ করেন আলভেস।

মেসির গোলে জয়ে লিগ শুরু মায়ামির

স্পোর্টস ডেস্ক : সের্হিও বুসকেতসের কাছ থেকে বল পেয়ে লিওনেল মেসি দারুণ থ্রু বল বাড়িয়ে দিলেন সতীর্থকে, যেটি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিল জালে। পরে প্রতিপক্ষের তিন ফুটবলারের মাঝ দিয়ে মেসি দারুণ পাস দিলেন লুইস সুয়ারেসকে। তার টোকা থেকে বল পেয়ে গোল করলেন আরেক সতীর্থ। চেনা সব দৃশ্য। বার্সেলোনার হয়ে কত কত বার দেখা গেছে! আবারও সেসবের পুনরাবৃত্তি হলো, তবে ভিন্ন জার্সিতে। সাবেক বার্সেলোনা তারকাদের ছোঁয়ায় নতুন মৌসুমের শুরুটা দারুণ করল ইন্টার মায়ামি। মেজর লিগ সকারের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিয়াল সল্ট লেককে ২-০ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। রবার্ট টেইলর প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে গোল করেন ডিয়েগো গোমেস। দুটি গোলেরই উৎস মেসি। বার্সেলোনা ছাড়ার পর মেসি, বুসকেতস ও জর্দি আলবার পুনর্মিলন গত মৌসুমেই হয়ে যায় ইন্টার মায়ামিতে। এবার নতুন পরিচয়ে তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হলো আরেক সাবেক বার্সেলোনা তারকা সুয়ারেসের। ম্যাচের আগে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করে দেওয়া হয় সমর্থকদের সামনে। ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল মেসিদেরই। সল্ট লেকের গোলকিপার জাঁক ম্যাকম্যাথ ৬টি সেভ করে দলকে আরও বড় পরাজয় থেকে রক্ষা করেন। প্রথম গোলটিতে অবশ্য যথেষ্টই দায় আছে ম্যাকম্যাথেরই। ৩৯তম মিনিটে বুসকেতসের কাছ থেকে বল পেয়ে মেসি চমৎকারভাবে বাড়িয়ে দেন টেইলরকে। বক্সের ভেতর ঢুকে ডানপ্রান্ত থেকে শট নেন ফিনল্যান্ডের এই উইঙ্গার। শটে জোর ছিল না খুব বেশি। গোলকিপার ম্যাকম্যাথ প্রায় আটকেও দিয়েছিলেন। কিন্তু তার হাত ফসকে বল আস্তে আস্তে গড়িয়ে যায় জালে। মেসি এর আগেই দারুণ এক ফ্রি কিক নিয়েছিলেন সপ্তদম মিনিটে। তার ফ্রিক দক্ষতার জন্যই গোলকিপারের দুই পাশে দুজন ফুটবলারকে পাহারায় রেখেছিল সল্ট লেক। সেটিই কাজে লেগে যায়। গোলমুখে থাকা বল হেড করে বাইরে পাঠিয়ে দেন জাস্টেন গ্লাড। ২৩তম মিনিটে গোমেসের শট ডাইভ দিয়ে বাঁচান ম্যাকম্যাথ।

পানির বোতল পরিষ্কারের টিপস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বোতলের পানি যতই ফুটিয়ে খান, তেমন কোনো উপকার পাওয়া যাবে না যদি বোতল পরিষ্কার না থাকে, চিকিৎসকদের মতে, বোতল, ফ্লাস্ক বা যে কোনো পাত্রে আবদ্ধ পানিতে ২৪ ঘণ্টা পরে একটি আস্তরণ পড়ে, এতে পানিতে থাকা অণুজীবরা বংশবিস্তার করে অফিসে, রাস্তাঘাটে পানি পান করার জন্য সবার ভরসা প্লাস্টিকের বা কাচের বোতল। বারবার ব্যবহার করা যায়- এজন্য এসব বোতল ব্যবহৃত হচ্ছে বাসা-বাড়িতেও। এ ছাড়া ফলের রস বা জুস খেতেও সুবিধা হওয়ায় বেড়েছে এই ধরনের বোতল ব্যবহার। গরম আসলে এসব বোতলের ব্যবহার আরও বাড়ে। তবে পানির এসব বোতল নিয়মিত পরিষ্কার করেন না অনেকেই। বোতলের পানি যতই ফুটিয়ে খান, তেমন কোনো উপকার পাওয়া যাবে না যদি বোতল পরিষ্কার না থাকে। কারণ না ধুলে এসব বোতলেই জন্মাতে পারে শত শত জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া। এসব ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর কারণে ত্বকের সমস্যা থেকে শুরু করে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, জন্ডিস, টায়ফয়েড, কলেরা ইত্যাদি পানিবাহিত রোগের দেখা দিতে পারে। আর তাই শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত ভাল করে বোতল পরিষ্কার করা উচিত। পানির বোতলে জীবাণু চিকিৎসকদের মতে, বোতল, ফ্লাস্ক বা যে কোনো পাত্রে আবদ্ধ পানিতে ২৪ ঘণ্টা পরে একটি আস্তরণ পড়ে। একে বলা হয় বায়োফিল্ম। এটি চোখে দেখা যায় না সব সময়ে। এই ক্ষেত্রটিতে পানিতে থাকা অণুজীবরা বংশবিস্তার করে। যত বেশি দিন পানি রাখা থাকে, তত বংশবিস্তার বাড়তে থাকে। এই পানি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া বোতলে বা ফ্লাস্কে করে পানির পাশাপাশি গ্লুকোজ মেশানো পানি বা ফলের রস খান অনেকে। ফলের রস বা চিনিজাতীয় পানীয়ের ক্ষেত্রে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি আরও বেশি হয়। সুতরাং বোতল ভাল করে পরিষ্কার করা আবশ্যিক। পানি পান করার ক্ষেত্রে হাত পরিষ্কার রাখাটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অপরিষ্কার হাতে বোতল বা পানির গ্লাস ধরলে হাত থেকে জীবাণু সহজেই পেটে পৌঁছে যেতে পারে। সেখান থেকে ডায়রিয়া বা কলেরা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া বদ্ধ পানিতে লিজিয়োনেলা নামক একটি ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তারের সম্ভাবনা থেকে যায়। লিজিয়োনেলার প্রকোপে ডায়রিয়াও হয়, নিউমোনিয়াও হয়। বোতলে মুখ লাগিয়ে পানি খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয় বোতলে বারবার মুখ লাগিয়ে পানি খাওয়ার অভ্যেস আমাদের প্রায় সকলেরই রয়েছে। তবে চিকিৎসকদের তথ্যমতে, এই অভ্যাসটি একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এতে বোতলের মুখে বা পানির মধ্যে লালা বা ঠোঁটের উপরের ঘাম মিশে যায়। এই ঘাম বা লালায় থাকা ব্যাকটেরিয়া পানিতে বংশবিস্তার করা অণুজীবগুলিকে আরও সহায়তা করে। সুতরাং নিজস্ব বোতলে বারবার মুখ দিয়ে পানি খেয়ে সেটি ভাল করে না ধুলে নিজের অসুস্থতাই ডেকে আনা হয়। পাশাপাশি অন্যার বোতলেও মুখ লাগিয়ে পানি খাওয়া মোটেই উচিত নয়। কাচ, স্টিল, তামা না প্লাস্টিক... কোন বোতলে পানি খাবেন বিশেষজ্ঞরা কাচ বা স্টিলের বোতলকে পানি খাওয়ার জন্য তুলনামূলক ভাবে সুরক্ষিত বলে মনে করেন। তবে পরিষ্কার না করলে সব বোতলেই জীবাণুর বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে প্লাস্টিকের বোতলের গায়ে সূক্ষ্ম ফাটল দেখা যায়। এতে করে জীবাণু খুব সহজেই নিজেদের কলোনি তৈরি করতে পারে। তবে বাসা-বাড়িতে প্লাস্টিকের বোতল পরিষ্কার করা হলেও অফিসে বা রাস্তাঘাটে ব্যবহার ক্রয়া বোতল পরিষ্কার করার কথা মনে থাকে না প্রায়ই। রোদে গরমে প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা পানি বিক্রিয়া করে। এতে পানিটি ধীরে ধীরে বিষিয়ে যায়। বর্তমানে অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ তামার বোতলে পানি রাখেন। সেটি উপকারী বলে মনেও করা হয়। তবে তামার বোতল বেশি দিন না ধুয়ে পানি রাখলে বোতলের ভেতরে একটি আস্তরণ পড়ে যায়। সেখান থেকে বিস্বাদ এবং জীবাণুর বংশবৃদ্ধি দুই-ই হতে পারে। তাই তামা হোক বা প্লাস্টিক বা কাচ রোজ পানি ভরে নেওয়ার আগে বোতল ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

যেসকল অভ্যাস আয়ত্ত করা জরুরি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অফিসের কাজ, ঘর গোছানো, রান্না করা-সব ঠিকঠাক সামলানো বেশ একটা ঝক্কির কাজ। তারপরেও দিনশেষে দেখা যায় অপরিষ্কার কাপড় পড়ে আছে এখানে সেখানে কিংবা রান্নাঘরের সিঙ্কে জমে আছে এঁটো বাসনকোসন। কাজ গুছিয়ে করার জন্য কিছু অভ্যাস আয়ত্ত করা জরুরি। এতে বাড়তি সময় নষ্ট না করেও ঘর রাখা যাবে টিপটপ।

জেনে নিন অভ্যাসগুলো কী কী-

১. সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিছানা গুছিয়ে ফেলুন। এতে ঘর পরিষ্কারের জন্য খুব বেশি সময় লাগবে না। অফিস থেকে ফিরে গোছানো বিছানা দেবে আরামও।

২. রান্না শেষ করার পর পরই কয়েক মিনিট সময় বেশি নিয়ে তেল-মসলা ছিটে পড়া চুলা ও মেঝে পরিষ্কার করে ফেলুন।

৩. খাবার শেষ করার পর এঁটো বাসন সিঙ্কে জমিয়ে না রেখে পরিষ্কার করে র্যাকে তুলে রাখুন।

৪. বাইরে থেকে ফিরে মেঝেতে জুতা রাখবেন না। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে রাখুন জুতার র্যাকে।

বায়ু-দূষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : যখন বায়ুতে কোন কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং অন্য গ্যাসের ঘনত্ব বা ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন তাকে দূষিত বায়ু বলে। শুধু ঢাকা নয়, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাজীপুরেও বায়ুদূষণ বাড়ছে। বর্তমান সময়ে বেড়েছে রাজধানী ঢাকার বায়ু দূষণ, যার ফলে প্রায়ই বিশ্বে দূষিত বায়ুর তালিকায় রাজধানী ঢাকা শীর্ষে উঠে আসছে। আর এমন অবস্থায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে ঢাকার জনগণ, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা। বায়ু দূষণ কি শুধু ঢাকা নয়, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাজীপুরেও বায়ুদূষণ বাড়ছে। যখন বায়ুতে কোন কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং অন্য গ্যাসের ঘনত্ব বা ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন তাকে দূষিত বায়ু বলে।

বায়ু দূষণের কারণ বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল, ইটভাটা, রাস্তায় যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়ি, শিল্পকারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য, বর্জ্য পোড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়া ইত্যাদি। যানবাহন, কলকারখানার কালো ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করে। হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাসও ক্ষতিকর। এ ছাড়া ধূমপানের কারণেও বায়ু দূষণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বায়ু দূষণ হলে কি হয় না চাইলেও বায়ুদূষণ জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে। মারাত্মক দূষণের কারণে আমাদের শরীর বিভিন্ন জটিল রোগ এবং অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হচ্ছে। অস্বাভাবিক মাত্রায় বায়ুদূষণের কারণে হৃদরোগ, লিভার-কিডনির রোগ, এমনকি ক্যানসারের পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। বাতাসে কার্বন ও সালফারের দূষণে ক্ষতি হয় ত্বক ও চোখেরও। বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বর্তমান সময়ে যে হারে বায়ু দূষণ বেড়েছে, তাই স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাইলে সচেতনতার বিকল্প নেই। জেনে নিন বায়ুদূষণের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়- ১. মাস্ক পরুন: বায়ু দূষণ বাড়লেও ঘরের ভেতর বসে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব না। তাই বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক পরে বের হতে হবে। বাজারে বর্তমানে নানা ধরনের ও নানা মানের মাস্ক পাওয়া যায় যেগুলো বিভিন্ন বায়ু দূষণকারী পদার্থের ৯৯ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ফিল্টার করতে পারে। তাই ভাল মানের মাস্ক পরিধান করেই বাসার বাইরে বের হওয়া উচিত।

২. এয়ার ফিল্টার ব্যবহার: ইন্ডোর এয়ার ফিল্টার ঘরের মধ্যে বায়ু দূষণ কমিয়ে দেয় অনেকাংশে। এই পিউরিফায়ারগুলো কেবল ক্ষতিকারক দূষিত বায়ু এবং অ্যালার্জেনগুলো আটকায় না বরং সামগ্রিক বায়ুর গুণমানকে উন্নত করে। কিছু এয়ার ফিল্টার সুন্দর সুগন্ধযুক্ত হয় যা আপনাকে ফ্রেশ বাতাস নিতে সাহায্য করে। এইচইপিএ ফিল্টারযুক্ত এয়ার পিউরিফায়ারগুলো সবচেয়ে কার্যকর বলে পরিচিত।

৩. সচেতনতা বৃদ্ধি: যে কোন ভালো কাজে সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা, আর সেটা নিজেকে দিয়েই শুরু করা উচিত। আপনার কারণে কোনভাবে বায়ু দূষণ হচ্ছে কিনা সেটা খেয়াল রাখুন। পাতা, আবর্জনা দিয়ে আগুন জ্বালানো, যানবাহন ফিট রাখা, কোথাও ঘুরতে গেলে সেখানের বায়ুর মান কিরকম সেটা দেখে যাওয়া উচিত।

৪. ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা: ধূলা এবং ব্যাকটেরিয়া প্রায়শই আপনার বিছানার চাদর এবং বালিশের সাথে লেগে থাকে, যা অদৃশ্য হলেও অ্যালার্জির আউটবার্স্ট হতে পারে। প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত বিছানার সরঞ্জাম ধোয়া উচিত।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ থেকে মুক্তির উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয় কর্মক্ষেত্রে। অনেক সময় একটানা কাজের অতিরিক্ত চাপ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা, সহকর্মীদের সঙ্গে মতের অমিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এতে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদী খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। তবে কয়েকটি ছোট পরিবর্তন মানসিকচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে: অফিসের কাজ অফিসেই শেষ করুন ব্যক্তিগত জীবন ও অফিসের কাজের মধ্যে একটি রেখা টানতে চেষ্টা করুন। অফিসের কাজ অফিস সময়ের মধ্যে শেষ করলে বাসায় কাজের চাপ থাকবে না। বেশি প্রয়োজনীয় কল বা ম্যাসেজ বাদে বাসায় অফিসের কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

সহকর্মীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন

কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের স্বভাব আলাদা এবং সকলের কাজের ধরন আলাদা হয়। দলগত কাজে মতের অমিল হওয়া স্বাভাবিক। এতে যেকোনো ধরনের কাজে সাহায্য নিতে বা মত প্রকাশে দ্বিধা না করে খোলামেলা আলোচনা করুন। এতে মনোমালিন্য হওয়ার আশঙ্কা কমে যায় এবং লক্ষ্য অর্জনে বাড়তি চাপ নিতে হয় না। সিদ্ধান্ত নিতেও সুবিধা হয়।

মাল্টিটাসকিং পরিহার

প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রাখুন। অন্যথায় একসাথে অনেকগুলো কাজ আপনার কাজের প্রোডাক্টিভি কমিয়ে মানসিক চাপ বাড়াতে পারে।

কাজের মাঝে বিরতি অফিসে অনেকক্ষণ কাজ করার ফলে কাজে সহজেই একঘেয়েমি চলে আসে। এজন্য কাজের ফাঁকে ছোট ছোট বিরতি নিন যা আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখবে এবং চাপ কমাতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া সাপ্তাহিক ছুটিতে চেষ্টা করুন পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ঘুরতে, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে।